নতুন
সংস্করণ

মি'রাজও আধুনিক বিজ্ঞান

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

মি'রাজ
ও
আধুনিক বিজ্ঞান

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার)
কামিল (হাদীস ও ফিক্‌হ), বি.এ (অনার্স), এম.এ (অলস্ট্যাণ্ড)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্ষ্ট ক্লাস), পিএইচ.ডি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
মুহাদ্দিস-মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্রাসা, তেজগাঁও, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার
www.ahsan publication.com

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

ISBN : 978-984-90347-3-5

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা
০১৮১৫৪২২৪১৯, ০২৯৬৭০৬৮৬

অনলাইন পরিবেশক
ahsanpublication.com
ahsan.com.bd

প্রাপ্তিস্থান
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
নলেজ প্রোডাক্টস, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
কুরআন মহল, সিলেট।
পৃথিবী বুক স্টল, দিনাজপুর।
আল হামরা লাইব্রেরী, বগুড়া।
আদর্শ লাইব্রেরী, বগুড়া।
আযাদ বুক্স আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
জুলাই -২০১০

১১তম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর -২০২১

প্রচ্ছদ : নূর মোহাম্মদ

কম্পোজ : এফ এ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
খিলগাঁও তালতলা, ঢাকা-১২১৯

মূল্য : একশত আশি টাকা মাত্র

Miraz O Adunik Biggan written by **Dr. Md. Abul Kalam Azad (Bashar)** Published by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100. 1st Edition July-2010. 11th Edition September-2021. **Price : Tk. 180/- only**

www.nagorikpathagar.org

প্রাক কথন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين واله واصحابه اجمعين.

মি'রাজ হচ্ছে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অন্যতম। এর মাধ্যমে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অগণিত নবী ও রাসূল এ ধরাধামে তাশরীফ এনেছেন কিন্তু কারো জীবনে এভাবে মি'রাজ সংঘটিত হয়নি, যা সংঘটিত হয়েছিল বিশ্বনবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনে। এ বিষয়ে তিনিই হলেন সকল নবীর মাঝে ব্যতিক্রম।

এ মি'রাজ মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগেও বিজ্ঞানীগণ যেখানে এখনো সূর্য পর্যন্ত পৌছতে পারেননি। সেখানে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে বিশ্বনবী (সা.) চন্দ্র, সূর্য অতিক্রম করে মহাকাশ ভ্রমণ করে এসেছেন, যা বিজ্ঞানীদের হতবাক করে দিয়েছে।

মি'রাজের ঘটনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ছিহাহ সিত্তাহ সহ সকল হাদীস গ্রন্থে প্রায় অর্ধশত সাহাবী থেকে বিভিন্নভাবে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যার বর্ণনা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, কিন্তু এর পরেও কতিপয় অতি উৎসাহী ব্যক্তি মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসসমূহকে এ ঘটনার সামগ্রিক বর্ণনায় যথেষ্ট মনে না করে মিরাজের ঘটনার মধ্যে বাড়তি চমক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বানোয়াট কাহিনীর সংযোজন করার প্রয়াস চালিয়েছেন, যা মি'রাজে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর বিকৃতির শামিল। তাই এ বইতে শুধু হাদীসে নববীর বর্ণনার আলোকে মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনাবলী বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও আমার ইলমের কমতির কারণে যদি কোন বিষয়ে কোন ভুল তথ্য কারো নজরে আসে আমাকে তা অবহিত করার বিনীত অনুরোধ করছি। ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আখেরাতে নাজাতের ওয়াসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

বিনীত
লেখক

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টি আকর্ষণ

এটা সর্বজন বিদিত যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে সফর সংঘটিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলার সরাসরি তত্ত্বাবধানে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এ সফরে একমাত্র জিবরাঈল (আ.)-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সফর সঙ্গী। রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের সফরের বর্ণনা প্রদান করার পূর্বে এ বিষয়ে দুনিয়ার কোন মানুষ কিছুই জানত না। এ বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র তিনজন মহিমান্বিত সত্তার মধ্যে–

১. আল্লাহ তা'আলা

২. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

৩. জিবরাঈল (আ.)

সুতরাং এ বিষয়ে কোন কিছু জানতে হলে যেতে হবে পবিত্র কুরআনের কাছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অথবা যেতে হবে পবিত্র হাদীসে নববীর কাছে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের ঘটনার পরিপূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে জিবরাঈল (আ.) থেকে সরাসরি কোন কিছু জানার সুযোগ সাধারণ মানুষের নেই। তাই বলা যায়, মি'রাজের ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ শুধুমাত্র রিওয়ায়েত বা বর্ণনা নির্ভর। এ বিষয়ে যা বলা হবে তা হতে হবে পবিত্র কুরআন থেকে বা হাদীসে নববী থেকে। মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে কোন আলিম, গবেষক বা ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত বক্তব্যের কোন মূল্য নেই। কেননা এটি গবেষণা করে বর্ণনা করার বিষয় নয়। তাই যিনি মি'রাজে সংঘটিত কোন ঘটনা বর্ণনা করবেন, তাঁকে বলতে হবে তিনি এ ঘটনা কুরআনের কোন সূরায় বা হাদীসের কোন কিতাবে পেয়েছেন। যথাযথ উত্তর পাওয়া গেলে তাঁর কথা মেনে নেয়া হবে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর এটাই হল মি'রাজের আলোচনার গ্রহণযোগ্যতার মূলনীতি।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

১. মি'রাজের উদ্দেশ্য ॥ ৭
২. বিস্ময়কর মি'রাজ ॥ ৮
৩. মি'রাজের প্রেক্ষাপট ॥ ১১
৪. পবিত্র কুরআনের আলোকে মি'রাজ ॥ ১৭
৫. হাদীসে নববীর আলোকে মি'রাজ ॥ ২১
৬. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ ॥ ৬৭
৭. মি'রাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন প্রসঙ্গে ॥ ৭৫
৮. ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى আয়াতের ব্যাখ্যা ॥ ৭৯
৯. রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি-না? ॥ ৮৯
১০. মি'রাজ নিয়ে একটি বাড়াবাড়ি বক্তব্য ॥ ৯৭
১১. মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল কি-না? ॥ ৯৮
১২. মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশে আজিম ভ্রমণ করেছেন কি-না? ॥ ১০৫
১৩. মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক দর্শনীয় কতিপয় দৃশ্য ॥ ১০৭
১৪. মি'রাজের রাত্রির ফজিলত ॥ ১১১
১৫. প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী ॥ ১১৪
১৬. মি'রাজের মৌলিক কর্মসূচী ॥ ১২০
১৭. মি'রাজের শিক্ষা ॥ ১৪৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের উদ্দেশ্য

আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ কিছু মর্যাদা প্রদান করার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আপন সান্নিধ্যে নিয়ে নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্য সরাসরি তা'লীমে রাব্বানীর ব্যবস্থা করেছেন। নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের বিশালতা এবং তাঁর সৃষ্টি লীলার গূঢ় রহস্যসমূহের সাথে পরিচিত করিয়ে দেন। নবীগণের সম্মুখে প্রকাশ করেন তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার অসীম দিগন্ত। এতে করে নবীগণের মনে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও সীমাহীন কুদরতের উপর এমন ইয়াকীন সৃষ্টি হয় যে, বাতিলপন্থিদের সকল বিরোধিতা ও ভয় প্রদর্শন তাঁদের নিকট অতিতুচ্ছ মনে হয়। যেমন ইবরাহীম (আ.) এর নিকট নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের ভয় প্রদর্শন অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়েছিল। কেননা ইতিপূর্বে তিনি তা'লীমে রাব্বানী পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ۔

'আর এভাবে আমি ইবরাহীমকে (আ.) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়।'[১]

অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ.) কে জান্নাতে, মূসা (আ.) কে তূর পাহাড়ে[২] আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে সিদরাতুল মুন্তাহারও উপরে নিয়ে তা'লীমে রাব্বানীর ব্যবস্থা করা হয়।

---

১. সূরা আনআম-৭৫

২. আলা উদ্দীন আল খাযেন, তাফসীরে খাযেন, ৪/৪৪৪

www.nagorikpathagar.org

বিস্ময়কর মি'রাজ

পৃথিবী সৃষ্টি হতে প্রলয় পর্যন্ত যত বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা হয়েছে বা হবে মি'রাজুন্নাবী (সা.) হলো সে সবের মধ্যে অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা। যার প্রমাণ বহন করছে মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে কারীমার প্রথম শব্দ "سبحان الذي"।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সে সবের মধ্যে রয়েছে হযরত ইউনুছ (আ.) এর চল্লিশ দিন[৩] মাছের পেটে জীবিত থাকার মত বিস্ময়কর কাহিনী, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর নমরুদের প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং দীর্ঘ চল্লিশ দিন[৪] পর আগুনের ভিতর থেকে পরিপূর্ণ সুস্থতার সাথে বের হওয়ার কাহিনী, হযরত ঈসা, হযরত মূসা, হযরত লুত, হযরত নূহ (আ.) এর কাহিনী। আরো রয়েছে কাওমে আদ ও কাওমে সামুদের বিস্ময়কর কাহিনী।

এ ছাড়া আরও অনেক আশ্চর্য কাহিনী কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোথাও "সুবহানা" শব্দ দিয়ে কাহিনী শুরু করা হয়নি। স্বাভাবিকতঃ যখন কোন কাজ-কর্ম বা বস্তু থেকে বিস্ময়বোধ হয় তখনই কেবল "সুবহানাল্লাহ" বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।[৫] মি'রাজ যেহেতু এক অতি মহাবিস্ময়কর ঘটনা তাই তাঁর বর্ণনা শুরু করা হয়েছে সে বিস্ময়বোধক শব্দ سبحان দিয়েই। মি'রাজ নিয়ে গবেষণা করলে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মহাকাশবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানহীন আরবরাও বিস্মিত হয়েছিল। কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের ৭৬৫ (১২৩২ কিলোমিটার) মাইল[৬] পথ এক রাতে সফর করে আবার মক্কায় ফিরে আসলেন।

---

৩. ইমাদ উদ্দীন ইসমাইল, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/১৩৮

৪. প্রাগুক্ত, ৩/১৭১

৫. ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার আসকালানী, ৭/২৩৮

৬. সূত্র- ইন্টারনেট

www.nagorikpathagar.org

যে পথ অতিক্রম করতে তৎকালে কমপক্ষে ৪০ দিনের[৭] প্রয়োজন ছিল। আর বর্তমান যুগে Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) ও Cosmology (মহাজাগতিক বিজ্ঞান)-এর উৎকর্ষতায় মানুষ মহাকাশ সম্পর্কে অভূতপূর্ব জ্ঞান লাভ করে ও মি'রাজ সম্পর্কে গবেষণা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আল্লাহ তা'আলার মহা কুদরতের নিকট মাথা নত করছে।

কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) Gravitation Power (মধ্যাকর্ষণ শক্তি) ভেদ করে সূর্য, Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র), Cluster (গুচ্ছ নক্ষত্র), Comet (ধূমকেতু), Galaxy (নক্ষত্র পুঞ্জ), Black hole (অন্ধকার গহ্বর), Event horizon ইত্যাদি পার হয়ে আকাশে পৌঁছেছেন তা তাদের নিকট বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর বিষয় হলো এ ভ্রমণটি ঘটেছিল অতি সামান্য সময়ের ভিতরে[৮], গতি বিজ্ঞানীরা যার কোন কুল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে যে পথ সফর করেছিলেন তার জন্য এ সফরে কত সময় প্রয়োজন তা যদি আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নিকট জানতে চাই তাহলে বিজ্ঞানীগণ মহাকাশের পথ পরিক্রমার হিসাব প্রদান করে বলবেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আলোর গতি অর্থাৎ সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল গতিবেগে

---

৭. আবুল কাছেম মাহমুদ জামাখশারী, তাফসীরে কাশশাফ, ২/৪৩৬

৮. মা'আরেফুল কুরআনে এসেছে– اسرى بعبده ليلا আয়াতাংশের মাঝে ليلا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আততিবরানী সংকলিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন- اتيت اصحابي قبل الصبح بمكة فاتاني ابو بكر فقال يا رسول الله اين كنت الليلة 'অতপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের নিকট ফিরে আসলাম। তখন আবু বকর আমার নিকট আগমন করে বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) আপনি গত রাত্রে কোথায় ছিলেন?' মাওলানা ইদরীস কান্দহলভী বলেন, বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.)-এর মি'রাজের সফর ইশার সালাতের পর ও ফজর সালাতের পূর্বে এ মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা- পৃঃ ৫৫)।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবী থেকে কেউ সূর্যের দিকে ধাবমান হলে শুধু সূর্যের দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগবে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

আর মহাকাশে সূর্যের চেয়ে শত শত কোটি গুণ বড় লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে যেগুলো দূরত্বের কারণে খালি চোখে দেখা যায় না। আবার এমন কিছু নক্ষত্রও মহাকাশে রয়েছে যেগুলো এত দূরে অবস্থিত যে, আজ থেকে প্রায় ১৫০০ (পনের শত) কোটি বছর[৯] আগে যখন মহা বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছিলো তখন হতে আজ পর্যন্ত পূর্বোল্লেখিত গতিতে তাদের আলো পৃথিবীতে আসছে কিন্তু অদ্যাবধি এসে পৌঁছেনি। কতদূর তাদের অবস্থান ভাবতে অবাক লাগারই কথা। এ জাতীয় গ্রহ নক্ষত্রসমূহের আরো অনেক উপরে প্রথম আকাশের অবস্থান। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ۔

'আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজীর দ্বারা সুশোভিত করেছি।'[১০]

এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব ৫০০ (পাঁচশত)[১১] আলোক বৎসরের রাস্তা। এ বিশাল পথ অতিক্রম করে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাত আকাশ পাড়ি দিয়ে সিদরাতুল মুন্তাহারও উপরে গিয়ে মি'রাজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে পূর্বোল্লেখিত সামান্য সময়ের ভিতরে আবারও বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে কিভাবে মক্কায় ফিরে আসলেন, বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করলে অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হওয়া ব্যতীত উপায় নেই।

---

৯. কাজী জাহান মিয়া, আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১), পৃ. ১৮১

১০. সূরা ছাফফাত-৬

১১. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-৩২৩৬

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের প্রেক্ষাপট

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স চল্লিশের কোঠায়। তিনি মক্কা মুয়ায্যামার অদূরে জাবালে নূরের হেরা গুহায়[১২] ধ্যানমগ্ন। জিবরাইল আমিন (আ.) প্রথম বারের মত তাঁর কাছে অহী নিয়ে আগমন করলেন।[১৩] তিনি অভিষিক্ত হলেন নবুওয়াতের বিশাল মর্যাদায়। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কৌশলজনিত কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন বৎসর গোপনে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন।[১৪] তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার আদেশ প্রদান করে প্রত্যাদেশ করেন-

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ-

'(হে নবী) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন।'[১৫]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এক দিন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে[১৬] আওয়াজ দিলেন ইয়া সাবাহাহ! অর্থাৎ হায় সকাল! তখনকার দিনে কোন ভয়াবহ সংবাদ প্রদান করার প্রয়োজন হলে মানুষেরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এই আওয়াজ করতে থাকতো[১৭] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই

---

১২. এটি মক্কা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৪ গজ, প্রস্থ ১.৭৫ গজ, নিচের দিকে গভীর নয়। (আর রাহীকুল মাখতুম- ৮৯)। জাবালে নূরের চূড়ায় উঠে একটু দক্ষিণ দিকে গিয়ে সামান্য নিচে নেমে সরু পথে গুহায় প্রবেশ করতে হয়। পাহাড়টি বেশ খাড়া ও উঁচু। উঠা ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও সিঁড়ি তৈরী করা আছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে ২০০৫ সনে লেখকের সময় লেগেছিল ৪৮ মিনিট।

১৩. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৩

১৪. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৯৮

১৫. সূরা শুআরা-২১৪

১৬. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৪৭৭০

১৭. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১০২

www.nagorikpathagar.org

আওয়াজ শুনে আবু লাহাব সহ অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবর্গ একত্রিত হয়ে আকুলতার সাথে প্রশ্ন করলো- কি দুঃসংবাদ হে মুহাম্মাদ?

আল্লাহর নবী (সা.) জবাবে কি বলেছিলেন– এ ঘটনার একটি অংশ সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "হে নবী আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করুন।" কুরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবী করিম (সা.) সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে আওয়াজ দিলেন– হে বনি ফিহর, হে বনী আদি, এই আওয়াজ শুনে কুরাইশদের সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হলো।

যিনি যেতে পারেননি তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন কি ব্যাপার সেটা জানার জন্য। কুরাইশরা এসে হাজির হলো, আর আবু লাহাবও তাদের সঙ্গে ছিল। এরপর তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো- যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড় সওয়ার আত্মগোপন করে আছে, ওরা তোমাদের উপর হামলা করতে চায়। তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হ্যাঁ, বিশ্বাস করবো। কারণ আপনাকে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে শোন! আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।[১৮]

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে কুরাইশ দল! তোমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে বনি কা'ব নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। যেহেতু তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে যথা সম্ভব সজাগ করবো।

তৎক্ষণাৎ আবু লাহাব বললো,

تَبًّا لَكَ يَا مُحَمَّدُ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا.

---

১৮. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৪৮০১

www.nagorikpathagar.org

'তুমি ধ্বংস হও হে মুহাম্মাদ। তুমি কি একথা বলার জন্যই আমাদেরকে ডেকেছ?'[১৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে- নবী কারীম (সা.)-এর প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আবু লাহাব এক খণ্ড পাথরও হাতে তুলে নিয়েছিল।[২০] আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করলো এবং বলল তিনি যেন এমন কথা আর না বলেন। কিন্তু প্রিয় নবী (সা.) পৌত্তলিকতার অকল্যাণসমূহ প্রকাশ্যে জনসম্মুখে তুলে ধরতে শুরু করলেন। মূর্তিসমূহের অন্তসার শূন্যতা ও মূল্যহীনতার কথাও তুলে ধরতে থাকলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ্যে বুঝাতে থাকেন এ মূর্তিসমূহ নিরর্থক এবং শক্তিহীন। এগুলোর পূজারীরা সকলেই সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। আর এভাবেই নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ্য দিবালোকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে (সা.) আদেশ করেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ۔

'হে নবী আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।'[২১]

পৌত্তলিকদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে একথা শোনার পর মক্কার অধিবাসীরা ক্রোধে ফেটে পড়লো। তাদের উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তাদের নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ জীবনে তারা যেন ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে পেলো। এ কারণেই কুরাইশরা অকস্মাৎ উৎসারিত এ বিপ্লবের শিকড় উৎপাটনের জন্য কোমর বেধে উঠে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। চারদিক থেকে জুলুম নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ছোবল বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো আসতে শুরু করলো।

---

১৯. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস নং-২৯২৭

২০. মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৯/২৯০

২১. সূরা হিজর-৯৪

www.nagorikpathagar.org

এ কঠিন পরিস্থিতিতে আবু তালেব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। আবু তালেব কঠোরভাবে কাফেরদেরকে মোকাবিলা করার ঘোষণা দেয়ায় কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দৈহিক ভাবে নির্যাতন করার সাহস হারিয়ে ফেললো। আবু তালেব যদিও ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি, তবে কাফেরদের অত্যাচার থেকে রাসূল (সা.)-কে বাঁচানোর জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করেন। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে রাসূল (সা.) হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার কারণে স্বাচ্ছন্দ্যে নবুয়তী মিশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

নবুওয়াতের দশম সন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সবে মাত্র "শিয়াবে আবি তালেব" নামক বন্দীশালা থেকে তিন বছর বয়কটের কঠিন জীবন অতিবাহিত করে নতুন উদ্যমে দ্বীনের প্রচার কাজ আবার শুরু করলেন। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারলেন না। মাত্র ছয় মাসের মাথায়[২২] হঠাৎ করে তার প্রিয় চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দৈহিক নির্যাতন থেকে রক্ষাকারীর বিয়োগে কাফেররা তাঁর বিরোধিতায় অতি উৎসাহ প্রদর্শন করতে শুরু করলো। চারদিক থেকে হুমকি-ধমকি আসতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

মানসিক শান্তি খুঁজছিলেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে। হযরত খাদীজা (রা.) ও তাঁর প্রাণ উজাড় করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হিকমত বুঝার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে একাকি ফেলে খাদিজা (রা.) কেও আবু তালেবের ইন্তেকালের মাত্র দু'মাস পর[২৩] আপন সান্নিধ্যে ডেকে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অতিপ্রিয় দু'জন কাছের মানুষের বিয়োগ ব্যথায় মানসিক ভাবে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন। হাজারো দুশ্চিন্তা তাঁর মাথায় ভর করলো। সর্বদা খুব দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন। এ জন্য ইসলামের ইতিহাসে এ বছরকে "আমুল হুযন" বা দুঃখের বছর বলা হয়।

---

২২. বুখারী, আস সহীহ, ১/৫৪৮ (আবু তালেবের কিস্‌সা অধ্যায়)।

২৩. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) মনভরা ব্যথা নিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য আবারো দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু বাঁধ সাধলো মক্কার কাফিররা। তারা ঘোষণা দিলো- তাদের লাত, মানাত, উজ্জা, হুবল ইত্যাদি দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না। ধর্মান্তরিত করা যাবে না মক্কার কোন ব্যক্তিকে। এর অন্যথা হলে তারা প্রতিরোধ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আশাহত হলেন। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে বের হয়ে পড়লেন মক্কা হতে ষাট মাইল[২৪] দূরে অবস্থিত তায়েফের দিকে। যেখানে বসবাস করছেন তাঁর বাল্যবন্ধুগণ। যাদের সাথে মা হালিমার গৃহে থাকা কালে একসঙ্গে খেলা করেছেন, বকরি চড়িয়েছেন। সেখানে আরও আছেন মা হালিমার আত্মীয় স্বজনেরা। যাদের কোলে তিনি শিশুকাল অতিবাহিত করেছেন। হয়তো তাঁর দাওয়াতে তারা সাড়া দেবেন।

বুকভরা আশা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তায়েফ বাসীদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন অমনি তারা তাঁর দিকে পাথর মারতে শুরু করলো। পাথরের বৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেহ মোবারক ঝাঁঝরা হওয়ার উপক্রম হলো। তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হলো তায়েফের পাথুরে ময়দান। ফের রওয়ানা হলেন মক্কার দিকে। তায়েফের দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের লেলিয়ে দেয়া হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছনে। তারা তাঁকে পাগল বলে উল্লাস করতে করতে পাথর মারতে থাকলো।

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তায়েফের লোকদের দৃষ্টিতে পাগল! হায়রে বিবেক!! হতোধ্যম ও ভীত বিহ্বল অবস্থায় তিনি ফিরে আসলেন মক্কায়।[২৫] চোখে মুখে রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে বিশ্ব নবী (সা.) বিশ্রাম নিচ্ছেন

---

২৪. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৫৪

২৫. হাফেজ ইবনুল কায়্যিম زاد المعاد গ্রন্থে রাসূল (সা.)-এর তায়েফ সফরের ঘটনা বর্ণনা করার পর লেখেন, এ ঘটনার পর রাসূল (সা.)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে। (মি'রাজুন্নবী (সা.) ইফাবা- পৃ. ৩১)

www.nagorikpathagar.org

আবু তালেব তনয়া উম্মে হানীর গৃহে।[২৬] এ নাজুক পরিস্থিতিতে নবুওয়াতের দ্বাদশ সনের ২৭ রজব সোমবার[২৭] রাত্রিতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবিবকে আপন সৃষ্টি লীলা প্রদর্শনের নিমিত্ত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণে নিয়ে যান। ঘটে যায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা পবিত্র মি'রাজ।

---

২৬. ফাতহুল বারী, ৭/২৪৪

২৭. ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- মি'রাজ কবে সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে উলামায়ে কেরামগণের মতামতের ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেন- মি'রাজ নবুওয়াতের আগে সংঘটিত হয়েছে। এটি অনির্ভরযোগ্য কথা। তবে নবুওয়াতের পূর্বে স্বপ্ন যোগে হতে পারে। নির্ভরযোগ্য কথা হলো, মি'রাজ নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নববী ও ইবনু সা'দ বলেন- হিজরতের এক বছর পূর্বে। ইবনুল যাওযীর মতে হিজরতের আট মাস পূর্বে। রবী বিন সালেম বলেন- হিজরতের ছয় মাস পূর্বে। ইবনু হাযম বলেন- নবুওয়াতের দ্বাদশ সনের রজব মাসে। ইবরাহীম আল হারবীর মতে হিজরতের এক বছর পূর্বে রবিউস সানী মাসে। ইবনু আব্দিল বার বলেন- হিজরতের এক বছর তিন মাস পূর্বে। ইবনু কুতাইবা বলেন- হিজরতের আঠার মাস পূর্বে। ইমাম জুহুরী বলেন- হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে। উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে মি'রাজ শাওয়াল, রমজান, রবিউল আওয়াল, রবিউস সানী ও রজব মাসসহ যে কোন এক মাসে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল বারী-৭/২৪৩)

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী বলেন- পাঞ্জেগানা নামায ফরজ হওয়ার আগে হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তিকাল করেছেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। আর পাঞ্জেগানা নামায ফরজ হয়েছে মি'রাজের রাতে। এর অর্থ হচ্ছে খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু মি'রাজের আগেই হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু নবুওয়াতের দশম বর্ষের রমজান মাসে হয়েছিল বলে জানা যায়। কাজেই মি'রাজের ঘটনা এরপরেই ঘটেছে আগে নয়। (আর-রাহীকুল মাখতূম- পৃ. ১৬৬)

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনের আলোকে মি'রাজ

পবিত্র কুরআনের দু'টি সূরায় ইসরা ও মি'রাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর সেগুলো হলো- সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা আন-নাজম। সূরা বনী ইসরাঈলে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিকালীন ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা আন নাজমে ঊর্ধ্বজগতে উত্তোলন ও ভ্রমণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত ইসরার ঘটনা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

মহান আল্লাহর বাণী–

سُبْحٰنَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا ۚ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে[২৮] রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার

---

২৮. بعبده কেন বলা হলো- এ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দীন আঈনী (রহ.) বলেন-

قوله تعالى بعبده والمراد به النبي ﷺ وانما لم يقل برسوله أو بنبيه إشارة الى انه مع هذا الاكرام الذي اكرمه الله تعالى وهذا التعظيم الذي عظمه الله به هو عبده ومخلوقه لئلا يتغالوا فيه كما تغالت النصاري في المسيح حيث قالوا انه ابن الله۔

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী بعبده দ্বারা রাসূল (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে। আয়াতে "বান্দাকে" শব্দটি বলেছেন "রাসূলকে" বা "নবীকে" শব্দ বলেন নি। এ শব্দটি দিয়ে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, এ মহাসম্মানে আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্মানিত করেছেন তিনি তাঁরই বান্দা ও তাঁর সৃষ্ট মাখলূক। কেউ যেন তাঁর এই মহান মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে না পারে। যে বাড়াবাড়ি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে খৃষ্টানরা করছে। তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বলেছে। (আঈনী ১৭/১৯)। এ প্রসঙ্গে মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন- সম্মান ও গৌরবের স্তরে بعبده শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে "আমার বান্দা" বললে এর চাইতে বড় সম্মান আর হতে পারে না। (মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ৭৬৪)

www.nagorikpathagar.org

চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি- যাতে আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী।'[২৯]

এ সূরার অন্য একটি জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ أَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ۔

'আর যা কিছু আমি আপনাকে দেখালাম- তা লোকদের পরীক্ষা করার জন্য দেখিয়েছি।'[৩০]

সূরা আন্ নাজ্মে বর্ণিত মি'রাজের ঘটনা ঊর্ধ্বজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে রাসূলে কারীম (সা.)-এর সিদরাতুল মুনতাহা সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى۔ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى۔ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى۔ لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى۔

'নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছেন। সিদরাতুল মুন্তাহার[৩১] নিকটে। যার কাছে জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। ঐ সময় সিদরার উপর সমাচ্ছন্ন হচ্ছিল যা কিছু সমাচ্ছন্ন হওয়ার। এই দর্শনের সময় দৃষ্টিশক্তি না বিভ্রান্ত

---

২৯. সূরা বনী ইসরাঈল-১

৩০. সূরা বনী ইসরাঈল-৬০

৩১. আরবী ভাষায় "সিদরা" শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ, মুন্তাহা অর্থ শেষ প্রান্ত। সুতরাং সিদরাতুল মুন্তাহার আভিধানিক অর্থ হলো সে বদরিকা বৃক্ষ যা শেষ প্রান্তে অবস্থিত। কারো মতে এর নাম কুল বৃক্ষ। সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এখানেই অবস্থান করেন। এখান থেকে ঊর্ধ্বজগতের বিধি-বিধান নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। পৃথিবীর আমল ও কাজকর্ম ঊর্ধ্বজগতে প্রেরণও এখান থেকেই হয়ে থাকে। এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। এখানেই সর্বজগতের জ্ঞান নিঃশেষ ও পরিসমাপ্ত। এর অপর পারে যা কিছু রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। (রুহুল মা'আনী, আল্লামা আলূসী ১৫/১, মি'রাজুন্নবী সা. ইফাবা, পৃ. ৮৯)

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে না সীমালংঘন করেছে। নিশ্চয় তিনি তাঁর প্রভুর মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন।"[৩২]

সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে কারীমা দ্বারা রাসূলে কারীম (সা.)-এর রাত্রিকালীন সফরে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। যা অস্বীকার করা স্পষ্ট কুফুরী। অনুরূপভাবে সূরা আন্ নাজমের আয়াতে কারীমা দ্বারাও সিদরাতুল মুন্তাহার সফর সাধারণভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। যা অস্বীকার করারও কোন সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্ নাজ্মে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন "নিশ্চয় তিনি (সা.) তাঁকে (জিবরাঈল আ. কে) আরেকবার দেখেছেন সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে।"

আয়াতে উল্লেখিত اَسْرٰى শব্দটি اِسْرَاءٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ اَلسَّيْرُ لَيْلًا বা রাত্রিকালিন সফর।[৩৩]

সূরা শুআরার ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوْسٰى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىْ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ۔

"আর আমি মুসার নিকট ওহী পাঠালাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের মধ্যেই চলে যাও। অবশ্যই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।"

এ আয়াতে اَسْرِ শব্দের অর্থ হলো "রাত্রে ভ্রমণ কর।" সুতরাং اسراء শব্দের অর্থই যখন রাত্রিকালীন সফর তাহলে এর সাথে ليلا শব্দের প্রয়োজন কী? এ বিষয়ে তাফসীরে কাশ্শাফ প্রণেতা বলেন-

فان قلت : الاسراء لايكون الا بالليل فما معنى ذكر الليل؟ قلت : اراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الاسراء وانه اسرى به بعض الليل من مكة الى الشام مسيرة اربعين ليلة۔

---

৩২. সূরা আন নাজ্ম : ১৩-১৮

৩৩. মুহাম্মাদ আলী সাবুনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর-২/১৩৩

www.nagorikpathagar.org

'যদি তুমি বল যেহেতু ইসরা রাত্রি ব্যতীত হতে পারে না। সূরা এখানে রাত্রি শব্দের আলাদাভাবে উল্লেখ করার অর্থ কী? আমি বলব, ليلا শব্দটিকে نكرة বা অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরো রাত্রি নয় বরং রাত্রির একটা অংশে তিনি তাঁর বান্দাকে মক্কা থেকে শাম পর্যন্ত সফর করিয়েছেন। যা সফর করতে সাধারণত চল্লিশ দিন সময়ের প্রয়োজন।'[৩৪]

আর مِعْرَاجٌ শব্দটি আরবী عُرُوْجٌ শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ সিঁড়ি। এখানে শব্দটি ঊর্ধ্বগমন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর মহানবী (সা.) যেহেতু এরাতে ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন অবলোকন করেছেন এবং এ ঘটনার বর্ণনায় তিনি عَرَجَ بِيْ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন, এজন্য এই মর্যাদাপূর্ণ সফরকে মি'রাজও বলা হয়।

কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম পারিভাষিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য একথাও বলেছেন যে, এই ঘটনার যে অংশের বর্ণনা পরিষ্কারভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লেখ আছে, কুরআনী ব্যাখ্যার অনুসরণে তার নাম 'ইসরা' রাখা হয়েছে। আর যে অংশের বর্ণনা সূরা আন্ নাজম এবং সহীহ হাদীসসমূহে বিবৃত হয়েছে- যা রাসূল (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী عَرَجَ بِيْ এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাকে معراج বলা হয়ে থাকে।[৩৫] মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ।[৩৬] কখনো কখনো এ ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণকেই ইসরা ও মি'রাজ উভয় নামে অবহিত করা হয়।[৩৭]

---

৩৪. আবুল কাশেম মাহমুদ জামাখশারী, তাফসীরে কাশ্‌শাফ-২/৪৩৬

৩৫. বিশ্ব নবীর জীবনী ও মি'রাজের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আল্লামা হিফজুর রহমান, পৃ. ৭৫

৩৬. মুফতি মোহাম্মদ শফী, মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ৭৬৪

৩৭. মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৩৩

www.nagorikpathagar.org

হাদীসে নববীর আলোকে মি'রাজ

পবিত্র কুরআনে মি'রাজের রাত্রিতে মহানবী (সা.)-এর বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং সিদরাতুল মুন্তাহার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক জিবরাঈল (আ.)-এর দ্বিতীয়বার দর্শন লাভ ও তাঁকে আল্লাহ তা'আলার কিছু নিদর্শন দেখানোর খোদায়ী অভিপ্রায় ইত্যাদি বিষয় খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। এ মহাভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে এ বিশাল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বহু সংখ্যক সাহাবী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোন ঘটনার ব্যাপারে এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা প্রায় অর্ধশত।[৩৮]

তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে, মি'রাজের হাদীসসমূহ সবই মুতাওয়াতির পর্যায়ের। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশজন সাহাবীর রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মি'রাজ সম্পর্কে ২৫ জন সাহাবীর বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন-

فحديث الاسراء اجمع عليه المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون-

"মি'রাজ বিষয়ের হাদীস সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকগণ একে মেনে নেয়নি।"[৩৯]

আল্লামা ইবনু কাছীর (রা.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মি'রাজ বিষয়ের বর্ণনা যাচাই বাছাই করে পঁচিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন।

---

৩৮. ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ২৭২; ইসরা ও মি'রাজ, মাওলানা আব্দুর রহমান, পৃ. ৪৯

৩৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, বৈরুত ৪/২৩৯; মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৯০

www.nagorikpathagar.org

তাঁরা হলেন– ১. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) ২. আলী (রা.) ৩. ইবনু মাসউদ (রা.) ৪. আবু যার গিফারী (রা.) ৫. মালিক ইবনু ছা'ছা' (রা.) ৬. আবু হুরায়রা (রা.) ৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ৮. ইবনু আব্বাস (রা.) ৯. শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা.) ১০. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) ১১. আব্দুর রহমান ইবনু কুর্য (রা.) ১২. আবু হাইয়্যান (রা.) ১৩. আবু লাইলা (রা.) ১৪. ইবনু উমার (রা.) ১৫. জাবির (রা.) ১৬. হুযাইফা (রা.) ১৭. বুরাইদা (রা.) ১৮. আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) ১৯. আবু উমামা (রা.) ২০. সামূরা ইবনু জুনদুব (রা.) ২১. আবুল হামরা (রা.) ২২. সুহাইব রুমী (রা.) ২৩. উম্মু হানী (রা.) ২৪. আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) ২৫. আসমা বিনতু আবু বকর (রা.)।[৪০]

কোন কোন বর্ণনায় মি'রাজের ঘটনাটি ২২ জন সাহাবী ও ৪ জন সাহাবীয়া বর্ণনা করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে সাত জনের বর্ণনা সহীহ বুখারীতেই উল্লেখ রয়েছে।[৪১] এ প্রসঙ্গে শরহে আকাইদ আন নাসাফীতে বলা হয়েছে-

فالاسراء هو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب والمعراج من الارض الى السمآء مشهور ومن السمآء الى الجنة او الى العرش او غير ذالك احاد.

"মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাসূল (সা.)-এর ভ্রমণের নাম 'ইসরা' যা আল্লাহর কিতাব দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যমীন থেকে আসমানের দিকে ভ্রমণের নাম মি'রাজ' যা মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আকাশ হতে জান্নাত, আরশ ইত্যাদির দিকে সফর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত।"[৪২]

---

৪০. ইসরা ও মি'রাজ, মাওলানা আব্দুর রহমান, পৃ. ৪৯

৪১. মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৯০

৪২. শরহে আকাইদুন নাসাফী, মি'রাজ অধ্যায়

www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যারকানী বলেন : মি'রাজের ঘটনা ৪৫ জন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৪৩]

এসব সাহাবার মধ্যে মুহাজির এবং আনসারগণ রয়েছেন। যদিও আনসার সাহাবাগণ মি'রাজের সময় মক্কায় ছিলেন না। তবুও এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা তাঁরা সরাসরি নবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে শুনে থাকবেন। যেমন তিরমিযী শরীফে শাদ্দাদ ইবনে আওফ (রা.)-এর বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দ রয়েছে।

قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ اُسْرِىَ بِكَ۔

'আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনার মি'রাজ কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল?'

قُلْنَا শব্দ প্রমাণ করে যে, সাহাবাগণ সাধারণ সভায় মি'রাজ সম্পর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জানতে চাইতেন। যেখানে আনসার মুহাজির সবাই শরীক থাকতেন। নিম্নে বিভিন্ন হাদীসে মি'রাজের যে চিত্র প্রতিভাত হয়েছে তার কিয়দংশ তুলে ধরা হলো-

عَنْ مَالِكِ ابْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ اُسْرِىَ بِهِ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ وَرُبَمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اِلٰى هٰذِهِ يَعْنِىْ مِنْ ثَغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شَعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ اُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوٍّ اِيْمَانًا فَغَسَلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ ثُمَّ اُعِيْدَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ اِيْمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضُ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ

৪৩. বিশ্বনবীর জীবনী ও মি'রাজের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, পৃ. ৭৮

www.nagorikpathagar.org

يَضَعُ خُطْوَهُ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِيْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمَ فَقَالَ هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتُفْتِحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا اِبْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَهٰذَا عِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَآءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتُفْتِحَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوْسُفُ قَالَ هٰذَا يُوْسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَآءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتُفْتِحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا اِدْرِيْسُ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ

www.nagorikpathagar.org

صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَآءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتُفْتِحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةَ فَاسْتُفْتِحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا مُوْسٰى قَالَ هٰذَا مُوْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى قِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ اَبْكِيْ لِاَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهٖ اَكْثَرَ مِمَّنْ يَّدْخُلُ مِنْ اُمَّتِيْ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتُفْتِحَ قِيْلَ مَنْ هذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ هٰذَا اَبُوْكَ اِبْرَاهِيْمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعْتُ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هٰذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ

www.nagorikpathagar.org

ظَاهِرَانِ قُلْتُ مَا هٰذَانِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ وَاِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ قَالَ هِىَ الْفِطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَاُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشَرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشَرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشَرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشَرًا فَاُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتُ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ قَالَ سَاَلْتُ رَبِّىْ حَتّٰى اِسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنْ اَرْضٰى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ۔

www.nagorikpathagar.org

১. অর্থ : হযরত মালেক বিন ছা'ছা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের নিকট ইসরার রাত সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি হাতিমে ক্বাবায়[৪৪] শায়িত ছিলাম।[৪৫] তখন কোন আগমনকারী[৪৬] আমার নিকট আগমন করেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে আমার ক্বলব বের করেন। অতঃপর ঈমানে পরিপূর্ণ সোনার পাত্রে[৪৭] রেখে আমার ক্বলব ধৌত করে[৪৮] তা প্রতিস্থাপন করেন।

---

৪৪. ইবনু হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, হাতীম বলতে এখানে ক্বাবার হিজর অংশকে বুঝানো হয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে "আমি ক্বারার পাশে ছিলাম।" জুহুরী আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন- "অতপর আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল আর আমি তখন মক্কাতে ছিলাম।" ওয়াকেদীর রেওয়াতে রয়েছে- তাঁকে শিয়াবে আবি তালেব থেকে ইসরায় নেয়া হয়েছে। তিবরানীতে উম্মে হানী থেকে বর্ণিত হয়েছে, মি'রাজ উম্মে হানীর ঘর থেকে শুরু হয়েছে। এ সকল বক্তব্যের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্যতা আনা যায় যে, রাসূল (সা.) উম্মে হানীর ঘরে শায়িত ছিলেন। আর উম্মে হানীর ঘর ছিল শিয়াবে আবি তালেবে অবস্থিত। আর এ কে রাসূল (সা.)-এর দিকে "আমার ঘর" বলে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, তিনি এ ঘরেই বসবাস করতেন। অতপর জিবরাঈল (আ.) আসেন এবং তাঁকে ঘর থেকে বের করে কাবা শরীফে নিয়ে যান। (ফাতহুল বারী, ৭/২৪৪)।

৪৫. মালেক বিন ছা'ছা (রা.)-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা.)-এর অবস্থা ছিল ঘুম ও জেগে থাকার মাঝামাঝি। (ফাতহুল বারী, ১৩/৫৬৮)।

৪৬. সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে এসেছে جاءه ثلاثة نفر অর্থাৎ তাঁর নিকট তিন জন ফেরেশতা আগমন করেছেন। তিবরানীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত- তাঁর নিকট জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.) আগমন করেন। (ফাতহুল বারী, ১৩/৫৬৭)।

৪৭. সোনার পাত্র কেন ব্যবহার করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আল্লামা আঈনী (রহ.) বলেন-

لان للذهب خواص ليست لغيره وهى انه لا تأكله النار ولا يبليه التراب ولا يلحقه الصدى وهو اثقل الجواهر فناسب ثقل الوحى.

'কেননা স্বর্ণের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোন পদার্থের নেই। ইহাকে আগুন খেয়ে ফেলতে পারে না, মাটি পুরাতন করতে পারে না, মরিচা ধরেনা এবং এটি হচ্ছে একটি অন্যতম ভারী পদার্থ যা অহীর ভারীত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল।' (আইনী, ১৭/২৩)।

৪৮. ইবনু হাজার বলেন- الشفاء নামক গ্রন্থে এসেছে : ان جبريل قال لما غسل قلبه

www.nagorikpathagar.org

অন্য রিওয়ায়েতে রয়েছে, অতপর যমযমের পানি দিয়ে পেট ধৌত করে তা ঈমান ও হেকমত দিয়ে পূর্ণ করে দেয়া হলো। অতপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি সাদা প্রাণী আনা হলো যাকে বুরাক[৪৯]

قلب سديد فيه عينان تبصران واذنان تسمعان 'জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর ক্বলব ধৌত করছিলেন তখন বলেছিলেন, উত্তম ক্বলব। এতে দু'টি চোখ আছে যা দেখতে পায়। দু'টি কান আছে যা শুনতে পায়।' (ফাতহুল বারী, ১৩/৫৬৯)। হযরত আনাস (রা.) থেকে ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন- "অতপর জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.)-এর ক্বলব রেব করে তার মধ্য থেকে একটি রক্তপিণ্ড আলাদা করেন এবং বলেন এটা শয়তানের অংশ যা তোমার মাঝে ছিল।" ইবনু হাজার বলেন, এটা ছিল ছোটকালের شق الصدر বা সিনা বিদীর্ণের সময়ের ঘটনা। অতপর রাসূল (সা.) শয়তানের প্রভাব মুক্ত অবস্থায় বড় হয়ে উঠেন। (ফাতহুল বারী, ৭/২৪৫)।

৪৯. বুরাকের আলোচনায় এসেছে-

وفى رواية لابن سعد عن الواقدي۔ له جناحان وعند الثعلبى بسند ضعيف عن ابن عباس ﷺ لها خد كخد الانسان وعرف كالفرس وقوائم كالابل واظلاف وذنب كالبقر وكان صدره ياقوتة حمراء۔

'ওয়াকেদী থেকে ইবনু সাদ রিওয়ায়েত করেন, বুরাকের দু'টি পাখা ছিল। সা'লাবী ইবনু আব্বাস থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেন "তার মুখ ছিল মানুষের মুখের মতো, কেশর ছিল লাল ঘোড়ার মতো, পা ছিল উটের মতো, খুর ও লেজ ছিল গরুর মতো আর বক্ষদেশ ছিল লাল ইয়াকুতের তৈরী।' (ফাতহুল বারী, ৭/২৪৭, আঈনী, ১৭/১৪)। ইবনু আবি খালিদ বুরাক প্রসঙ্গে বলেন-

ان البراق ليس بذكر ولا انثى ووجهه كوجه الانسان وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذنب الغزال۔

'বুরাক পুরুষও নয় মহিলাও নয়। তার চেহারা মানুষের মতো, শরীর ঘোড়ার মতো, পা গরুর মতো এবং লেজ হরিণের মতো।' ইবনু ইসহাক বলেন- বুরাক একটি সাদা প্রাণী, এর রানের মাঝে দুটি পাখা রয়েছে।

التحرير গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- এটি এমন একটি প্রাণী যাতে নবীগণ আরোহণ করেছেন। (আঈনী, ১৫/১২৬)। ইবনু ইসহাক হযরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা

www.nagorikpathagar.org

বলা হয়। যার গতি বেগ এত ক্ষিপ্র যে, শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যত দূরে যায় সে প্রতি পদক্ষেপে ততদূর পথ অতিক্রম করতে পারে। অতপর আমাকে এর উপর চড়ানো হলো। অতপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে গেলেন এবং আকাশের দরজা[৫০] খুলতে বললেন, বলা হলো- কে? বললেন- জিবরাঈল। বলা হলো- আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা.)। বলা হলো- তিনি কি আমন্ত্রিত? বলা হলো- হ্যাঁ, বলা হলো- মারহাবা-স্বাগতম। দরজা খুলে দেয়া হলো।

অতপর আমি যখন প্রবেশ করলাম, দেখতে পেলাম সেখানে আদম (আ.) রয়েছেন। তিনি পরিচয় করিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন- স্বাগতম হে সু-পুত্র ও পুণ্যবান নবী। অতপর তিনি আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন[৫১], দরজা খুলে দেয়া হলো। অতপর সেখানে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ.)-কে দেখতে পেলাম। তিনি তাঁদের পরিচয় দিয়ে বললেন- তাঁদের সালাম করুন। আমি তাঁদের সালাম করলাম তাঁরা জবাব দিয়ে বললেন মারহাবা পুণ্যবান ভাই ও নবী। অতপর তিনি আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, দরজা খুলে দেয়া হলো। অতপর সেখানে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইউসুফ (আ.)। তিনি বললেন, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন- স্বাগতম হে পুণ্যবান ভাই ও নবী। অতপর তিনি আমাকে চতুর্থ আকাশে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন- দরজা খুলে দেয়া হলো।

করেন- বুরাক নবীগণের বাহন ছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন হাজেরা ও ইসমাইল (আ.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কায় যাওয়ার সংকল্প করতেন তখন বুরাকে আরোহণ করতেন। (আঈনী, ১৭/২৪)।

৫০. এটিকে বাবুল হাফাযাহ বলা হয়। এটির দায়িত্বে একজন ফেরেশতা রয়েছেন, যার নাম হলো- ইসমাইল (আ.)। তাঁর অধিনস্থ ফেরেশতার সংখ্যা বার হাজার। (ফাতহুল বারী, ৭/২৫০, আঈনী, ১৭/২৫)।

৫১. প্রতিটি আকাশে প্রথম আকাশের মতো জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে ফেরেশতাদের একই রকম কথাবার্তা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

অতপর আমি সেখানে পৌঁছে দেখি হযরত ইদ্রীস (আ.), তিনি বললেন- তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন- স্বাগতম হে পুণ্যবান ভাই ও নবী। অতপর তিনি আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, দরজা খুলে দেয়া হলো। অতপর আমি সেখানে গিয়ে দেখি হযরত হারুন (আ.)। তিনি বললেন- তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন- স্বাগতম পুণ্যবান ভাই ও নবী।

অতপর আমাকে নিয়ে তিনি ষষ্ঠ আকাশে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, দরজা খুলে দেয়া হলো। অতপর আমি সেখানে প্রবেশ করে দেখি সেখানে রয়েছেন হযরত মূসা (আ.)। তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন তাঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন মারহাবা হে পুণ্যবান ভাই ও নবী। অতপর যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। বলা হলো- আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন- আমার পরে প্রেরিত এক ব্যক্তির উম্মত আমার উম্মতের তুলনায় অধিক সংখ্যক জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫২] অতপর তিনি আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, দরজা খুলে দেয়া হলো। অতপর আমি সেখানে পৌঁছে দেখি সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) রয়েছেন।

জিবরাঈল (আ.) বললেন- তিনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ.) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন,

---

৫২. ইবনু হাজর বলেন-

قال العلماء لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله بل كان اسفا على ما فاته من الاجر الذى يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من امته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص اجورهم.

অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম বলেন- মূসা (আ.)-এর কান্না হিংসার কারণে ছিল না। (মা'আযাল্লাহ) বরং তা ছিল তাঁর আফসোসের বহিঃপ্রকাশ। কেননা যে কারণে সম্মানিত হওয়া যায় তাঁর উম্মত অধিক মতবিরোধের কারণে সে সম্মান হারিয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৭/২৫৩)।

www.nagorikpathagar.org

স্বাগতম হে সু-পুত্র ও পুণ্যবান নবী। অতপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যাওয়া হলো। এই গাছের ফলসমূহ হাযার এলাকার কলসির মতো বড় বড় এবং পাতাগুলো হাতির কানের মত বড়। জিবরাঈল (আ.) ঐ গাছের দিকে ইশারা দিয়ে বললেন, ইহা সিদরাতুল মুন্তাহা।

সেখানে চারটি নহর প্রবাহিত রয়েছে। দু'টির প্রবাহ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল আর অপর দু'টির প্রবাহ দেখা যাচ্ছিল না। আমি বললাম, এ দু'টির ব্যাপার কী হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, অদৃশ্য দু'টির উৎসমূল জান্নাতে[৫৩] দৃশ্যমান দু'টি নীল ও ফোরাত। অতপর আমাকে বাইতুল মা'মুর দেখানো হয়। তারপর আমার নিকট মদ, দুধ ও মধুর পাত্র আনা হলো- আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিবরাঈল (আ.) সু-সংবাদ প্রদান করে বললেন আপনি স্বভাব সম্মত দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আপনার উম্মত ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৫৪]

অতপর আমার উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। আমি মূসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে রওয়ানা করলে তিনি বললেন- হে মুহাম্মাদ! কী হাদিয়া নিয়ে ফিরছেন? আমি বললাম প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের ক্ষমতা রাখেনা। আল্লাহর কসম আপনার পূর্বে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে অনেক

---

৫৩. অদৃশ্য নহর দুটির নাম কি তার বর্ণনা হাদীসে একাধিক রকম পাওয়া যায়। হযরত মুকাতিল বলেন- অদৃশ্য দু'টি নহর হলো- সালসাবিল ও কাউছার। সহীহ মুসলিমে এসেছে- এ দু'টির নাম হলো সাইহান ও যাইহান।

৫৪. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ আছে- রাসূল (সা.)-এর নিকট পাত্র উপস্থাপনের ঘটনা দুই বার সংঘটিত হয়েছিল। একবার মি'রাজের পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসে, আরেকবার সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে। (১০/৮৬)। সহীহ বুখারীর কিতাবুল আশরিবায় এসেছে, ইসরাতে রাসূল (সা.)-কে ইলিয়ায় (এটি বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি শহর) দুধ ও মদের পাত্র দেয়া হয়েছিল। তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। তা দেখে জিবরাঈল (আ.) বললেন- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে স্বভাবজাত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন। তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৭৬)।

www.nagorikpathagar.org

উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং তা কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন। অতপর আমি আবেদন করলে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। অতপর মূসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আগের মত বললে আমি আবার আবেদন করাতে আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। অতপর মূসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি আবার আবেদন করতে বললেন। আমি আবেদন করলে আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো।

অতপর মূসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি আবার আবেদন করতে বললেন। আমি আবেদন করলে আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তিনি আবার বললে আমি আবারো আবেদন করলে পাঁচ ওয়াক্তের আদেশ দেয়া হলো। অতপর মুসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি বললেন কী খবর? আমি বললাম দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন- আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে পারবে না। আপনি আবারো আবেদন করুন। রাসূল (সা.) বললেন- আমি বারবার আল্লাহর কাছে আবেদন করেছি। এখন লজ্জা লাগছে। বরং আল্লাহর নির্দেশের সম্মুখে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নত করে দিয়েছি। অতঃপর যখন সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম একজন আহ্বানকারী বললেন[৫৫] আমি আমার ফরজগুলো ঠিক রেখেছি এবং আমার বান্দাদের জন্য হালকা করে দিয়েছি।[৫৬]

২. হযরত আনাস (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন- আমার কাছে বুরাক নিয়ে আসা হলো আমি তাতে আরোহণ করে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম এবং এটিকে নবীদের সাওয়ারী বাঁধার স্থানে বেঁধে দিলাম। অতপর মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলাম। অতপর বের হলাম তারপর জিবরাঈল (আ.) মদ ও দুধের পেয়ালা আনলেন আমি দুধ গ্রহণ করলাম। অতপর আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো।

---

৫৫. এটি হলো : একটি শক্তিশালী দলীল যে, আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল ইসরাতে কোন মাধ্যম ব্যতীত রাসূল (সা.)-এর সাথে কথা বলেছেন। (ফাতহুল বারী-৭/২৫৯)।

৫৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত, পৃ. ৫২৬

www.nagorikpathagar.org

সেখানে আদম (আ.)-কে পেলাম, তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন, তৃতীয় আকাশের কথা বললেন- সেখানে ইউসুফ (আ.)-কে পেলাম, তাঁকে দেখে মনে হলো সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দেয়া হয়েছে।[৫৭] অতপর তিনি সপ্তম আকাশের প্রসঙ্গে বলেন সেখানে ইবরাহীম (আ.)-কে বাইতুল মা'মুরের[৫৮] সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখলাম।

আর বাইতুল মা'মুর হলো এমন একটি ইবাদতগাহ যাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করার জন্য প্রবেশ করে। যারা একদিন ইবাদত করে তাঁরা আর কোন দিন দ্বিতীয়বার এতে ইবাদতের সুযোগ পাবে না।

---

৫৭. বায়হাকী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে, তিবরানী আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- রাসূল (সা.) বলেছেন- আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলাম, যিনি আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে সুন্দর। তাঁকে সৌন্দর্যের দিক থেকে মানুষের উপর এমনভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যেমন প্রাধান্য পূর্ণিমার চাঁদের সমগ্র তারকারাজির উপর। এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, হযরত ইউসুফ (আ.) সকল মানুষের চেয়ে সুন্দর। অথচ ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে রিওয়ায়েত করেন-

ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه وحسن الصوت وكان نبيكم احسنهم وجها واحسنهم صوتا.

'আল্লাহ তা'আলা সকল নবীকে উত্তম চেহারা ও আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর দিয়ে সৃষ্টি করছেন, আর তোমাদের নবী তাঁদের সকলের চেয়েও সুন্দর ও আকর্ষণীয় কণ্ঠের অধিকারী।' (ফাতহুল বারী, ৭/২৫২)। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রা.) বলেন-

لو امى زليخى لو رأين جبينه لأثرن بقطع القلوب على الايدى.

'জুলায়খাকে তিরস্কারকারীগণ যদি আমার নবীর কপালের দু'পাশের সৌন্দর্য দেখত, তাহলে তাঁরা তাদের আঙ্গুল না কেটে তাঁদের অন্তরই কেটে ফেলত।'

ইবনু আবি জামরাহ বলেন- উম্মতে মুহাম্মাদী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী, ৭/২৫৩)।

৫৮. হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, বাইতুল মা'মুর হলো আকাশের একটি মসজিদ যা কা'বা শরীফ বরাবর অবস্থিত। এতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করে। যে একবার এতে ইবাদত করে সে আর কোন দিন এতে ইবাদত করার সুযোগ পায় না। (ফাতহুল বারী, ৬/৩৮৯)

www.nagorikpathagar.org

অতপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আল্লাহ যা আমাকে প্রত্যাদেশ করার প্রত্যাদেশ করেন।[৫৯]

৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আমি মক্কায় থাকা কালে কোন একদিন আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল। অতপর জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করেন। অতপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন।[৬০] অতপর তিনি আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশে পৌঁছেন। অতপর যখন আকাশ খুলে দেয়া হলো তখন সেখানে একজন উপবিষ্ট লোক অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে দেখতে পেলাম যার ডান দিকে কতিপয় মানুষের রূহ, বাম দিকে কতিপয় মানুষের রূহ। তিনি ডান দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কাঁদেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, তাঁর ডান

---

৫৯. মুসলিম, মিশকাত পৃ. ৫২৮

৬০. شق الصدر বা বক্ষ বিদারণের পরিধি বর্ণনায় সহীহ বুখারীতে মালেক বিন ছা'ছা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এসেছে من ثغرة نحره الى شعرته 'গণ্ডদেশ থেকে চুল গজানোর স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়ে ছিল।' আল্লামা কিরমানী চুল গজানোর স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন- ما بين السرة والعانة অর্থাৎ ঐ চুল যা নাভী ও লজ্জা স্থানের মাঝে গজিয়ে থাকে। সহীহ মুসলিমে এসেছে الى اسفل بطنه 'পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে।' এ شق الصدر রাসূল (সা.)-এর জীবনে কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। ফাতহুল বারীতে এসেছে-

১. প্রথমবারে বনু সাদ গোত্রে অবস্থান কালে বাল্য অবস্থায়।

২. زيادات المسند গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- ২য় বার شق الصدر হয় তখন রাসূল (সা.)-এর বয়স যখন ছিল দশ বছর।

৩. আবু দাউদ তায়ালিছী, আবু নাঈম ও ইমাম বায়হাকী (র.)-এর বর্ণনায় এসেছে- নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় আবার شق الصدر হয়েছিল।

৪. মি'রাজের সময় شق الصدر এর ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যাপার। (ফাতহুল বারী, ৭/২৪৫, ১৩/৫৬৮)

www.nagorikpathagar.org

দিকে জান্নাতী সন্তানদের রূহ ও বাম দিকে জাহান্নামী সন্তানদের রূহ সমবেত করা হয়েছে। তাই তিনি ডান দিকে তাকিয়ে খুশীতে হাসেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে বেদনায় কাঁদেন। অতপর আমাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এক পর্যায়ে আমি "সারিফুল আকলাম" তথা কলমের লিখার শব্দ শুনতে পেলাম। অতপর আমার উপর নামায ফরজ করা হলো। এরপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। ইহাকে বিভিন্ন রকমের রং ঢেকে রেখেছে, আমি জানিনা এগুলো কী? অতপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এতে রয়েছে মণি মুক্তার তৈরী তাবু। আর এর মাটি হলো মিশকে আম্বর।[৬১]

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূল (সা.)-কে যখন মি'রাজে নেয়া হয়েছিল- শেষ দিকে তাঁকে সিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। আর এটি হলো ষষ্ঠাকাশে অবস্থিত। (অধিকাংশ রেওয়ায়েতে এটি সপ্তম আকাশে অবস্থিত বলা হয়েছে।)

এটাই জমিন থেকে উত্থিত সব বিষয়ের শেষ ঘাটি। আর উপর থেকে যা অবতীর্ণ হওয়ার এখানেই অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, "কুল বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করলো যা আচ্ছাদিত করার"-এ আয়াতের অর্থ হলো, সোনার তৈরী কিট পতঙ্গ যা এ গাছকে ঢেকে রাখবে। অতপর রাসূল (সা.)-কে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ কয়টি আয়াত এবং রাসূল (সা.)-এর যে উম্মত শিরক করবে না তার অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করা হবে এমন ওয়াদা।[৬২]

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি হাতিমে কা'বায় উপস্থিত। কুরাইশগণ আমার ইসরা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। তারা আমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইলো যা আমার জানা ছিল না। আমি এমন সমস্যায় পড়ে গেলাম যে সমস্যায় আর কখনো পড়ি নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাস তুলে ধরেন,

---

৬১. মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত, পৃ. ৫২৯

৬২. মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ৫২৯

www.nagorikpathagar.org

আমি তা দেখছিলাম এবং তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিলাম।

রাসূল (সা.) আরো বলেন- আমি নিজেকে নবীদের এক দলের মাঝে দেখতে পেলাম। দেখলাম মূসা (আ.) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি শানুয়া গোত্রের লোকের মতো হালকা পাতলা দেহের অধিকারী। ইসা (আ.)-কে দেখতে পেলাম তিনিও দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন, তাঁকে দেখতে অনেকটা ওরওয়া ইবনু মাসউদ আস্‌সাকাফী এর মতো। আর ইবরাহীম (আ.)-কেও দেখতে পেলাম তিনিও দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি দেখতে অনেকটা তোমাদের সাথীর মতো। আমি তাদের ইমামতি করলাম। যখন নামায থেকে ফারেগ হলাম তখন একজন লোক আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ। উনি হচ্ছেন জাহান্নামের রক্ষক মালেক। আপনি তাকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি আমাকে সালাম দিলেন।[৬৩]

৬. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, কুরাইশগণ যখন আমাকে ইসরার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করছিল আমি তখন কা'বার হিজর অংশে দাঁড়ানো ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট বাইতুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরেন। আমি তা দেখে দেখে তাদেরকে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে দিলাম।[৬৪]

ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা.) বলেন- মসজিদে আকসাকে নিয়ে আসা হলো এমনকি আকিলের ঘরের পাশে তা রাখা হলো- আর আমি দেখে দেখে উত্তরগুলো বলে দিচ্ছিলাম।[৬৫]

উম্মু হানী (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে- তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিল মসজিদুল আকসার দরজা কয়টি? রাসূল (সা.) বললেন, অথচ আমি মসজিদের দরজাগুলো গণনা করি নাই। অতপর আমি তা দেখে তাদেরকে গণনা করে বলে দেই। আর প্রশ্নকারী লোকটি ছিল মুতইম ইবনে আদি।

আল্লামা আঈনী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মাঝখানের

---

৬৩. মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ৫৩০

৬৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি; মিশকাত, পৃ. ৫৩০

৬৫. ফাতহুল বারী, ৭/২৪০

www.nagorikpathagar.org

অন্তরায় সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। এতে করে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসকে দেখতে পেয়েছেন।[৬৬]

আল্লামা আঈনী ইবনু আব্বাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- বাইতুল মুকাদ্দাস আকীলের ঘরের পাশে এনে রাখার মাঝে মু'জিযার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটা কোন অসম্ভব বিষয় নয়। কেননা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে রাণী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে হাজির করা কুরআন দিয়ে প্রমাণিত।[৬৭]

৭. হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি যখন পথিমধ্যে অধিক খেজুর গাছ সম্বলিত জায়গা অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, তখন জিবরাইল (আ.) আমাকে বললেন, এখানে নেমে নফল সালাত আদায় করুন। আমি নেমে সালাত আদায় করলাম, জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনার কী জানা আছে আপনি কোন জায়গায় সালাত আদায় করলেন? আমি বললাম না, আমার জানা নেই। জিবরাঈল (আ.) জানালেন, আপনি ইয়াসরেবে (মদীনায়) সালাত আদায় করেছেন। সেখানে আপনি অদূর ভবিষ্যতে হিজরত করবেন। এরপর কিছুদূর অতিক্রম করে অন্য একটি ভূখণ্ডে উপনীত হলাম। তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, এখানে নেমে সালাত আদায় করুন। আমি সালাত আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ.) জানালেন, আপনি সিনাই উপত্যকায় মূসা (আ.)-এর গাছের নিকট সালাত আদায় করেছেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন। পরে অন্য একটি ভূখণ্ডে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, এখানে নেমে সালাত আদায় করুন। আমি সালাত আদায় করলাম। তিনি জানালেন, এখানে শুআইব (আ.) বসবাস করতেন। সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে আরেকটি ভূখণ্ডে পৌঁছলে জিবরাইল (আ.) বলেছেন, এখানেও সালাত আদায় করুন।

এটা হলো বায়তুল লাহম। এখানেই ঈসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছেন। আমি সালাত আদায় করলাম।

---

৬৬. বদরুদ্দীন, উমদাতুল ক্বারী, আঈনী, ১৭/২০

৬৭. আঈনী, ১৭/২০

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম, ইমাম বাযযার, ইমাম বায়হাকী, ইমাম তিবরানী শাদ্দাদ বিন আউসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ও ইমাম নাসাঈ (রা.) আনাস বিন মালেক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৬৮]

৮. হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বুরাকে সওয়ার হয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ একজন বৃদ্ধাকে দেখলেন, সে তাঁকে ডাকলো। জিবরাঈল (আ.) বললেন, সামনে অগ্রসর হোন, ওর দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একজন বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন। সেও হযরত (সা.)-কে ডাকলো। জিবরাঈল (আ.) বললেন, সামনে অগ্রসর হতে থাকুন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি একটি জামাআত অতিক্রম করছিলেন। জামাআতের লোকেরা তাঁকে এ ভাষায় সালাম জানালেন-

السلام عليك يا أول۔ السلام عليك يا آخر۔ السلام عليك يا حاشر۔

'হে প্রথম (সৃষ্টি) আপনার উপর সালাম। হে শেষ (নবী) আপনার উপর সালাম। হে (বান্দাদেরকে) একত্রকারী আপনার উপর সালাম।'

জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি তাঁদের সালামের উত্তর দিন। অতপর জিবরাঈল (আ.) বললেন, যে বৃদ্ধা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে হলো দুনিয়া। এ বৃদ্ধার মতোই দুনিয়ার বয়স অতি অল্প বাকী আছে। আর বৃদ্ধ লোকটি ছিল শয়তান। দু'জনেই আপনাকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। আর যে জামাআতের লোকজন আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)।[৬৯]

৯. ইমাম মুসলিম (র.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি মি'রাজের রাত্রে মূসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে গমন কালে তাঁকে কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।[৭০]

---

৬৮. ফাতহুল বারী, ৭/২৩৯

৬৯. আল খাসায়েসুল কুবরা, ১/১৫৮; মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৩৫

৭০. আল খাসায়েসুল কুবরা, ১/১৫৬; মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৩৫

www.nagorikpathagar.org

১০. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মি'রাজের রাত্রিতে রাসূল (সা.) এমন একটি সম্প্রদায়কে অতিক্রম করলেন, যাদের নখ তাম্রনির্মিত এবং তারা নিজেদের চেহারা ও বুকের উপর নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এরা তারাই যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করেছিল অর্থাৎ গীবতকারী ছিল।[৭১]

১১. হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসরার সফরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা নদীতে সাঁতরাচ্ছে এবং পাথর খাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে প্রশ্ন করলে তিনি জানালেন, এরা সুদখোর।[৭২]

১২. সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বুরাককে মসজিদে আকসার সেখানেই বেঁধেছিলেন, যেখানে আম্বিয়া-ই-কিরাম তাঁদের সাওয়ারী বাঁধতেন। মুসনাদে বায্যার এর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, জিবরাঈল (আ.) একটি পাথরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ছিদ্র করে বুরাকটি বেঁধে দিয়েছিলেন। উপরন্তু এটা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, বুরাক বাঁধার ক্ষেত্রে তাঁরা দু'জনই শরীক ছিলেন। সম্ভবত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে সে ছিদ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই জিবরাঈল (আ.) এটা আঙ্গুল দিয়ে খুলে দিয়ে ছিলেন।[৭৩]

১৩. সহীহ মুসলিমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন। বায়হাকীতে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি ও জিবরাঈল দু'জনই এক সাথে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেছি এবং উভয়ই দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছি।[৭৪]

১৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

---

৭১. প্রাগুক্ত ১/১৫৬

৭২. ইবনু মারদুয়্যাহ; মি'রাজুন্নবী (সা.) ইফাবা, পৃ. ৩৬

৭৩. মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৩৮

৭৪. ইবনু কাছীর, ৬/৩০২, মি'রাজুন্নবী (সা.) ইফাবা, পৃ. ৩৮

www.nagorikpathagar.org

শুভাগমন উপলক্ষে আম্বিয়া-ই-কিরাম তাঁর জন্য মসজিদুল আকসায় অপেক্ষমান ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ নবীগণ অন্যতম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক ফেরেশতা এসে মসজিদুল আকসায় সমবেত হন। তখন একজন মুয়াজ্জিন যথারীতি আযান এবং ইকামত দিলেন। আমরা কাতার বদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। সবাই অপেক্ষমান ছিলেন এ জামাআতে কে ইমামতি করবেন। জিবরাঈল (আ.) আমাকে হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সবার ইমামতি করলাম। যখন আমি সালাত শেষ করলাম জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি যাদের ইমামতি করেছেন তাঁদেরকে চিনেন কি? আমি বললাম জী-না। জিবরাঈল (আ.) বললেন, দুনিয়ায় যে সকল নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সবাই আপনার পিছনে সালাত আদায় করেছেন।[৭৫]

১৫. ইবনু জারীর, বায্যার, আবু ইআলা, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু বারিরাহ (রা.) থেকে, ইবনু মারদুয়্যাহ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- ইসরার সফরে রাসূল (সা.) এমন একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন, যারা বীজ বপন করে এক দিনেই ফসল কাটে। কাটার পর ভূমি পূর্ব অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তখন রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে প্রশ্ন করলেন, এ কী ব্যাপার! জিবরাঈল (আ.) জবাব দিলেন, এসব লোক আল্লাহর পথে জিহাদকারী। তাদের এক একটি নেকীর বিনিময় সাতশ গুনেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। আর এরা যা কিছু খরচ করে, আল্লাহ তা'আলা তার উত্তম বিনিময় দান করেন। তিনি আরেকটি সম্প্রদায়কে অতিক্রম করছিলেন, যাদের মাথা পাথর মেরে থেতলানো হচ্ছিল। থেতলানোর পর তাদের মাথা পুনরায় ভাল হয়ে যায়। এরকম শাস্তি অব্যাহত রয়েছে এবং কখনো তা শেষ হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা ফরজ নামায আদায়ে অবহেলাকারী। তিনি আরেকটি সম্প্রদায়কে অতিক্রম করছিলেন যাদের লজ্জাস্থান অগ্র-পশ্চাতে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা উট ও গরুর মত চলছে। যবী ও যাক্কুম (কাঁটা ও জাহান্নামের

---

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮

www.nagorikpathagar.org

পাথর) খাচ্ছে। তখন তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে প্রশ্ন করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করতো না। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরেকটি সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন, যাদের সামনে একটি পাতিলে রান্না করা গোশত রয়েছে। তারা রান্না করা গোশত না খেয়ে কাঁচা ও দুর্গন্ধময় গোশত খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের মধ্যে সে সব লোক, যাদের বৈধ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারিণী পাপিষ্ঠা মহিলার সাথে রাত কাটায়। আর সে সব মহিলা যারা স্বামী ছেড়ে ব্যভিচারী লোকদের সাথে রাত কাটায়। এরপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যেখানে দেখা গেল এক ব্যক্তি লাকড়ীর একটি বিরাট স্তূপ জমা করছে, অথচ তা উঠানোর শক্তি তার নেই। তারপরও এতে লাকড়ী জমা করছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই সব লোক যাদের উপর মানুষের হক ও আমানত ছিল কিন্তু তারা তা আদায় করেনি। পরে তিনি আরেকটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন তাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়া হচ্ছে এবং যখনি কাটা হয়, তখনি তা সাথে সাথে পূর্বের মত জোড়া লেগে যায়। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের মধ্যে সে সব খতীব বা বক্তা, যারা অপরকে নসীহত করতো, কিন্তু নিজে আমল করত না।[৭৬]

১৬. আহমদ, বায্যার হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- যে রাত্রিতে আমার ইসরা সংঘটিত হয়েছিল আমি সে রাত্রির ভোর বেলায় মক্কাতেই অবস্থান করছিলাম। আমার পাশ দিয়ে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেল যাচ্ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাস করল, কি খবর? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- আজ রাতে আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস সফর করানো হয়েছে। সে বলল তাহলে তুমি সকাল বেলা এখানে? তিনি বললেন- হ্যাঁ। সে বলল, আমি যদি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের ডাকি তাহলে তাদের কাছে এ কথা বলতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

---

৭৬. আল খাসায়েসুল কুবরা, ১/১৭২, মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৩৭

www.nagorikpathagar.org

সে ডেকে বললো- "হে বনী কাব বিন লুয়াই। ডাক শুনে অনেকে একত্রিত হলো। তিনি তাদের নিকট ইসরার ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঘটনাটি শুনে কেহ হাত তালি দিল, কেহ আশ্চর্য হয়ে মাথায় হাত দিল। তারা বললো, তাহলে তুমি কি মসজিদুল আকসার ব্যাপারে বলতে পারবে?"[৭৭]

১৭. ইয়াযিদ বিন আবি মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম। সেখানে নবীগণকে সমবেত করা হয়েছিল। জিবরাঈল (আ.) আমাকে সামনে বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি তাদের ইমামতি করি।[৭৮]

১৮. شرف المصطفى গ্রন্থে আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বুরাকে উঠে আরোহণ করেন তখন জিবরাঈল (আ.) বুরাকের রেকাব ধরেন এবং মিকাঈল (আ.) ধরেন বুরাকের লাগাম। সুনানুত তিরমিযীর রিওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) বলেন- বুরাককে লাগাম লাগানো অবস্থায় যখন রাসূল (সা.)-এর নিকট আনা হলো সে নড়াচড়া করতে লাগলো। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে বললেন- তুমি এটা কী করছো? আল্লাহর কসম, তোমার উপর ইতিপূর্বে এর চেয়ে কোন সম্মানিত ব্যক্তি কখনো সওয়ার হয় নাই। একথা শুনে বুরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেল।[৭৯]

---

৭৭. ফাতহুল বারী, ৭/২৩৯

৭৮. ফাতহুল বারী, ৭/২৩৯

৭৯. ফাতহুল বারী, ৭/২৪৮, আঈনী, ১৭/২৪, হাদীসটি হলো-

عن انس رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به اتى بالبراق مسرجا ملجما فاستصعب عليه فقال له جبريل ما حملك على هذا فوالله ما ركبك خلق قط اكرم على الله منه قال فارفض عرقا.

তবে বুরাকের এ নড়াচড়ার কারণ বর্ণনায় আল্লামা ইবনুল মুনির বলেন, বুরাকের এ নড়াচড়া ঐ পাহাড়ের নড়াচড়ার মতো যাকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) বলেছেন- اثبت فانما عليك نبى وصديق وشهيد। আর এটা ছিল- هزة الطرب لاهزة الغضب 'অতি আনন্দিত হওয়ার কারণে, অসন্তুষ্টির কারণে নয়।' (আঈনী, ১৭/২৫)। আল্লামা আঈনী আরো বলেন, বুরাকের এ নড়াচড়া করার কারণ হলো, বুরাক

www.nagorikpathagar.org

১৯. সহীহ ইবনু হিব্বানে হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং রাসূল (সা.)-কে বুরাকে তাঁর পিছনে বসালেন।[৮০]

২০. ইবনু ইসহাক আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে, ইমাম বায়হাকীও তাঁর "দালায়েল" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি এবং জিবরাঈল বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম এবং নামায আদায় করলাম। অতপর একটি সিঁড়ি আনা হলো যার চেয়ে সুন্দর কোন জিনিস আমি কখনো দেখি নাই। অতপর আমাকে এতে চড়ানো হলো এবং আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো।[৮১]

شرف المصطفى নামক গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে একটি সিঁড়ি আনা হলো, যা মণিমুক্তা দিয়ে তৈরী আর এর ডান দিকে রয়েছে কতিপয় ফেরেশতা এবং বাম দিকে রয়েছে কতিপয় ফেরেশতা।[৮২]

২১. সুনানু বায়হাকীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আমি যখন আদম (আ.)-এর নিকট ছিলাম তখন তাঁর নিকট কতিপয় মু'মিন ব্যক্তির রূহ পেশ করা হলো। তিনি তখন বললেন, পবিত্র রূহ, পবিত্র ব্যক্তি, এগুলো ইল্লিয়্যিনে রেখে দাও। অতপর তাঁর নিকট কতিপয় পাপিষ্ঠ ব্যক্তির রূহ পেশ করা হলো। তখন তিনি বললেন- অপবিত্র রূহ, অপবিত্র ব্যক্তি, এগুলো সিজ্জিনে রেখে দাও।[৮৩]

রাসূল (সা.) থেকে ওয়াদা নিতে চাইলো যে, তিনি যেন কিয়ামতের দিন এই বুরাকের পিঠে আরোহণ করেন। অতঃপর রাসূল (সা.) যখন ওয়াদা দিলেন বুরাক তখন স্থির হয়ে গেল। (আঈনী, ১৭/২৫)।

৮০. ইবনু দাহইয়া ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন- জিবরাঈল (আ.) সামনে বসেছিলেন কেননা সফরে তিনি চালক বা পথ প্রদর্শকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আবু যর (রা.)-এর হাদীসেও তাই এসেছে- রাসূল (সা.) বলেছেন- অতপর তিনি (জিবরাঈল) আমার হাতে ধরলেন এবং আমাকে নিয়ে উপরের দিকে রওয়ানা করলেন। (আঈনী, ১৭/২৫)।

৮১. ফাতহুল বারী, ৭/২৪৯

৮২. এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা.)-এর ইসরা হয়েছিল বুরাক দ্বারা, আর ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ হয়েছিল সিঁড়ির দ্বারা। (ফাতহুল বারী, ৭/২৪৯)

৮৩. ফাতহুল বারী, ৭/২৫১

www.nagorikpathagar.org

২২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- অতপর আমি সপ্তম আকাশে উত্থিত হলাম। সেখানে আমি একটি নহরের নিকট গেলাম যা মণিমুক্তা, ইয়াকুত এবং যাবারযাদ পাথরের তৈরী পান পাত্র রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য সবুজ পাখি। আমি জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাস করলাম এটা কী? তিনি বললেন, এটা হাউজে কাউছার যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন।[৮৪]

২৩. ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসরার রাত্রিতে কতিপয় ফেরেশতাকে ইবাদতরত দেখতে পেলেন। যাদের কতেকজন দাঁড়িয়ে ইবাদত করছে কখনো বসবে না, কতেকজন রুকু অবস্থায় রয়েছে কখনো সেজদায় যাবে না। কতেকজন সিজদা অবস্থায় আছে কখনো সিজদা থেকে উঠবে না।[৮৫]

২৪. বায্যার, তিবরানী, বায়হাকী হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রা.) থেকে রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- صليت صلاة العتمة بمكة فاتاني جبريل بدابة "আমি মক্কায় সালাতুল আতামা অর্থাৎ ইশার নামায আদায় করলাম। তারপর জিবরাঈল একটি প্রাণী নিয়ে হাজির হলেন, যার নাম বুরাক। (ফাতহুল বারী, ৭/২৩৭)

২৫. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী বলেন- "তিনি মক্কায় একটি কাফেলাকে (পথিমধ্যে) দেখেছিলেন। সেই কাফেলার একটি উট পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদেরকে সেই উটের সন্ধান বলে দিয়েছেন।" (আর রাহিকুল মাখতূম- পৃ. ১৬৯)

২৬. হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে যখন কা'বা শরীফ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় তাঁর নিকট তিনজন ফেরেশতা আগমন করেন, ঐ সময় তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঘুমন্ত অবস্থা এমনই ছিল যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল জাগ্রত। নবী (আ.)

---

৮৪. ফাতহুল বারী, ৭/২৫৬

৮৫. ফাতহুল বারী, ৭/২৫৮

www.nagorikpathagar.org

গণের নিদ্রা এরূপই হয়ে থাকে। তাঁরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের নিকট শায়িত করেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং তাঁর বক্ষ হতে গ্রীবা পর্যন্ত বিদীর্ণ করে দেন এবং বক্ষ ও পেটের সমস্ত জিনিস বের করে নিয়ে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। যখন খুব পরিষ্কার হয়ে যায় তখন তাঁর কাছে একটা সোনার থালা আনয়ন করা হয় যাতে বড় একটি সোনার পেয়ালা ছিল। ওটা ছিল হিকমাত ও ঈমানে পরিপূর্ণ। ওটা দ্বারা তাঁর বক্ষ ও গলার শিরাগুলোকে পূর্ণ করে দেন। তারপর বক্ষকে সেলাই করে দেয়া হয়।[৮৬]

তারপর তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একটি নহর দেখতে পান। তাতে ছিল মুণিমুক্তার প্রাসাদ এবং ওর মাটি ছিল খাঁটি মিশকে আম্বর। তিনি জিজ্ঞেস করেন : এটা কী? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন : এটি হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্যে তৈরী করে রেখেছেন।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন : যখন আমাকে আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমার গমন এমন কতগুলো লোকের পার্শ্ব দিয়ে হয় যাদের তামার নখ ছিল, যার দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ ছিঁড়তে ছিল। আমি হযরত জিবরাঈলকে (আ.) জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন : এরা হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং তাদের মর্যাদার হানি করতো।[৮৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : যখন আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলাম তখন আমাকে একটি নূরানী মেঘ ঢেকে নেয়। তখনই আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। তারপর তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং পরে কমে যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। শেষে হযরত মূসা (আ.)-এর বর্ণনায়

---

৮৬. এ হাদীস থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় সকল হাদীসে- হাদীসের সে অংশের অনুবাদ করা হয়নি। যা ইতিপূর্বে অন্য হাদীসে অনুবাদ করা হয়েছে। (লেখক)।

৮৭. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/৫

৮৮. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/৫

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে "আমার উম্মতের উপর তো মাত্র দুই ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু ওটাও তারা পালন করে নাই। তাঁর এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঁচ ওয়াক্ত হতে আরো কমাবার জন্যে গেলেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন : আমি তো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর দিনই তোমার উপর ও তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে রেখেছিলাম। এটা পড়তে পাঁচ ওয়াক্ত কিন্তু সওয়াব হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। সুতরাং তুমি ও তোমার উম্মত যেন এর রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার তখন দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে, এটাই আল্লাহ তা'আলার শেষ হুকুম। অতপর আবার যখন আমি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে পৌঁছলাম তখন আবার তিনি আমাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার অকাট্য হুকুম, তাই আমি আর তাঁর কাছে ফিরে গেলাম না।[৮৯]

২৭. মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমেও হযরত আনাস (রা.) থেকে মি'রাজের ঘটনার সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদের পার্শ্বে ঐ দরজার কাছে পৌঁছেন যাকে বাবে মুহাম্মাদ (সা.) বলা হয়, ওখানে একটি পাথর ছিল যাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) অঙ্গুলি লাগিয়ে ছিলেন, তখন তাতে ছিদ্র হয়ে যায়। সেখানে তিনি বুরাকটি বাঁধেন এবং এরপর মসজিদে প্রবেশ করেন। মসজিদের মধ্যভাগে পৌঁছলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে বলেন : আপনি কি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আকাংখা করছেন যে, তিনি আপনাকে হুর দেখাবেন? উত্তরে তিনি বললেন? হ্যাঁ, তিনি তখন বলেন : তাহলে আসুন। এই যে তাঁরা তাঁদেরকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : তাঁরা সাখরার বাম পার্শ্বে বসেছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম। তোমরা কে? উত্তরে তাঁরা বললো : আমরা হলাম চরিত্রবতী সুন্দরী হুর। আল্লাহর পরহেজগার ও নেককার বান্দাদের স্ত্রী। যারা পাপকার্য থেকে দূরে থাকে তাদেরকে পবিত্র করে আমাদের কাছে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আর তাঁরা কখনো বের হবে না। তাঁরা সদা আমাদের কাছেই অবস্থান করবে। আমাদের থেকে

---

৮৯. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/৮

www.nagorikpathagar.org

কখনো পৃথক হবে না। চিরকাল তাঁরা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু বরণ করবে না।

অতপর আমি তাদের নিকট থেকে চলে আসলাম। সেখানে মানুষ জমা হতে শুরু করলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গেল এবং আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। ইমামতি কে করবেন এজন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম। নামায শেষে হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : "যাদের আপনি ইমামতি করলেন তাঁরা কারা তা জানেন কি? আমি জবাব দিলাম। না। তখন তিনি বললেন : আপনার এইসব মুকতাদী ছিলেন আল্লাহর নবী যাদেরকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আসমানের দিকে নিয়ে চললেন এবং আরো উপরে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : আমি একটি নদী দেখলাম। যাতে মণিমুক্তা, ইয়াকুত ও যবরজদের পানপাত্র ছিল এবং উত্তম ও সুন্দর রং-এর পাখী ছিল। আমি বললাম : এতো খুবই সুন্দর পাখী! আমার একথার জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : এটা যারা খাবে তারা আরো উত্তম।"

অতপর তিনি বললেন : এটা কোন নহর তা জানেন কি? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি তখন বললেন : এটা হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করার জন্য রেখেছেন। তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র ছিল যাতে ইয়াকুত ও মণিমানিক্য জড়ানো ছিল। ওর পানি ছিল দুধের চেয়েও বেশী সাদা। আমি একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে তা ঐ পানি দ্বারা পূর্ণ করে পান করলাম। এ পানি ছিল মধুর চেয়েও বেশী মিষ্টি এবং মিশক আম্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়। আমি যখন এর চেয়েও আরো উপরে উঠলাম তখন এক অত্যন্ত সুন্দর রংয়ের মেঘ এসে আমাকে ঘিরে নিলো, যাতে বিভিন্ন রং ছিল। জিবরাঈল (আ.) আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় পড়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন : এরপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে নীচে অবতরণ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : যে সব আকাশে আমি গিয়েছি সেখানকার ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং

www.nagorikpathagar.org

হাসিমুখে আমার সাথে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র একজন ফেরেশতা হাসেন নাই। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়েছেন এবং মারহাবা বলে অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মুখে আমি হাসি দেখি নাই। তিনি কে? আর তার না হাসার কারণই বা কী? উত্তরে তিনি বলেন : তাঁর নাম মালিক। তিনি জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি হাসেন নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত হাসবেনও না। কারণ তাঁর খুশীর এটাই ছিল একটা বড় সময়। ফিরবার পথে আমি কুরাইশের এক যাত্রী দলকে খাদ্য সম্ভার নিয়ে যেতে দেখলাম। তাদের সাথে এমন একটি উট দেখলাম যার উপর একটি সাদা ও একটি কালো চটের বস্তা ছিল।

যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং আমি ওর নিকটবর্তী হলাম তখন সে ভয় পেয়ে পড়ে গেল এবং এর ফলে সে খোঁড়া হয়ে গেল। এভাবে আমাকে আমার স্বস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললো : তুমি আমাদের কাছে মি'রাজের ব্যাপারে তোমার সত্যবাদিতার কোন প্রমাণ পেশ করতে পার কি? তিনি জনাবে বললেন : হ্যাঁ, পারি। আমি অমুক অমুক জায়গায় কুরাইশদের যাত্রীদলকে দেখেছি। তাদের একটি উট, যার উপর সাদা ও কালো দুটি বস্তা ছিল, আমাদেরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং চক্কর খেয়ে পড়ে যায়, ফলে তার পা ভেঙ্গে যায়। এ যাত্রীদল আগমন করলে জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে "পথে নতুন কিছু ঘটে ছিল কি? তারা উত্তরে বললো : হ্যাঁ, ঘটেছিল। অমুক উট, উমুক জায়গায় এইভাবে খোঁড়া হয়ে যায় ইত্যাদি।[৯০]

২৮. সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- সপ্তম আকাশ হতে আমাকে আরো উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সমান্তরালে পৌঁছে আমি কলমের লিখার শব্দ শুনতে পাই। অতপর সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আমি জান্নাতে পৌঁছি যেখানে খাঁটি মণিমুক্তার তাবু ছিল এবং যেখানকার মাটি ছিল খাঁটি মিশক আম্বর।[৯১]

---

৯০. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/৮

৯১. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/১১

www.nagorikpathagar.org

২৯. মুসনাদে আহমাদে হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসার (আ.) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিরে এসে জনগণের সামনে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলে যারা তাঁর সাথে নামায পড়েছিল তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। কুরায়েশ কাফিরদের দল তৎক্ষণাৎ দৌড়ে হযরত আবু বকরের (রা.) নিকট গমন করে এবং বলে "দেখো আজ তোমার সাথী (নবী সা.) কি এক বিস্ময়কর কথা বলছে যে, সে নাকি এক রাত্রেই বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছে ও ফিরে এসেছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন : যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে সত্যিই তিনি এভাবে গিয়ে ফিরে এসেছেন।" তারা তখন বললো : তাহলে তুমি এটাও বিশ্বাস করছো যে, সে রাত্রে বের হলো এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া হতে মক্কায় ফিরে আসলো? উত্তরে তিনি বললেন : এর চেয়েও আরো বড় ব্যাপার আমি এর বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস করে আসছি। অর্থাৎ আমি এটা স্বীকার করি যে, তাঁর কাছে আকাশ হতে খবর পৌঁছে থাকে। আর এ সব খবর দেয়ার ব্যাপারে তিনি পরম সত্যবাদী। ঐ সময় থেকেই তাঁর উপাধি হয় আবু বকর সিদ্দীক (রা.)।[৯২]

৩০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার সাহাবীগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার আবেদন জানান। তখন প্রথমতঃ তিনি سبحان الذي..... এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ এশার নামাযের পর আমি মসজিদে শুয়েছিলাম।

এমতাবস্থায় এক আগমনকারী আগমন করে আমাকে জাগ্রত করেন। আমি উঠে বসলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে জানোয়ারের মত একটা কি দেখলাম এবং গভীরভাবে দেখতেই থাকলাম। অতপর মসজিদ হতে বেরিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা বিস্ময়কর জন্তুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের জন্তুগুলোর মধ্যে খচ্চরের সঙ্গে ওর কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। ওর কান দুটি ছিল উপরের দিকে উত্থিত ও দোদুল্যমান। ওর নাম হচ্ছে বুরাক। আমার পূর্ববর্তী নবী (আ.) গণও এরই উপর সাওয়ার হয়েছেন। আমিও

---

৯২. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/১২

www.nagorikpathagar.org

এর উপর সাওয়ার হয়ে চলতে শুরু করেছি এমন সময় আমার ডান দিক থেকে একজন ডাক দিয়ে বললো : হে মুহাম্মাদ (সা.)! আমার দিকে তাকাও, আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি না জবাব দিলাম, না দাঁড়ালাম।

এরপর কিছু দূর গিয়েছি এমন সময় বাম দিক থেকেও ডাকের শব্দ আসলো। কিন্তু এখানেও দাঁড়ালাম না এবং জবাবও দিলাম না। আবার কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে, একটি স্ত্রীলোক দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেও আমাকে বললো : আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু আমি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলাম না এবং থামলামও না। এরপর তার বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা, দুধের পাত্র গ্রহণ করা এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কথায় খুশী হয়ে দু'বার তাকবীর পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার চেহারায় চিন্তারভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন? (নবী সা.) বলেন আমি তখন পথের ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি তখন বলতে শুরু করলেন : "প্রথম লোকটি ছিল ইয়াহুদী। যদি আপনি তার কথার উত্তর দিতেন এবং সেখানে দাঁড়াতেন তবে আপনার উম্মত ইয়াহুদী হয়ে যেতো। দ্বিতীয় আহ্বানকারী ছিল খৃষ্টান। যদি আপনি সেখানে তার সাথে কথা বলতেন তবে আপনার উম্মত খৃষ্টান হয়ে যেত। আর ঐ স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। যদি আপনি সেখানে তার সাথে কথা বলতেন তবে আপনার উম্মত আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : অতঃপর আমি এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম এবং দু'জনই দু'রাকাত করে নামায আদায় করলাম। তারপর আমাদের সামনে মি'রাজ (আরোহণের সিঁড়ি) হাজির করা হলো যাতে চড়ে বনী আদমের আত্মাসমূহ উপরে উঠে। দুনিয়া এই রূপ সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখে নাই। তোমরা কি দেখ না যে, মরণোম্মুখ ব্যক্তির চক্ষু মরণের সময় আকাশের দিকে উঠে থাকে। এটা দেখে বিস্মিত হয়েই সে এরূপ করে থাকে। আমরা দু'জন উপরে উঠে গেলাম।

www.nagorikpathagar.org

আমি ইসমাঈল নামক ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি দুনিয়ার আকাশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁর অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ফেরেশতার সঙ্গীয় লশকর ফেরেশতাদের সংখ্যা হলো এক লাখ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমার প্রতিপালকের লশকরদেরকে শুধুমাত্র তিনিই জানেন।" কিছুদূর গিয়ে দেখি যে, একটি খাঞ্চা রাখা আছে এবং তাতে অত্যন্ত উত্তম ভাজা গোশত রয়েছে। আর এক দিকে রয়েছে আর একটি খাঞ্চা। তাতে আছে পচা দুর্গন্ধময় ভাজা গোশত।

এমন কতকগুলো লোককে দেখলাম যারা উত্তম গোশতের কাছেও যাচ্ছে না এবং এ পচা দুর্গন্ধময় ভাজা গোশত খেয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞস করলাম : হে জিবরাঈল (আ.) এই লোকগুলো কারা? উত্তরে তিনি বলেন : এরা আপনার উম্মতের এসব লোক যারা হালালকে ছেড়ে হারামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতগুলো লোকের ঠোঁট উটের মতো। ফেরেশতারা তাদের মুখ ফেঁড়ে ফেঁড়ে ঐ গোশত তাদের মুখের মধ্যে ভরে দিচ্ছেন যা তাদের অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ভীষণ চিৎকার করছে এবং মহান আল্লাহর সামনে মিনতি করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : এরা আপনার উম্মতের ঐসব লোক যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। "যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন প্রবেশ করায় এবং অবশ্যই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে।" আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতগুলো স্ত্রীলোককে নিজেদের বুকের সাথে আংটা দিয়ে লটকিয়ে রাখা হয়েছে এবং তারা হায়! হায়! করছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন : এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক। আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতগুলো লোকের পেট বড় বড় ঘরের মতো। যখন উঠতে চাচ্ছে তখন পড়ে যাচ্ছে এবং বার বার বলছে : হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন সংঘটিত না হয়। ফিরআউনী জন্তুগুলো দ্বারা তারা পদদলিত হচ্ছে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে হা-হুতাশ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম। এরা কারা জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা সুদ

www.nagorikpathagar.org

খেতো। "সুদখোররা এ লোকদের মতোই দাঁড়াবে যাদেরকে শয়তান পাগল করে রেখেছে।" আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি, কতগুলো লোকের পার্শ্বদেশের গোশত কেটে কেটে ফেরেশতাগণ তাদেরকে খাওয়াচ্ছে। আর তাদেরকে তারা বলছে, "যেমন তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় তোমাদের ভাইদের গোশত খেতে তেমনই এখনো খেতে থাকো। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল (আ.) এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐসব লোক যারা অপরের দোষ অন্বেষণ করে বেড়াতো।

এরপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে আমি একজন অত্যন্ত সুদর্শন লোককে দেখলাম। তিনি সুদর্শন লোকদের মধ্যে ঐ মর্যাদাই রাখেন যেমন চন্দ্রের মর্যাদা রয়েছে তারকারাজির উপর। জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : ইনি হলেন আপনার ভাই ইউসুফ (আ.)। তাঁর সাথে তাঁর কওমের কিছু লোক রয়েছে। আমি তাঁদেরকে সালাম করলাম এবং তাঁরা আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর আমরা তৃতীয় আকাশের আরোহণ করলাম। আকাশের দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত যাকারিয়াকে (আ.) দেখলাম। তাঁদের সাথে তাঁদের কওমের কিছু লোক ছিল। আমি তাদেরকে সালাম করলাম এবং তাঁরা সালামের উত্তর দিলেন। এরপর আমরা চতুর্থ আকাশে উঠলাম। সেখানে হযরত ইদরীসকে (আ.) দেখলাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। অতপর আমরা পঞ্চম আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে ছিলেন হযরত হারূন (আ.) তাঁর শ্মশ্রুর অর্ধেকটা ছিল সাদা এবং অর্ধেকটা ছিল কালো। তার শ্মশ্রু ছিল অত্যন্ত লম্বা, তা প্রায় নাভী পর্যন্ত লটকে গিয়ে ছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : তিনি হচ্ছেন তাঁর কওমের মধ্যে হৃদয়বান ব্যক্তি হযরত হারূন ইবনু ইমরান (আ.)। তাঁর সাথে তাঁর কওমের একদল লোক ছিল। তাঁরাও আমার সালামের উত্তর দেন। তারপর আমরা আরোহণ করলাম ষষ্ঠ আকাশে। সেখানে আমার সাক্ষাৎ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে। তিনি গোধুম বর্ণের লোক ছিলেন। তাঁর চুল ছিল খুবই বেশী। মানুষ বলে থাকে যে, আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার কাছে আমার বড় মর্যাদা রয়েছে, অথচ দেখি যে, তাঁর মর্যাদা আমার চেয়েও বেশী। তাঁর পার্শ্বেও তাঁর কওমের কিছু লোক ছিল। তিনিও আমার সালামের জবাব দিলেন।

তারপর আমরা সপ্তম আকাশে উঠলাম। সেখানে আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)-কে দেখলাম। তিনি স্বীয় পিঠ বায়তুল মা'মুরে লাগিয়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। আমি সালাম করলাম এবং তিনি জবাব দিলেন। আমি আমার উম্মতকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখলাম। অর্ধেকের কাপড় ছিল বকের মতো সাদা এবং বাকী অর্ধেকের কাপড় ছিল অত্যন্ত কালো। আমি বাইতুল মা'মুরে গেলাম। সাদা পোশাক যুক্ত লোকগুলো সবাই আমার সাথে গেল এবং কালো পোশাকধারী লোকদেরকে আমার সাথে যেতে দেয়া হলো না। আমরা সবাই সেখানে নামায পড়লাম। তারপর সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। অতপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হলো। যার প্রত্যেকটি পাতা এতো বড় যে, আমার সমস্ত উম্মতকে ঢেকে ফেলবে। তাতে একটি নহর প্রবাহিত ছিল যার নাম সালসাবীল। এর থেকে দু'টি প্রস্রবণ বের হয়েছে। একটি হলো নহরে কাওসার এবং আর একটি নহরে রহমত। আমি তাতে গোসল করলাম।

আমার পূর্বাপর সমস্ত পাপ মোচন হয়ে গেল। এরপর আমাকে জান্নাতের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমি একটি হুর দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি কার? উত্তরে সে বললোঃ আমি হলাম হযরত যায়েদ ইবনু হারেসার (রা.)। সেখানে আমি নষ্ট না হওয়া পানি, স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া দুধ, নেশাহীন সুস্বাদু মদ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধুর নহর দেখলাম। ওর ডালিম ফল বড় বড় বালতির সমান ছিল। ওর পাখি ছিল তোমাদের এই তক্তা ও কাঠের ফালির মতো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের জন্যে এসব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন অন্তরে কল্পনাও জাগে নাই। অতঃপর আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হলো, যেখানে ছিল আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি। যদি তাতে পাথর ও লোহা নিক্ষেপ করা হয় তবে তাহা ঐগুলোকেও খেয়ে ফেলবে। এরপর আমার সামনে

www.nagorikpathagar.org

থেকে ওটা বন্ধ করে দেয়া হলো। আবার আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়ে দেয়া হলো এবং এটা আমাকে ঢেকে ফেললো।

এখন আমার মধ্যে এবং তাঁর মধ্যে মাত্র দু'টি ধনুক পরিমাণ দূরত্ব থাকলো, এমনকি এর চেয়েও নিকটবর্তী। সিদরার প্রত্যেক পাতার উপর ফেরেশতা এসে গেলেন এবং আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। আর আমাকে বলা হলো : তোমার জন্যে প্রত্যেক ভাল কাজের বিনিময়ে দশটি পুণ্য রইলো। তুমি যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করবে, অথচ তা পালন করবে না, তথাপি একটি পুণ্য লিখা হবে। আর যদি করে ফেল তবে দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা কর, কিন্তু তা না কর তবে একটিও পাপ লিখা হবে না। আর যদি করে বস তবে মাত্র একটি পাপ লিখা হবে। অতপর সকালে তিনি জনগণের সামনে এই সব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি ঐ রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেছেন, তাঁকে আকাশসমূহে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি এটা, ওটা দেখেছেন। তখন আবু জেহেল ইবনু হিশাম বলতে শুরু করে : "আরে দেখো, কি বিস্ময়কর কথা! আমরা উটকে খুব দ্রুত চালিয়ে দীর্ঘ এক মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে থাকি। আবার ফিরে আসতেও এক মাস লেগে যায়, আর এ বলছে যে, সে দু'মাসের পথ এক রাত্রেই অতিক্রম করেছে! রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তাকে বললেন : শুন, যাওয়ার সময় আমি তোমাদের যাত্রী দলকে অমুক জায়গায় দেখেছিলাম। অমুক রয়েছে অমুক রং এর উটের উপর এবং তার কাছে রয়েছে এইসব আসবাবপত্র।"

আবু জেহেল তখন বললো : খবর তো তুমি দিলে, দেখা যাক, কি হয়? তখন তাদের মধ্যে একজন বললো : আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থা তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। ওর ইমারত, ওর আকৃতি, পাহাড় হতে ওটা কাছাকাছি হওয়া ইত্যাদি সবই আমার জানা আছে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চোখের সামনে হতে পর্দা সরিয়ে ফেললেন এবং যেমন আমরা ঘরে বসে বসে জিনিসগুলি দেখে থাকি, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহর (সা.) সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে হাজির করে দেয়া হলো। তিনি বলতে লাগলেন : "ওর গঠনাকৃতি এই প্রকারের, ওর আকার এইরূপ এবং ওটা পাহাড় থেকে এই পরিমাণ নিকটে রয়েছে ইত্যাদি।"

www.nagorikpathagar.org

ঐ লোকটি একথা শুনে বললো : "নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথাই বলছেন।" অতঃপর সে কাফিরদের সমাবেশের দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললো : "মুহাম্মাদ (সা.) নিজের কথায় সত্যবাদী।" কিংবা এই ধরনের কোন একটা কথা বলেছিলেন।[৯৩]

৩১. হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) "আমাদের সামনে আপনার মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করবেন কি? উত্তরে তিনি বললেন : তাহলে শুন! আমি আমার সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কায় এশার নামায দেরীতে পড়লাম। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে সাদা রং এর একটি জন্তু আনয়ন করেন, যা গাধার চেয়ে উঁচু ও খচ্চরের চেয়ে নীচু।

এরপর আমাকে বলেন : এর উপর আরোহণ করুন। "জন্তুটি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলে হযরত জিবরাঈল (আ.) ওর কানটি মুচড়িয়ে দেন। তখনই সে শান্ত হয়ে যায়। আমি তখন ওপর উপর সাওয়ার হয়ে যাই।" এতে মদীনায় নামায পড়া, পরে মাদইয়ানে ঐ বৃক্ষটির পাশে নামায পড়ার কথা বর্ণিত আছে যেখানে হযরত মূসা (আ.) থেমেছিলেন। তারপর বাইতুল লাহামে নামায পড়ার বর্ণনা রয়েছে, বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার কথা রয়েছে। সেখানে পিপাসিত হওয়া, দুধ ও মধুর পাত্র হাজির হওয়া এবং পেট পুরে দুধ পান করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলে : "সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক হেলান দিয়ে বসে ছিলেন যিনি বললেন যে, ইনি ফিতরাত (প্রকৃতি) পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর আমরা একটি উপত্যকায় আসলাম। সেখানে আমি জাহান্নামকে দেখলাম যা জ্বলন্ত অগ্নির আকারে ছিল। তারপর ফিরবার পথে অমুক জায়গায় আমি কুরায়েশদের যাত্রী দলকে দেখলাম যারা তাদের একটি হারানো উট খোঁজ করছিল। আমি তাদেরকে সালাম করলাম তাদের কতক লোক আমার কণ্ঠস্বর চিনেও ফেললো এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো : এটা তো একেবারে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কণ্ঠস্বর।" অতঃপর সকালের পূর্বেই আমি মক্কায় আমার সহচরবৃন্দের কাছে পৌঁছে গেলাম।

---

৯৩. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৩/১৩

www.nagorikpathagar.org

আমার কাছে আবু বকর (রা.) আসলেন এবং বললেন : "হে মুহাম্মাদ (সা.)! আজ রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? যেখানে যেখানে আমার ধারণা হয়েছে সেখানে সেখানে আমি আপনাকে খোঁজ করেছি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই নাই। আমি বললাম : আজ রাতে আমি তো বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছি ও ফিরে এসেছি।" তিনি বললেন : "বায়তুল মুকাদ্দাস তো এখান থেকে এক মাসের পথের ব্যবধান রয়েছে। আচ্ছা সেখানকার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করুন তো।" তৎক্ষণাৎ ওটাকে আমার সামনে হাজির করে দেয়া হয়, যেন আমি ওটা দেখছি। তখন আমাকে যা কিছু প্রশ্ন করা হয়, আমি দেখে তার উত্তর দিতে থাকি। তখন আবু বকর (রা.) বলেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্যবাদী রাসূল (সা.)।" কিন্তু কুরায়েশ কাফিররা বিদ্রূপ করে বলে বেড়াতে লাগলো "দেখো, ইবনু আবি কাবশা (সা.) বলে বেড়াচ্ছে যে, সে এক রাত্রেই বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে ফিরে আসছে।"

আমি বললাম : শুন! আমি তোমাদের কাছে এর একটা প্রমাণ পেশ করছি। তোমাদের যাত্রীদলকে আমি অমুক জায়গায় দেখে এসেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যা অমুক ব্যক্তি নিয়ে আসছে। এখন তারা এতোটা ব্যবধানে রয়েছে। এক মনযিল হবে তাদের অমুক জায়গা, দ্বিতীয় মনযিল হবে অমুক জায়গায় এবং অমুক দিন তারা এখানে পৌঁছে যাবে। এ যাত্রী দলের সাথে সর্বপ্রথমে একটি গোধূম বর্ণের উট রয়েছে। ওর উপরে রয়েছে একটি কালো ঝুল এবং আসবাবপত্রের দু'টি কালো বস্তা ওর দু'দিকে বোঝাই করা আছে।

ঐ যাত্রী দলের মক্কায় আগমনের যে দিনের কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, এ দিন যখন আসলো তখন দুপুরের সময় লোকেরা দৌঁড়িয়ে শহরের বাইরে গেল যে, দেখা যাক, তাঁর কথা কতদূর সত্য? তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, যাত্রীদল আসছে এবং সত্য সত্যই ঐ উটটিই আগে রয়েছে।[৯৪]

৩২. মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের রাত্রে যখন জান্নাতে প্রবেশ করেন তখন

---

৯৪. ইবনু কাছীর, ৩/১৫

www.nagorikpathagar.org

একদিক হতে পায়ের চাপের শব্দ শোনা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন : "হে জিবরাঈল (আ.) এটা কে? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেনঃ ইনি হচ্ছেন মুআযযিন হযরত বিলাল (রা.)।" রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেন : "হে বিলাল (রা.) তুমি মুক্তি পেয়েগেছে। আমি এরূপ এরূপ দেখেছি।" জাহান্নাম পরিদর্শনের সময় তিনি কতগুলি লোককে দেখতে পান যে, তারা মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। জিজ্ঞেস করলেন : "এরা কারা?" হযরত জিবরাঈল (আ.) উত্তর দিলেন : "যারা লোকদের গোশত ভক্ষণ করতো অর্থাৎ গীবত করতো।"

সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে, স্বয়ং আগুনের মতো লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাঁকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেন : এটা কে? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : "এটাই হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে হযরত সালেহের (আ.) উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল।[৯৫]

৩৩. মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঐ রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাজ্জালকে তার প্রকৃতরূপে দেখেছিলেন, সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের দেখা নয়। সেখানে তিনি হযরত ঈসা (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ইবরাহীমকেও (আ.) দেখেছিলেন। দাজ্জালের সাদৃশ্য তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সে বিশ্রী, ম্লেচ্ছ এবং ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন। তার একটি চক্ষু এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, যেন তারকা এবং চুল এমন যেন কোন গাছের ঘন শাখা। হযরত ঈসার (আ.) গঠন তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর রং সাদা, চুলগুলো কোঁকড়ানো এবং দেহ মধ্যমাকৃতির। আর হযরত মূসার (আ.) দেহ গোধূম বর্ণের এবং তিনি দৃঢ় ও সুঠাম দেহের অধিকারী। হযরত ইবরাহীম (আ.) হুবহু আমারই মতো।[৯৬]

৩৪. ইমাম বায়হাকী (রা.) বলেন, হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মি'রাজের রাত্রে এক স্থান হতে আমার কাছে এক অতি উচ্চমানের খুশবু'র সুগন্ধ আসছিল। আমি জিজ্ঞেস

---

৯৫. ইবনু কাছীর, ৩/১৬

৯৬. প্রাগুক্ত, ৩/১৬

www.nagorikpathagar.org

করলাম : এই খুশবু কিরূপ? হযরত জিবরাঈল (আ.) উত্তরে বললেন : "ফিরআউনের কন্যার পরিচারিকা এবং তাঁর সন্তানের প্রাসাদ হতে এই সুগন্ধ আসছে।"

একদা এই পরিচারিকা ফিরআউনের কন্যার চুল আঁচড়াচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার হাত হতে চিরুণী পড়ে যায়। তা তোলার সময় অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে বিসমিল্লাহ বেরিয়ে যায়। তখন শাহজাদী তাঁকে বলে : "আল্লাহ তো আমার আব্বা।" পরিচারিকাটি তার একথায় বললো : "না, বরং আল্লাহ তিনিই যিনি আমাকে, তোমাকে এবং স্বয়ং ফিরআউনকে জীবিকা দান করে থাকেন।" শাহজাদী বললো : তাহলে তুমি কি আমার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?" জবাবে সে বললো : "হ্যাঁ, আমার, তোমার এবং তোমার পিতার, সবারই প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।"

শাহজাদী এ সংবাদ তার পিতা ফিরআউনের কাছে পৌঁছে দিল। এতে ফিরআউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে তার দরবারে ডেকে পাঠালো। সে তার কাছে হাজির হলো। তাঁকে সে জিজ্ঞেস করলো : তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?" উত্তরে সে বললো : "হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাই বটে।" তৎক্ষণাৎ ফিরআউন নির্দেশ দিলো : "তামার যে গাভীটি নির্মিত আছে ওকে খুবই গরম কর। যখন ওটা সম্পূর্ণরূপে আগুনের মতো হয়ে যাবে তখন তার ছেলে মেয়েগুলোকে এক এক করে ওর উপর নিক্ষেপ কর। পরিশেষে তাকেও তাতে নিক্ষেপ করবে।" তার এই নির্দেশ অনুযায়ী ওটাকে গরম করা হলো এবং যখন আগুনের মতো লাল হয়ে গেল, তখন তার সন্তানদেরকে তারা একের পর এক তাতে নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। পরিচারিকাটি বাদশাহর কাছে একটি আবেদন জানিয়ে বললো : আমার এবং আমার এই সন্তানদের অস্থিগুলো একই জায়গায় নিক্ষেপ করবেন।"

বাদশাহ তাকে বললো : ঠিক আছে, তোমার এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো। কারণ, আমার দায়িত্বে তোমার অনেকগুলো হক বা প্রাপ্য বাকী রয়ে গেছে।" যখন তাঁর সমস্ত সন্তানকে তাতে নিক্ষেপ করা হয়ে গেল এবং

www.nagorikpathagar.org

সবাই ভস্মে পরিণত হলো তখন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ শিশুটির পালা আসলো। এই শিশুটি তার মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান করছিল। ফিরাআউনের সিপাহীরা শিশুটিকে যখন তাঁর মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিলো তখন ঐ সতী সাধ্বী মহিলাটির চোখের সামনে শিশুটির মুখ ফুটে গেল এবং উচ্চৈঃস্বরে বললো : আম্মাজান! দুঃখ করবেন না। মোটেই আফসোস করবেন না। সত্যের উপর জীবন উৎসর্গ করাই তো হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।" শিশুর এ কথা শুনে মায়ের মনে সবর এসে গেল।

অতঃপর ঐ শিশুটিকে তারা তাতে নিক্ষেপ করে দিলো এবং সবশেষে মাতাকেও তাতে ফেলে দিলো। এই সুগন্ধ তাঁদের বেহেশতী প্রাসাদ হতেই আসছে (আল্লাহ তাঁদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।" রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পরেই একথাও বর্ণনা করেন যে, চারটি শিশু দোলনাতে কথা বলেছিল। একটি হচ্ছে এ শিশুটি। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ শিশুটি যে হযরত ইউসুফের (আ.) পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। তৃতীয় হলো ঐ শিশুটি যে হযরত জুরায়েজের (রা.) পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর চতুর্থ হলেন হযরত ঈসা ইবনু মরিয়ম (আ.)।[৯৭]

৩৫. মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : মি'রাজের রাত্রির সকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করলেই তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে এক প্রান্তে বসে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলার শত্রু আবু জেহেল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখে সে তাঁর পার্শ্বেই বসে পড়লো এবং উপহাস করে বললো : কোন নতুন খবর আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ হ্যাঁ, আছে। সে তা জানতে চাইলো। তিনি বলেন : আজ রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সে প্রশ্ন করলো : কত দূর পর্যন্ত? তিনি জবাবে বললেনঃ বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। সে জিজ্ঞেস করলো : আবার এখন এখানে বিদ্যমানও রয়েছো? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। এখন ঐ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে মনে বললো : এখনই একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবে না। অন্যথায় হয়তো

---

৯৭. ইবনু কাছীর, ৩/১৭

www.nagorikpathagar.org

জনসমাবেশে সে একথা বলবেই না। তাই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : আমি যদি জনগণকে একত্রিত করি তবে তুমি সবার সামনেও কি একথাই বলবে? জবাবে তিনি বললেন : কেন বলবো না? সত্য কথা গোপন করার তো কোন প্রয়োজন নেই।[৯৮]

৩৬. হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সা.) সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আলোচনা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন : কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় আমার জানা নেই। এটা হযরত মূসাকে (আ.) জিজ্ঞেস করুন।

তিনিও এটা না জানার কথা ব্যক্ত করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ ব্যাপারে হযরত ঈসাকে (আ.) জিজ্ঞেস করা হোক। হযরত ঈসা (আ.) বলেন ঃ এর সঠিক সংবাদ তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না, তবে আমাকে এটুকু জানানো হয়েছে, দাজ্জাল বের হবে। এ সময় আমার হাতে থাকবে দু'টি ছড়ি। সে আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মতো গলে যাবে। অবশেষে আমার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তারপর গাছ এবং পাথরও বলে উঠবে : হে মুসলমান দেখ, আমার নীচে এক কাফির লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা কর। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবেন। জনগণ প্রশান্ত মনে নিজেদের শহরে ও দেশে ফিরে যাবে।

ঐ যুগেই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে। তারা প্রত্যেকে উঁচু স্থান হতে লাফাতে লাফাতে আসবে। তারা যা পাবে তাই ধ্বংস করে দেবে। পানি দেখলে তা পান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত জনগণ অসহ্য হয়ে আমার কাছে অভিযোগ করবে। আমি তখন মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবো। তিনি তাদেরকে এক সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে পড়বে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের মৃত দেহগুলোকে বইয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে। আমার খুব

---

৯৮. ইবনু কাছীর, ৩/১৭

www.nagorikpathagar.org

ভালরূপেই জানা আছে যে, এরপরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন পূর্ণ দিনের গর্ভবতী মহিলা জানতে পারে না যে, হয়তো সকালেই সে সন্তান প্রসব করবে, না হয় রাত্রে প্রসব করবে।[৯৯]

৩৭. মি'রাজ সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ গারীব হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) ও হযরত মীকাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আগমন করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মীকাঈল (আ.)-কে বলেন- আমার কাছে থালা ভর্তি যমযমের পানি নিয়ে এসো। আমি ওর দ্বারা হযরত মুহাম্মাদের (সা.) অন্তর পবিত্র করবো এবং তাঁর বক্ষ খুলে দিবো। অতপর তিনি তাঁর পেট বিদীর্ণ করলেন এবং ওটা তিনবার ধৌত করলেন। তিনবারই তিনি হযরত মীকাঈল (আ.) কর্তৃক আনিত পানির তশ্‌তরী দ্বারা তা ধুলেন। তাঁর বক্ষ খুলে দিলেন এবং ওর থেকে সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ও কালিমা দূর করে দিলেন।

আর ওটা ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর তাঁকে একটি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখতে পেলেন যে, এক কওম একদিকে ফসল কাটছে, অন্যদিকে ফসল গজিয়ে যাচ্ছে। হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এ লোকগুলো কারা? উত্তরে তিনি বললেন : এরা হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ। যাদের পুণ্য সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তারা যা খরচ করে তার প্রতিদান তারা পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা উত্তম রিয্‌কদাতা। তারপর তিনি এমন কওমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যাদের মস্তক প্রস্তর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : এ লোকগুলো কারা?

জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন : এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের মাথা ফরয নামাযের সময় ভারী হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : এমন কতগুলো লোককে আমি দেখলাম যাদের সামনে ও পিছনে বস্ত্র খণ্ড লটকানো আছে এবং তারা উট ও অন্যান্য জন্তুর মতো জাহান্নামের কাটাযুক্ত গাছ খাচ্ছে এবং দোযখের পাথর ও অঙ্গার ভক্ষণ করছে। আমি

---

৯৯. ইবনু কাছীর, ৩/১৮

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন করলাম এরা কারা? উত্তরে তিনি (জিবরাঈল আ.) বলনে : এরা ঐ সব লোক যারা তাদের মালের যাকাত প্রদান করতো না। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেন নাই, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতো। এরপর আমি এমন কতগুলো লোককে দেখলাম যাদের সামনে একটি পাতিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উত্তম গোশত রয়েছে এবং অপর একটি পাতিলে রয়েছে পঁচা ও দুর্গন্ধময় গোশত।

তাদেরকে ঐ উত্তম গোশত থেকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তারা ঐ পঁচা ও দুর্গন্ধময় গোশত ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ লোকগুলো কোন পাপ কার্য করেছিল? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন : এরা হলো এসব পুরুষ লোক যারা নিজেদের হালাল স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দিয়ে হারাম নারীদের পার্শ্বে রাত্রি যাপন করতো এবং ঐসব নারী যারা স্বামীকে বাদ দিয়ে পর পুরুষের সাথে রাত্রি কাটাতো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখেন যে, পথে একটি কাঠ রয়েছে এবং ওটা প্রত্যেক কাপড়কে ছিঁড়ে দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জিনিসকে যখম করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এটা কি? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের এ লোকদের দৃষ্টান্ত যারা রাস্তা ঘিরে বসে যায়। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন :

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ "তোমরা লোকদেরকে ভীত করা ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাস্তার উপর বসো না।"[১০০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমি দেখলাম যে, একটি লোক এক বিরাট স্তুপ জমা করছে যা সে উঠাতে পারছে না। অথচ আরো বাড়াচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম : সে কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন : সে হচ্ছে আপানর উম্মতের এ লোক যার উপর মানুষের এতো বেশী হক বা প্রাপ্য রয়েছে যা আদায় করার ক্ষমতা তার নেই। তথাপি নিজের উপর আরো প্রাপ্য বাড়িয়ে চলেছে এবং জনগণের আমানত গ্রহণ করেই চলছে। তারপর

---

১০০. সূরা আরাফ-৮৬

www.nagorikpathagar.org

আমি এমন একটি দল দেখলাম যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে। একদিক কর্তিত হচ্ছে এবং অপর দিকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আবার ঐ দিক কর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) উত্তরে বললেন : এরা হচ্ছে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টিকারী বক্তা ও উপদেষ্টা।

তারপর দেখি যে, একটি ছোট পাথরের ছিদ্র দিয়ে একটি বিরাট বলদ বের হচ্ছে এবং আবার তাতে ফিরে যেতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল (আ.) সে কে? জবাবে তিনি বললেন : "যে মুখে খুব বড় বড় বুলি আওড়াতো তারপর লজ্জিত হতো বটে, কিন্তু ওর থেকে ফিরতে পারতো না।" তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর মন মাতানো ঠাণ্ডা বাতাস এবং মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ, আরাম ও শান্তির বরকতময় শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করেন : এটা কি? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন : এটা হচ্ছে জান্নাতের শব্দ। সে বলছে : হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে আপনি যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমার অট্টালিকা, রেশম, মণিমুক্তা, সোনারূপা, জাম-বাটী, মধু, দুধ, মদ ইত্যাদি নিয়ামতরাজি খুব বেশী হয়ে গেছে।

তাঁকে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হয়, প্রত্যেক মু'মিন নর-নারী যে আমাকে ও আমার রাসূলদেরকে মেনে চলে, ভাল কাজ করে, আমার সাথে কাউকেও শরীক করে না, আমার সমকক্ষ কাউকেও মনে করে না, তারা সবাই তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জেনে রেখো, যার অন্তরে আমার ভয় আছে সে সমস্ত ভয় থেকে সুরক্ষিত থাকবে। যে আমার কাছে চায় সে বঞ্চিত হয় না। যে আমাকে কর্জ দেয় (অর্থাৎ কর্জে হাসানা দেয়) তাকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি।

যে আমার উপর ভরসা করে আমি তার জন্যে যথেষ্ট হই। আমি সত্য মা'বুদ। আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। আমি ওয়াদার খেলাফ করি না। মু'মিন মুক্তি প্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা কল্যাণময়। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। একথা শুনে জান্নাত বললো : যথেষ্ট হয়েছে। আমি খুশী হয়ে গেলাম। এরপর আমি অন্য একটি উপত্যকায় গেলাম। যেখান থেকে বড় ভয়ানক ও জঘন্য শব্দ আসছিল। আর ছিল খুবই দুর্গন্ধ। আমি এ সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

হযরত জিবরাঈলকে (আ.) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : এটা হচ্ছে জাহান্নামের শব্দ। সে বলছে : হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন। আমাকে তা দিয়ে দিন। আমার শাস্তির আসবাবপত্র খুবই বেশী হয়ে গেছে, আমার গভীরতাও অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং আমার অগ্নি ভীষণ তেজদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমার মধ্যে যা দেয়ার ওয়াদা করেছেন তা দিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলেন : প্রত্যেক মুশরিক, কাফির, খবীস, বেঈমান পুরুষ ও নারী তোমার জন্য রয়েছে। একথা শুনে জাহান্নাম সন্তোষ প্রকাশ করলো।[১০১]

৩৮. ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "সকালে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন বহু লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিল।" তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা.) নিকট তাদের গমন, তাঁর সত্যায়িতকরণ এবং সিদ্দীক উপাধি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।[১০২]

৩৯. উম্মু হানী রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আমার বাড়ী হতেই মি'রাজ করানো হয়। ঐ রাত্রে তিনি এশার নামাযের পর আমার বাড়ীতেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং আমরাও সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। ফজর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা তাঁকে জাগ্রত করি। তারপর তাঁর সাথেই আমরা ফজরের নামায আদায় করি। এরপর তিনি বলেন : হে উম্মু হানী (রা.)! আমি তোমাদের সাথেই এশার নামায আদায় করেছি এবং এর মাঝে আল্লাহ পাক আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছিয়েছেন এবং আমি সেখানে নামাযও পড়েছি।[১০৩]

৪০. হযরত উম্মু হানী (রা.) হতে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে- তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজ আমার এখান থেকেই হয়েছিল। আমি রাত্রে তাঁকে সব জায়গাতেই খোঁজ করি, কিন্তু কোথায়ও পাই নাই। তখন আমি ভয় পেলাম যে, না জানি তিনি কুরায়েশদের প্রতারণায়

---

১০১. ইবনু কাছীর ৩/১৯

১০২. প্রাগুক্ত ৩/২৩

১০৩. প্রাগুক্ত ৩/২৩

www.nagorikpathagar.org

পড়েছেন। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেন : হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট আগমন করেছিলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চললেন। দরজার ওপারে একটি জন্তু দাঁড়িয়েছিল যা খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়। তিনি আমাকে ওর উপর সওয়ার করিয়ে দেন। অতঃপর আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যাই।

দাজ্জালকেও আমি দেখতে পাই। তার একটি চক্ষু নষ্ট ছিল। তাকে দেখতে ঠিক কুতনা ইবনু আবদিল উযযার মতো। এটুকু বলার পর তিনি বলেন ঃ আচ্ছা, আমি যাই এবং যা যা দেখেছি, কুরায়েশদের নিকট বর্ণনা করবো, আমি তখন তাঁর কাপড়ের বর্ডার টেনে ধরলাম এবং আরয করলাম। আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি এটা আপনার কওমের সামনে বর্ণনা করবেন না, তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। তারা আপনার কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না। আপনি তাদের কাছে গেলে তারা আপনার সাথে বে-আদবী করবে। কিন্তু তিনি ঝটকা মেরে তার অঞ্চল আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন এবং সরাসরি কুরায়েশদের সমাবেশে গিয়ে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।[১০৪]

৪১. মুসা ইবনু উকবা ইমাম যুহাইরী থেকে বর্ণনা করেন, মি'রাজের এই ঘটনাটি হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। উরওয়াও (র.) এ কথাই বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। এ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মসজিদে কুদসের দরজার উপর তিনি বুরাকটিকে বাঁধেন এবং ভিতরে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেব দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। তারপর মি'রাজ (সিঁড়ি) আনয়ন করা হয়, যাতে শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং এটা আনা হয় সোপান হিসেবে। তাতে করে তাঁকে দুনিয়ার আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে তাঁকে সাত আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

---

১০৪. ইবনু কাছীর, ৩/২৩

www.nagorikpathagar.org

তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান। তিনি সিদরাতুল মুনতাহাকে দেখেন। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রং সেখানে দেখা যাচ্ছিল। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে ওটাকে পরিবেশষ্টন করে রেখে ছিলেন। সেখানে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর আসল রূপে দেখতে পান, যার ছ'শটি পালক ছিল। সেখানে তিনি সবুজ রং এর "রফরফ" দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্ত সমূহকে ঢেকে রেখেছিল। অতপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নবী (আ.)ও অবতরণ করেন। সেখানে তিনি তাঁদের সকলকেই নামায পড়ান, যখন নামাযের সময় হয়ে যায়, সম্ভবত ওটা ছিল ঐ দিনের ফজরের নামায।[১০৫]

---

১০৫. ইবনু কাছীর, ৩/২৩

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন।[১০৬] আর তাঁদেরকে যুগোপযোগী মু'জিযা দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। যে যুগে যে বিষয়ের চর্চা বেশী থাকতো, যে বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে সম্মানের চোখে দেখা হতো, আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে ঠিক সে বিষয়ের সাথে মিল রেখেই মু'জিযা প্রদান করতেন। যাতে করে প্রেরিত নবী খুব সহজেই তার যুগের লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ বিষয়ে পারদর্শী হওয়ায় লোকজন মনের অজান্তেই যেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। যেমন- হযরত মুসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল ফিরআউন ও তার সমাজের লোকদের কাছে। আর সে সমাজে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় ছিল "যাদু"। যাদু বিদ্যায় পারদর্শী লোককে তাদের মাঝে সম্মানের চোখে দেখা হত। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-কে হাতের লাঠি যা ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে যেত এবং উজ্জ্বল হস্ত যা বুকের কাপড়ের নীচ থেকে বের করলে চাঁদের আলোর মত জ্বলতে থাকত, এরকম আরো কিছু মু'জিযা প্রদান করলেন। যাতে সে যুগের লোকদের উপর মূসা (আ.) সহজেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেন। আর বাস্তবেও তাই হয়েছিল। হাজার হাজার যাদুকর মূসা (আ.)-এর মু'জিযার মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে এক মুহূর্তের ভিতরে ঈমানদার হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের লোকেরা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁকে দিলেন অনেক মু'জিযা। তিনি জন্মান্ধের চোখে হাত দিলে, সে চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলালে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়ে যেত। মৃত লোকদেরকে ডাক দিলে তারা জীবিত হয়ে কথা বলতো। যা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী উম্মতে ঈসা (আ.)-এর জন্য অত্যন্ত

---

১০৬. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ 'এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে ভয় প্রদর্শনকারী পাঠানো হয় নাই।' (সূরা ফাতির-২৪)

www.nagorikpathagar.org

বিস্ময়ের ব্যাপার। এভাবে আল্লাহ তা'আলা যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নবীগণকে মু'জিযা প্রদান করেছেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। সুতরাং তাঁর যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যে বিষয়ের জ্ঞান পৃথিবীতে বেশী প্রাধান্য বিস্তার করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযা প্রদান করেছে। রাসূল (সা.)-এর যুগের সাহিত্যের খুব সমাদর ছিল। কবি ইমরুল কায়েস, লবীদ, জুহাইর ও আন্তারা বিন সাদ্দাদ এর মতো বিশ্ব বিখ্যাত কবিগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। যাদের লিখা কবিতা কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলানো হয়েছিল। সে যুগ ছিল 'সাবআ মুয়াল্লাকা' এর যুগ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এমন একখানি কিতাব প্রদান করলেন, যার মোকাবেলায় তামাম আরব বিশ্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। হাজারো প্রচেষ্টা করে মক্কার শিক্ষিত কাফেররা পবিত্র কুরআনের ছোট্ট একখানা সূরার মতো সূরাও তৈরী করতে পারেনি। অবশেষে সকলে বলতে বাধ্য হয়েছে। ليس هذا من كلام البشر 'এটা কোন মানুষের কথা নয়।'

আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের একটি অংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধি অর্জন করবে, এটা আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন। তাই তিনি তাঁর রাসূল (সা.)-কে মি'রাজের মত একটি বিস্ময়কর মু'জিযা প্রদান করেছেন। যা চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহ বিজয়ী বিজ্ঞানীদেরকেও স্তম্ভিত করে দেবে। উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.)-এর একটি অংশ মহাকাশ নিয়ে এমন গবেষণা করছে যা অন্য কোন নবীর উম্মত করে নাই। যদি মি'রাজের ঘটনা না ঘটতো তাহলে মহাকাশ বিজয়ের সাফল্যের একক দাবীদার হতো আজকের বিজ্ঞানীরা।

কতিপয় ধর্ম বিমুখ বিজ্ঞানী এ বিষয়ে ধর্মের উপর অপারগতা ও অসম্পূর্ণতার অপবাদ দিয়ে দিত। বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিদের কাছে ধর্ম অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে শুধু মহাশূন্য নয় বরং সাত আকাশ পার করিয়ে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন। যা বিজ্ঞানীদের নিকট শুধু স্বপ্নই

www.nagorikpathagar.org

থেকে যাবে। এ বিষয়ে যে যত ভাববে সে তত বেশী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তার প্রিয় নবীকে আকাশের লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি[১০৭], ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ, ধূমকেতু, ব্ল্যাক হোল[১০৮] ইত্যাদি পার

---

১০৭. প্রতিটি গ্যালাক্সির গড় ব্যাস ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ। ছোট ও বড় অসংখ্য গ্যালাক্সির অস্তিত্ব ইতোমধ্যে মানুষ জানতে পেরেছে। আমাদের ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে এক অতি সাধারণ গ্যালাক্সি। মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। তবু এর ব্যাস এক লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দশ হাজার কোটি নক্ষত্র এ গ্যালাক্সিতে বসবাস করে। তার মধ্যে সূর্য অত্যন্ত অনুল্লেখ যোগ্য একটি নক্ষত্র যা গ্যালাক্সির কেন্দ্র হতে ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরের কোন সীমায় পড়ে আছে। এ অসংখ্য গ্যালাক্সির মধ্যে একটি হলো এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি যা আমাদের ছায়াপথের সব চাইতে নিকটতম প্রতিবেশী। এর ব্যাস প্রায় ১,৫০,০০০ আলোক বর্ষের অধিক প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র এই গ্যালাক্সির অধিবাসী। (আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১), কাজী জাহান মিয়া-১২৭, ১২৮)

১০৮. ব্ল্যাক হোল (Black hole) দূরবর্তী মহাবিশ্বের যাদুময় জগতের সর্বভূক অন্ধকার গহ্বর। যা বস্তু সমষ্টি এমনকি আলোক রশ্মি পর্যন্ত একের পর এক গলধঃকরণ করে চিরতরে অস্তিত্বহীন করে দেয়। কোন বস্তু যদি ব্ল্যাক হোলের আওতায় পতিত হয় তবে তাকে এর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হবার জন্য কমপক্ষে আলোর গতির চাইতে বেশী গতি সম্পন্ন হতে হবে। অকল্পনীয় ঘনত্বের এই ব্ল্যাক হোলে বস্তু পতনের সাথে সাথে তার দৃশ্যমান অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে এবং শেষ পর্যায়ে তা চরম ঘনত্ব সম্পন্ন আয়তন লাভ করবে। আমাদের এই বিশাল পৃথিবী কিংবা তার সমভর সম্পন্ন আয়তনের কোন একটি বস্তুকে যদি এই ব্ল্যাক হোলে পতিত হতে দেয়া যায়, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে এক অসীম শক্তি সংকোচনের ফলশ্রুতিতে এমন একটি ক্ষুদ্র পিণ্ডে পরিণত হবে যে, এর ব্যাসার্ধ হবে মাত্র এক সেন্টিমিটার। একটি দানবীয় ব্ল্যাক হোলের আয়তন সৌরজগতের আয়তনের সমান হতে পারে যার পদার্থ ধারণ ক্ষমতা শত লক্ষ কোটি সূর্যের ভরের সমান। (আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ পৃ. ২২৫)

যুগ্ম নক্ষত্র ব্যবস্থা (binary System) কিংবা গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থলে ব্ল্যাক হোলের উৎপত্তি ঘটে থাকে। এর কল্পনাতীত অভিকর্ষের টানে আশে পাশের নক্ষত্র সমূহের ব্যাস কিংবা আস্ত নাক্ষত্রিক পদার্থসমূহ ব্ল্যাক হোলের মৃত্যু চোঙ-এ পতিত হয়। প্রকৃত ব্ল্যাক হোল কখনোই দেখা যায় না, এর চারপাশের ধারকে event horizon বলে। আকর্ষিত বস্তু কখনোই ব্ল্যাক হোলে সরাসরি পতিত হয় না, বস্তুর পতন সব সময়েই এ event horizon এ হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত, ২২৬)।

www.nagorikpathagar.org

করিয়ে ঊর্ধ্বাকাশের সর্বশেষ স্তরে উপনীত করেছেন। এটা ভেবে সাজদায় অবনত না হয়ে পারা যায় না।

তবে বিজ্ঞানের জয় যাত্রার গোড়ার দিকে কোন কোন বিজ্ঞানী মি'রাজের সম্ভাব্যতা নিয়ে কতিপয় প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছেন-

১. Gravitation Power (মধ্যাকর্ষণ শক্তি) ভেদ করে কোন ব্যক্তির পক্ষে উপরে উঠা সম্ভব নয়।

২. জড় জগতের নিয়ম শৃংখলায় আবদ্ধ স্থুলদেহী মানুষের পক্ষে আকাশের বায়ুশূন্য স্তর ভ্রমণ করা অসম্ভব। কেননা মধ্যাকর্ষণ শক্তি স্থুলদেহ সম্পন্ন বস্তুকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে থাকে।

৩. বায়ু স্তর পার হওয়ার পর অক্সিজেন থাকে না। আর অক্সিজেন ব্যতীত মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন মানুষের দ্বারা মি'রাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

মধ্যাকর্ষণশক্তি ভেদ করে উপরে উঠা সম্ভব নয়, প্রাচীন বিজ্ঞানীদের এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা আধুনিক গতি বিজ্ঞানে Escapevelocity (মুক্তিগতি)-এর আলোচনায় বলা হয়েছে, পৃথিবী হতে কোন স্থুল বস্তুকে যদি প্রতি সেকেন্ডে ৮ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) মাইল গতি বেগে আকাশের দিকে ছুড়ে দেয়া যায়, তাহলে তা Gravitation Power (মধ্যাকর্ষণ শক্তি)-এর বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে পারে।[১০৯] আর বস্তুটির গতি যদি প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল হয়, তাহলে এখানে Gravitation Power (মধ্যাকর্ষণ শক্তি)-এর প্রতিবন্ধকতা আলোচনা নিরর্থক। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজ যাত্রা হয়েছিল বুরাকে চড়ে।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এ পিলে চমকানো মহাজাগতিক ব্যবস্থার এ Black hole এর আলোচনা প্রায় ১৪০০ বছর আগেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা ওয়াকিয়ায় ৭৫ ও ৭৬ নম্বর আয়াতে উপস্থাপন করেছেন- "শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উহা অবশ্যই এক মহাগুরুত্বপূর্ণ শপথ, যদি তোমরা জানতে।"

১০৯. বিশ্বনবীর জীবনী (সা.) ও মি'রাজের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, পৃ. ৯১

www.nagorikpathagar.org

আর বুরাক শব্দটি আরবী 'বারকুন' শব্দ থেকে নিসৃত।[১১০] এর শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের গতি হলো সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। বুরাক শব্দটির ভিতরে বারকুন শব্দের Superlative degree এর গতি রয়েছে। কেননা আরবী একটি কায়েদা (নিয়ম) আছে- كثرة المبانى تدل على كثرة المعانى তাফসীরে কাশ্‌শাফ প্রণেতার ভাষ্য ان الزيادة فى البناء لزيادة المعنى উদ্ধৃতি দু'টির এর অর্থ হলো- শব্দের মধ্যে যখন অক্ষরের প্রবৃদ্ধি ঘটবে, তখন অর্থেরও প্রবৃদ্ধি ঘটবে।[১১১]

সুতরাং বুরাক (براق) শব্দের মাঝে যেহেতু বারকুন (برق) শব্দের চেয়েও একটি অক্ষর বেশী আছে, সেহেতু বারকুন (برق) তথা বিদ্যুতের গতির চেয়ে বুরাক (براق)-এর গতি বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর মি'রাজের সফরকে Gravitation Power (মধ্যাকর্ষণ শক্তি)-এর যুক্তি দিয়ে অসম্ভব বলা অযৌক্তিক।

স্থুল দেহ সম্পন্ন বস্তু আকাশের বায়ূশূন্য স্তর অতিক্রম করতে না পারার ধারণাও আধুনিক বিজ্ঞান অমূলক বলে প্রমাণ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানী আর্থার ক্লার্ক এর মতে, পৃথিবী হতে কোন স্থুল বস্তুর দূরত্ব যত বাড়তে থাকবে, তার ওজন ততই কমতে থাকবে। এক পাউন্ড ওজনের কোন বস্তুকে যদি পৃথিবী থেকে ১২০০০ (বার হাজার) মাইল উর্ধ্বে নেয়া হয়, ওখানে তার ওজন কমে দাঁড়াবে মাত্র ১ আউন্স। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী হতে যে যত উর্ধ্বে গমন করবে তার অগ্রগতি ততই সহজতর হবে। ১২০০০ হাজার মাইল উপরে গেলে ১ পাউন্ডের ওজন কমে ১ আউন্স হলে ২৪০০০ হাজার মাইল উপরে গেলে এর ওজন কমে শূন্যের কাছাকাছি এসে যাবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের সফরে কত উপরে গিয়েছেন তা ভাবতেই গা শিউরে উঠে। (সুবহানাল্লাহ)।

---

১১০. আঈনী, ১৭/২৪

১১১. কাশ্‌শাফ, ১/৪১

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানীদের ধারণা সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি বিলিয়ন মাইল উপরেও রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র, যার আলো এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি। যদিও বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীর বয়স ১৫০০ কোটি বৎসর।[১১২] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজ হয়েছিল এ গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশমণ্ডলির আরো অনেক উপরে। সুতরাং এখানে স্থুল দেহের প্রতিবন্ধকতার প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

অক্সিজেন ব্যতীত মহাকাশ ভ্রমণ করা প্রসঙ্গে বলা যায়। অক্সিজেনের মাধ্যমে যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজীবকে বাঁচিয়ে রাখেন সে আল্লাহ তা'আলা অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। যেমন হযরত ইউনুছ (আ.) চল্লিশ দিন মাছের পেটে ছিলেন। কে তাঁকে জীবিত রেখেছিলেন অক্সিজেন ব্যতীত? ১৮৯১ইং সনে Star of the east নামক জাহাজে করে কিছু সংখ্যক জেলে হুইল মাছ ধরার জন্য গভীর সমুদ্রে গিয়েছিল। সে সময় তারা বিশ ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া একটি তিমি মাছকে আঘাত করে আহত করে।

মাছটির সাথে লড়াই করার সময় জেম্‌স বার্টলে নামক একজন জেলেকে মাছটি তার সঙ্গীদের সামনেই গিলে ফেলে। পরের দিন এ জাহাজের লোকেরাই মাছটিকে মৃত অবস্থায় পেল। তারা খুব কষ্ট করে মাছটিকে জাহাজে উঠালো এবং দীর্ঘ সময় ও শ্রম স্বীকার করে মাছটির পেট কাটলো। তখন মাছের পেটে মিঃ বার্টলেকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পূর্ণ ৬০ ঘণ্টা জীবিত অবস্থায় ছিল।[১১৩]

আল্লাহ তা'আলা মানব শিশুকে মায়ের পেটে বিনা অক্সিজেনেই বাঁচিয়ে

---

১১২. কাজী জাহান মিয়া, আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১), পৃ. ১৮১

১১৩. আল কুরআনের অমর কাহিনী, ১/৩৯৪, উর্দু ডাইজেষ্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ইং

www.nagorikpathagar.org

রাখেন। হয়তো কোন তর্কবীদ এখানে বলবেন মায়ের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সন্তানের নিঃশ্বাসের কাজ হয়ে যায়। তাহলে তাকে বলা হবে ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার আগের দিন ডিমের ভিতরে জীবিত বাচ্চার ডাক শোনা যায়, এখানে ডিমের ভিতরের বাচ্চার নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা কে করল? এখানে কি মায়ের নিঃশ্বাসের সাথে সন্তানের নিঃশ্বাসের সূত্র কাজে আসে? ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় খবর বের হল, একটা ছেলে ৮ ঘণ্টা পানির মধ্যে ডুবে ছিল কিন্তু সে মরেনি। এসব যদি প্রাকৃতিক নিয়মের শৃংখলে আবদ্ধ এ জড় জগতে সম্ভব হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সংঘটিত মি'রাজুন্নবীতে অক্সিজেন ব্যতীত তাঁর প্রিয় হাবিবকে বাঁচিয়ে রাখা কিভাবে অসম্ভব হতে পারে?

কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন তুলেছেন, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের অগ্নি গোলকসমূহকে পাড়ি দেয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং মুহাম্মাদ (সা.)-এর মি'রাজ কি করে সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বৃদ্ধি পাবে, পবিত্র কুরআন হাদীস বুঝা তত সহজ হবে। বিজ্ঞান ও পবিত্র কুরআন দ্বান্দ্বিক নয় বরং বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের একটি অংশ। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়াসীনে বলেছেন- "বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।" এখানে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, এক সময় মনে করা হতো, পানিতে নামলে ভিজতে হবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু বিজ্ঞান ওয়াটার প্রুফ পোশাক তৈরী করে দেখিয়ে দিল যে ওয়াটার প্রুফ পোশাক পরিধান করে পানির মধ্যে ডুব দিলেও ভিজতে হয় না।

ঠিক অনুরূপ বিজ্ঞানের আরেকটি আবিষ্কার ফায়ার প্রুফ পোশাক, যা পরিধান করে আগুনের মাঝ দিয়ে চলা ফেরা করা যায়। আগুন কোন ক্ষতি করতে পারে না। যদি দুনিয়ার সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে ফায়ার প্রুফ পোশাক পরিধান করে আগুনের মাঝ দিয়ে চলা ফেরা করা সম্ভব হয়

www.nagorikpathagar.org

তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো মহামনীষীর পক্ষে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মহাকাশ পাড়ি দেয়া কি করে অসম্ভব হতে পারে?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের আলোচনায় এ সফরের বিশেষ ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করে বলেন- وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ "এর চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব স্পেশাল প্রটোকলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজের সফর সম্পন্ন করিয়েছেন। সুতরাং সেখানে কোন প্রকার অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়।

আসলে প্রকৃত অর্থে সম্ভব বা অসম্ভব শব্দটি নির্ভর করে ক্ষমতা বা সাধ্যের উপর। ক্ষমতা বা সাধ্য থাকলে সবই সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, তাই মি'রাজের ব্যাপারে কোন আস্তিক ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। আর নাস্তিক ব্যক্তি মি'রাজ কেন! সে তো আল্লাহ তা'আলাকেই স্বীকার করে না। সুতরাং মি'রাজ প্রসঙ্গে কোন নাস্তিকের সাথে যুক্তি-তর্ক বা বিতর্কে জড়ানোর কোনই প্রয়োজন নেই।

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে সংঘটিত সকল বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে মি'রাজ অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে প্রকাশিত মু'জিযাসমূহের মাঝে মি'রাজ সবচেয়ে বেশী আলোচিত মু'জিযা। যা পৃথিবীর সকল মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে প্রকাশিত মু'জিযার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উম্মতের উপর ফরজ। নবীদের মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার পর উম্মতের দায়িত্ব হলো বিনা বাক্য ব্যয়ে এ মু'জিযার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যোগ বিয়োগের অংক কষে হিসাব মিলিয়ে যুক্তির নিরিখে মনমতো হলে মেনে নেয়া আর মনমতো না হলে মেনে না নেয়া, বিশ্বাসী উম্মতের কাজ নহে। বরং নবীগণ যা বলবেন উম্মতের দায়িত্ব হলো তারা সমস্বরে ঘোষণা করবে- اٰمَنَّا وَسَلَّمْنَا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا 'ঈমান আনলাম এবং মেনে নিলাম- শুনলাম এবং আনুগত্য পোষণ করলাম।'

নবীগণ যা করেছেন বা বলেছেন তার সংবাদ যদি অকাট্য পন্থায় উম্মতের নিকট পৌঁছে তাহলে উম্মত ঐ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার অধিকার রাখে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মি'রাজের ঘটনা লোকদের নিকট প্রকাশ করলেন তখন কাফিররা এক রাত্রিতে তৎকালে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের ৭৬৫ মাইল পথ সফর করে আবার ফিরে আসা সম্ভব কি-না এ বিষয়ে অংক কষতে বসে গেল এবং নির্দ্বিধায় বলে ফেলল মুহাম্মদ মিথ্যা বলছে[১১৪] (না'উজুবিল্লাহ)। বরং তারা

---

১১৪. এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন–

قال رسول الله ﷺ ليلة اسري بي واصبحت بمكة مر بي عدو الله ابو جهل فقال هل كان من شيئ؟ قال رسول الله انى اسري بي الليلة الى المقدس قال ثم اصبحت بين اظهرنا قال نعم قال فان دعوت قومك اتحدثهم بذالك؟ قال نعم قال يا معشر بني كعب بن لؤي فحدثهم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا۔

"রাসূল (সা.) বলেছেন- যে রাত্রিতে আমাকে ইসরা করানো হয়েছে, আমি সে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নবী (সা.)-এর এ বক্তব্যকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত পাগলামীর পূর্ব অভিযোগের[১১৫] উপর দলীল হিসেবে তা জনসম্মুখে তুলে ধরতে শুরু করলো।

কয়েকজন কাফের আবু বকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে বলতে শুরু করলো, দেখ আবু বকর মুহাম্মাদ (সা.) আজকে যা বলছে তা কারো পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।[১১৬] আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট আগমন করে বিষয়টির ব্যাপারে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর (রা.)-এর

রাত্রির ভোর বেলায় মক্কায় অবস্থান করছিলাম। আমার পাশ দিয়ে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেল যাচ্ছিল। সে আমাকে বললো কি খবর? রাসূল (সা.) বলেন- আমাকে অদ্য রাত্রিতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানো হয়েছে। আবু জেহেল বললো, অতপর তুমি আবার আমাদের মাঝে সকাল হতে না হতেই উপস্থিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বললো- আমি যদি তোমার সম্প্রদায়কে ডাকি তাহলে তুমি উহা তাদের কাছে বলতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে ডাক দিলো হে বনী কাব বিন লুয়াই। অতপর রাসূল (সা.) তাদের কাছে মি'রাজের বর্ণনা দিলেন। বর্ণনা শুনে তাদের কেউ হাত তালি দিল, কেউ বিস্মিত হয়ে মাথায় হাত দিল।" (ফাতহুল বারী, ৭/২৩৯)।

১১৫. কুরআনে এসেছে- وقالوا يايها ا لذي نزل عليه الذكر انك لمجنون "এই লোকেরা বলে "ওহে সেই ব্যক্তি! যার প্রতি যিক্‌র নাযিল হয়েছে, তুমি নিঃসন্দেহে পাগল।" (সূরা হিজর-৬)।

১১৬. ইমাম বায়হাকী (র.) আবু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

فجاء ناس الى ابى بكر فذكروا له فقال اشهد انه صادق فقالوا وتصدقه بانه اتى الشام فى ليلة واحدة ثم رجع الى مكة؟ قال نعم اني اصدقه بابعد من ذالك. اصدقه بخبر السماء.

"অতঃপর একদল লোহ হযরত আবু বকরের নিকট গমন করলো এবং তাঁর নিকট ইসরার ঘটনা বর্ণনা করলো। উত্তরে আবু বকর (রা.) বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি সত্যবাদী। তারা বললো তুমি কি একথা বিশ্বাস কর যে, মুহাম্মদ এক রাত্রিতে শাম গিয়ে আবার ফিরে এসেছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি তো তাঁকে আরো বিস্ময়কর ব্যাপারেও বিশ্বাস করি। তাঁকে আমি আকাশের খবরের ব্যাপারে বিশ্বাস করি।" (ফাতহুল বারী, ৭/২৩৯)।

www.nagorikpathagar.org

নিকট মি'রাজের সফরের কাহিনী বর্ণনা করলেন। আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জবান মোবারক থেকে মি'রাজের বর্ণনা শুনেই উপস্থিত সকলের সম্মুখে বলে দিলেন- صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনি যা বলেছেন তার সবই সত্য।" রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অগাধ বিশ্বাসের কারণেই আবু বকর (রা.) হিসাব করেননি মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দূরত্ব কত? এক রাতে এ পথ সফর করে আবার ফিরে আসা সম্ভব কি-না ইত্যাদি। বরং তাঁর চিন্তা ছিল রাসূল (সা.) যেহেতু বলেছেন তা সর্বৈব সত্য।

মি'রাজের ঘটনাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে সত্যায়ন করার কারণেই আল্লাহ পাক আবু বকর (রা.)-কে ছিদ্দীক উপাধি প্রদান করেন।[১১৭] অনুরূপ আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, রাসূল (সা.) এক বেদুঈন থেকে একটি উটনী ক্রয় করেন এবং যথা সময়ে তার পাওনাও পরিশোধ করেন। কিন্তু বেদুঈন কুট কৌশলে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে ডাবল টাকা আদায় করার মানসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আগমন করে আবার পাওনা দাবি করে। রাসূল (সা.) পাওনা পরিশোধের কথা বললে সে বলল আপনি যে পাওনা টাকা পরিশোধ করেছেন এর পক্ষে কোন সাক্ষী থাকলে উপস্থিত করুন। আমি মেনে নেব। অন্যথায় দয়া করে আমার পাওনা দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পাওনা পরিশোধের সময় কাউকে সাথে নেননি।

বেদুঈন বিষয়টি লক্ষ্য রেখেই আবার পাওনা দাবি করে। এই কথোপকথনের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খোজাইমা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের কথা বার্তা শুনে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যে পাওয়া পরিশোধ করেছেন আমি তার সাক্ষী। বেদুঈন তার কূটকৌশলে ব্যর্থ হয়ে প্রস্থান করল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত খোজাইমা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি

---

১১৭. ফাতহুল বারী, ৭/২৩৯

www.nagorikpathagar.org

কিভাবে সাক্ষী দিলে অথচ দেনা পরিশোধের সময় তুমি তো সেখানে ছিলে না? উত্তরে হযরত খোজাইমা (রা.) বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আসমান থেকে যে সংবাদ নিয়ে আসেন আমরা তা বিশ্বাস করি। সেই আপনি যদি বলেন দেনা পরিশোধ করেছেন, তাহলে তা বিশ্বাস করে সাক্ষী দিতে আপত্তি কোথায়?[১১৮] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অগাধ বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে হযরত খোজাইমা (রা.) এ কথা বলেছিলেন তা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর মি'রাজের উপর বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করাই মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। তবে আত্মপ্রশান্তির জন্য গবেষণা করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা ঈমানের পরিপন্থি নয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে বলে ছিলেন-

رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

'হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক, তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।'[১১৯] এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আত্মপ্রশান্তির জন্য মি'রাজের উপরও গবেষণা করে এর বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করা ঈমানের পরিপন্থি নয়। তবে গবেষণা করার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক।

---

১১৮. আহমাদ মোল্লা জিয়ুন, নুরুল আনওয়ার, কিয়াস অধ্যায়, পৃঃ. ২৩৩

১১৯. সূরা বাকারা-২৬০

www.nagorikpathagar.org

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

আয়াতের ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি-না, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে কোন কিছু বলা হয়নি তাই এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা একটু কঠিন। যদিও কোন কোন আলিম

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

'অতঃপর সে নিকটবর্তী হলো এবং আরো নিকটবর্তী। তখন দুই ধনুকের ব্যবধা ছিল অথবা আরও কম।'

সুরা আন নজম এর এ আয়াতদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার দর্শনের উপর দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিমগণ মনে করেন যদি এ আয়াতদ্বর উক্ত বিষয়ের উপর অকাট্য দলীলই হতো তা হলে উক্ত বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করা জায়েজ হয় কিভাবে? যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলাকে দেখা নিয়ে সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন, তাহলে বুঝা যায় উক্ত আয়াতে কারীমাদ্বয়কে আল্লাহ তা'আলাকে দর্শনের উপর অকাট্য দলিল হিসেবে পেশ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলবেন যে, তাঁর প্রিয় হাবিব তাঁকে দেখেছেন আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোন কোন সাহাবা বলবেন তিনি (সা.) আল্লাহকে দেখেননি। এটা কি কখনো হতে পারে? তাহলে বুঝা যায়, যারা উক্ত আয়াতদ্বয়কে আল্লাহ তা'আলার দর্শনের উপর দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, তাঁরা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে নয় বরং আয়াতের ইশারা ইঙ্গিত থেকে সম্ভাব্যতার আলোকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

আবার আলিমগণের বড় একটি দল বলেছেন- উক্ত আয়াতদ্বয়কে মি'রাজের রাত্রির কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করার কোন সুযোগই নেই, কেননা

www.nagorikpathagar.org

আয়াতদ্বয় নাজিল হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যে ঘটনা ঘটেছিল নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে। তাই আমরা এখন উক্ত আয়াতে কারীমাদ্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করবো এবং খুঁজতে চেষ্টা করবো উক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল ঘটনাটি কী এবং নিকটবর্তী হওয়া বলতে কী বা কাকে বুঝানো হয়েছে ?

১। তাফসীরে খাজেনে এসেছে-

كان جبريل يأتي رسول الله ﷺ في صورة الادميين كما كان يأتى الانبياء قبله فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التى جبل عليها فاراه نفسه مرتين مرة في الارض ومرة في السماء فاما التى في الارض فبالافق الاعلى اى جانب المشرق حيث كان رسول الله بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسد ما بين المشرق والمغرب فخر رسول الله ﷺ مغشيا عليه فنزل جبريل في صورة الادميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله تعالى ثم دنا تدلى واما التى في السماء فعند سدرة المنتهى ولم يره احد من الانبياء على صورته الملكية التى خلق عليها إلّا نبينا محمد ﷺ.

'জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.)-এর নিকট মানুষের সূরতেই আসতেন, যেমনিভাবে পূর্বে অন্যান্য নবীদের নিকট এসেছেন। রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট তাঁর মূল আকৃতিতে তাঁকে দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। এতে জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.)-এর নিকটে দুই বার নিজ আকৃতি প্রকাশ করেছেন। একবার জমিনে আর একবার আকাশে, অতঃপর জমিনের দেখাই হলো উচ্চ দিগন্তে দেখা। অর্থাৎ পূর্ব দিগন্তে

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) যখন হেরা গুহায় ছিলেন। জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.)-এর নিকট পূর্ব দিক থেকে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁর দু'টি পাখা বিস্তৃত করলেন, এতে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত ঢেকে গেল। রাসূল (সা.) বেহুশ হয়ে গেলেন। অতপর জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে নীচে অবতরণ করেন ও রাসূল (সা.)-কে নিজের দিকে জড়িয়ে ধরেন এবং রাসূল (সা.)-এর চেহারা থেকে ধূলা বালি মুছতে শুরু করেন। আর এটাই হলো- আল্লাহর বাণী- ثم دنى فتدلى এর অর্থ। আর আকাশের দেখা হলো সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটের দেখা। তাঁকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া আর কোন নবী দেখেন নাই।'[১২০]

২। তাফসীরে কাশশাফ প্রণেতা বলেন-

وكان ينزل في صورة دحية وذلك أن رسول الله ﷺ احب ان يراه في صورة التي جبل عليها فاستوى في الافق الاعلى وهو افق الشمس فملأ الافق وقيل ماراه احد من الانبياء في صورته الحقيقة غير محمد ﷺ مرتين-مرة في الارض ومرة في السماء-

'তিনি (জিবরাঈল) প্রায়শই হযরত দাহইয়া কালবী (রা.)-এর সূরতে অবতীর্ণ হতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে চাইলেন। অতপর রাসূল (সা.)-এর বাসনা মত জিবরাঈল (আ.) পূর্ব দিগন্ত প্রকাশিত হলেন। অতঃপর পুরা দিগন্ত তাঁর দেহের বেষ্টনীতে ঢেকে গেল। কেহ বলেন, রাসূল (সা.) ব্যতীত আর কোন নবী জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব সূরতে দেখেন নাই। তিনি (সা.) তাঁকে দু'বার নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। একবার জমিনে আর একবার আকাশে।'[১২১]

৩। তাফসীরে জালালাইন প্রণেতা বলেন-

---

১২০. তাফসীরে খাজেন, ৪/২১৩

১২১. তাফসীরে কাশশাফ, ৪/২৮

www.nagorikpathagar.org

فاستوى وهو بالافق الاعلى افق الشمس اي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فراه النبي ﷺ وكان بحراء قد سد الافق الى المغرب فخر مغشيا عليه وكان قد سأله ان يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فوعده بحراء فنزل جبريل عليه السلام في صورة الادميين ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب.

'অতঃপর তিনি (জিবরাঈল আ.) পূর্ব দিগন্তে প্রকাশিত হলেন। তাঁর নিজস্ব সূরতে, যে সূরতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখেছেন আর তখন তিহি হেরা গুহায় ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন দিগন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ঢেকে গেছে। এতে তিনি (সা.) বেহুশ হয়ে যান। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) মানুষের সূরত ধরে তাঁর কাছে আসেন এবং খুব কাছে। রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, আর জিবরাঈলও (আ.) রাসূলকে (সা.) হেরা গুহায় নিজ আকৃতি দেখাবার ওয়াদা করেছিলেন।'[১২২]

৪। তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়াকার মাদারিকুন্নুবুয়্যাহ থেকে উদ্ধৃত করেন-

فاستقام على صورة نفسه الحقيقة دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي وكان ينزل في صورة دحية وذلك ان رسول الله احب ان يره في الصورة التي جبل عليها فاستوى له في الافق الاعلى وهو افق الشمس فملأ الافق وقيل ما رأه احد من الانبياء في صورته الحقيقة سوى محمد ﷺ مرتين مرة في الارض ومرة في السماء.

---

১২২. তাফসীরে জালালাইন, পৃ. ৪৩৭

www.nagorikpathagar.org

'তিনি (জিবরাঈল আ.) নিজ আকৃতিতে প্রকাশিত হলেন, ঐ আকৃতি যা তিনি সাধারণ অহী নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সময় ধারণ করেন। তিনি প্রায়শই দাহইয়া কালবীর সূরতে অবতীর্ণ হতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিজ আকৃতিতে দেখতে চাইলে তিনি পূর্ব দিগন্তে প্রকাশিত হলেন এবং পুরা দিগন্ত তাঁর অবয়বে ঢেকে গেল। কেউ বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যতীত আর কোন নবী জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেন নাই। তিনি (সা.) দু'বার তাঁকে নিজ সূরতে দেখেছেন। একবার জমিনে একবার আকাশে।'[১২৩]

উল্লেখ্য যে, তাফসীরে "ছাবী" তেও ঠিক একথাই বর্ণিত রয়েছে।

৫। সহীহ বুখারীতে এসেছে-

عن مسروق قال قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها فاين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وانه اتاه هذه المرة في صورته التى هى صورته فسد الافق.

'হযরত মাসরুক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহর বাণী- ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। তিনি বললেন- উহা দ্বারা জিবরাঈল (আ.)-এর নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট মানবীয় সূরতে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁর নিকট নিজস্ব সূরতে আগমন করেন। এতে দিগন্ত ঢেকে যায়।' এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আঈনী বলেন-

فإن قلت ملاقاة جبريل عليه السلام كانت دائمة قلت لجبريل صورة خاصة خلق عليها لم يره رسول الله ﷺ فى تلك الصورة الخلقية إلا هذه المرة ومرة أخرى.

---

১২৩. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

'যদি তুমি বল, জিবরাঈল (আ.) তো সব সময়ই রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আমি বলবো জিবরাঈল (আ.)-এর নিজস্ব একটি সূরত আছে। যে সূরতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূল (সা.) তাঁকে ঐ সূরতে শুধু এই বার ব্যতীত আর একবার দেখেছেন।'[১২৪]

৬। সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে হযরত আনাস (রা.) থেকে শারীক বিন আবদিল্লাহ রেওয়ায়েত করেন-

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى۔

'অবশেষে তিনি (সা.) সিদরাতুল মুন্তাহায় উপনীত হলেন। এখানেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। এতো নিকবর্তী হলেন যেমন মুখোমুখী রাখা দু'টি ধনুকের রশি অথবা তার চাইতেও অধিক নিকটে।'

এ হাদীসের ব্যাপারে ইবনু হাজর বলেন- حديث أشنع ظاهرا ولا اشنع مذاقا من هذا الفصل "হাদীসটি প্রকাশ্যভাবেই অধিক আপত্তিকর। এ ব্যাপারে এর চেয়ে আপত্তিকর আর কিছু হতে পারে না।"[১২৫]

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা খাত্তাবী বলেন-

وقد روى هذا الحديث عن انس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الالفاظ الشنيعة۔ وذالك مما يقوى الظن انها صادرة من جهة شريك۔

'এই হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে শারীক ছাড়াও অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এ জাতীয় আপত্তিকর (রাসূলুল্লাহ আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন) শব্দাবলী উল্লেখ নেই। এ থেকে অধিক ধারণা করা হয় যে এ ধরনের শব্দাবলী শারীক এর থেকে প্রকাশ পেয়েছে।"

---

১২৪. আঈনী, ১৫/১৪৪

১২৫. ফাতহুল বারী, ১৩/৫৭১

www.nagorikpathagar.org

আব্দুল হক দেহলবী বলেন-

وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت احد منهم بما اتى به شريك وشريك ليس بالحافظ.

'ইসরার হাদীস অনেক হাফেজে হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁদের কেউই শারীকের মতো শব্দাবলী বর্ণনা করেননি। অথচ শারীক হাফেজে হাদীস নয়।'[১২৬]

৭। ইমাম কুরতুবী হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- دنا الله سبحانه وتعالى 'আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হয়েছেন।' ইমাম কুরতুবী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- والمعنى دنا امره وحكمه 'অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ ও হুকুম নিকটবর্তী হয়েছে।'[১২৭]

৮। ইবনু হাজার বলেন-

وقيل: تدلى الرفرف لمحمد ﷺ حتى جلس عليه ثم دنا محمد من ربه.

'কেউ কেউ বলেন- রফরফ রাসূল (সা.)-এর কাছাকাছি এসেছে অবশেষে তিনি তাতে বসে পড়েন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হন।'[১২৮]

৯। সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে এসেছে হযরত শাইবানী বলেন-

سالت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى الى عبده ما اوحى قال اخبرنا عبد الله ان محمدا راى جبريل له ست مائة جناح فكان قاب قوسين أو أدنى.

'আমি যির কে আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাকে

---

১২৬. ফাতহুল বারী, ১৩/৫৭১

১২৭. প্রাগুক্ত

১২৮. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন- রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।'[১২৯]

১০। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- ان الذي دنا فتدلى جبريل 'যিনি নিকটবর্তী হয়েছে তিনি হলেন, জিবরাঈল (আ.)।'[১৩০]

১১। صفوة التفاسير প্রণেতা বলেন-

ثم دنا فتدلى أي ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في القرب منه فكان قاب قوسين أو أدنى أي فكان منه على مقدار قوسين أو اقل.

'অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। তাতে দু'জনের মাঝে ব্যবধান ছিল দু'ধনুকের মধ্যকার ব্যবধান বা তার চেয়েও কম।'[১৩১]

১২। تفسير جلالين প্রণেতা বলেন-

فنزل جبريل عليه السلام في صورة الأدميين ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب.

'জিবরাঈল (আ.) মানবীয় সূরতে অবতরণ করেন। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী হন এবং খুব নিকটবর্তী।'[১৩২]

১৩। মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র.) বলেন : আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ.)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ.)-কে না

---

১২৯. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৪৪৯০

১৩০. ফাতহুল বারী, ১৩/৫৭৩

১৩১. ছফওয়াতুত তাফসীর, ৩/২৩৬

১৩২. জালালাইন, সূরা আন নাজমের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়।[১৩৩]

১৪। মাওলানা মওদূদী (র.) বলেন- আকাশের উচ্চতর পূর্ব দিগন্ত হতে আত্মপ্রকাশ করার পর জিবরাঈল (আ.) রাসূলে কারীম (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অগ্রসর হতে হতে তিনি তাঁর উপরে এসে শূন্যলোকে ঝুলে থাকলেন। পরে তিনি নবী করীম (সা.)-এর দিকে ঝুঁকেন এবং এতটা নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে, তাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দুইটি ধনুকের সমান কিংবা উহা হতেও কম দূরত্ব থাকল।[১৩৪]

১৫। التفيسر الكامل প্রণেতা আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (র.) বলেন-

وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين ومطاع ثم امين وان محمدا ﷺ راه بالافق المبين وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى ﷺ انه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين يعني المرة الاولى بالافق الاعلى والنزلة الاخرى عند سدرة المنتهى.

'আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ.)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন- সে বিরাট পরাক্রমের অধিকারী। আরশ অধিপতির নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাস যোগ্য। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) তাঁকে উন্মুক্ত দিগন্তে দেখেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব সূরতে দু'বারের বেশী দেখেন নাই। প্রথম বার উন্মুক্ত দিগন্তে। আর দ্বিতীয়বার সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে।'[১৩৫]

---

১৩৩. মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ১৩০৪

১৩৪. তাফহীমুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ১৬/১৩

১৩৫. ইবনুত তাইমিয়্যাহ, তাফসীরে কামেল, ৭/১৬

www.nagorikpathagar.org

১৬। تفسير ابن ابي حاتم প্রণেতা বলেন-

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان اول شان رسول الله انه راى في منامه جبريل باجياد ثم خرج لبعض حاجته فصرخ به جبريل يا محمد يا محمد فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا ثلاثا ثم رفع بصره فاذا هو ثان احدى رجليه على الاخرى على افق السماء فقال يا محمد جبريل يسكنه فهرب النبى ﷺ حتى دخل فى الناس فنظر فلم ير شيئا ثم خرج من الناس فنظر فراه ثم دنى فتدلى يعنى جبريل الى محمد.

'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম শান হলো তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে স্বপ্নযোগে উত্তমরূপে দেখেছেন। অতপর তিনি কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বের হলে জিবরাঈল (আ.) হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! বলে ডাক দিলেন। তিনি ডানে বামে তাকালেন, বিষয়টি তিনবার এমন হলো। অতপর রাসূল (সা.) উপরের দিকে তাকালেন এবং জিবরাঈল (আ.)-কে এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে উচ্চ দিগন্তে বসে আছেন এবং বলছেন, হে মুহাম্মাদ! জিবরাঈল বসে আছেন। অতপর রাসূল (সা.) দৌঁড় দিলেন এবং মানুষের ভীড়ে মিশে গেলেন এবং তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অতপর তিনি মানুষের দল থেকে বের হলেন এবং জিবরাঈল (আ.)-কে দেখতে পেলেন। আর জিবরাঈল রাসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী হলেন খুব নিকটবর্তী।'[১৩৬]

উল্লেখিত বক্তব্যগুলো থেকে প্রতিয়মান হয় যে, উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের সাথে মি'রাজের রাত্রির কোন সম্পর্ক নেই। বরং আয়াতদ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছিল। (والله اعلم)

---

১৩৬. তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম, ১০/৩৩১৯

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন কি-না?

পবিত্র মি'রাজের রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি-না এ বিষয়ে আহলে ইলমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে হযরত মাসরুক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম- হে আম্মাজান! মুহাম্মাদ (সা.) কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন? তিনি এর জবাবে বলেন তোমার এ কথায় আমার পশম কেঁপে উঠেছে, তুমি কি এ কথা জান না- যে, এমন তিনটি কথা আছে যে এগুলো বর্ণনা করবে সে মিথ্যাবাদী। এর মধ্যে একটি হলো, যে বলবে নবী (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। অতপর তিনি তিলাওয়াত করেন-

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ۔

অর্থাৎ 'কোন দৃষ্টি তাঁকে অবলোকন করতে পারে না- কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টিকে অবলোকন করে থাকেন।'

তিনি আরো তিলাওয়াত করেন-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ۔

'কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে অহী ব্যতীত বা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত বা ফেরেশতা প্রেরণ ব্যতীত কথা বলবেন।' আর যে ব্যক্তি বলবে- রাসূল (সা.) আগামী দিন কি হবে তা (অহী ব্যতীত) জানেন সে মিথ্যাবাদী। অতপর তিনি তিলাওয়াত করেন- وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا 'কোন ব্যক্তি জানেনা সে আগামী দিন কি অর্জন করবে।' আর যে ব্যক্তি বলবে- রাসূলুল্লাহ (সা.) অহী গোপন করেছেন- সে মিথ্যাবাদী। অতপর তিনি তিলাওয়াত করেন-

www.nagorikpathagar.org

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যা আপনার কাছে নাজিল করা হয় তা আপনি প্রচার করুন।' (এ বক্তব্যের পর মা আয়েশা বলেন) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে দু'বার তাঁর আসল সূরতে দেখেছেন।'[১৩৭]

২. ইবনু মারদুইয়্যাহ বলেন- হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

انا اول من سأل رسول الله عن هذا فقلت : يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال لا انما رأيت جبريل منهبطا۔

'আমিই প্রথম ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) আপনি কি আপনার প্রভুকে (মি'রাজে) দেখেছেন? তিনি বললেন- না, আমি তো জিবরাঈলকে দেখেছি।'[১৩৮]

৩. এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য হলো-

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأي محمد ربه قلت : اليس الله يقول لا تدركه الابصار قال ويحك ذاك اذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأي ربه مرتين۔

'হযরত ইবনু ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন- মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর প্রভুকে (মি'রাজে) দেখেছেন। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি- "তাকে কোন চোখ অবলোকন করতে পারে না" তিনি বলেন- দূর হও। এটাতো এ সময়ের ব্যাপারে বলেছেন যখন তার নূরের তাজাল্লী প্রকাশিত হয়। বরং তিনি তাঁর প্রভুকে দু'বার দেখেছেন।'[১৩৯]

---

১৩৭. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং- ৪৮৫৫

১৩৮. ফাতহুল বারী, ৮/৫২৩

১৩৯. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

৪. হযরত আবু উমামা এবং উবাদাহ বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 'জেনে রাখ নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের প্রভুকে দেখবে না।'[১৪০]

৫. সুনানু নাসাঈতে ইকরামার বর্ণনায় আছে যে, ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন- اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد 'তোমরা কি একথায় বিস্ময় বোধ করছ যে, ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য বন্ধুত্ব, মূসা (আ.)-এর জন্য কথপোকথন এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্য দর্শন নির্ধারিত হবে।'[১৪১]

৬. ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন-

عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأي النبي ربه بفواده مرتين.

'ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) তাঁর প্রভুকে অন্তর দ্বারা দু'বার দেখেছেন।'[১৪২] ইমাম মুসলিম হযরত আতা (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন- عن ابن عباس راه بقلبه 'তিনি তাঁর প্রভুকে অন্তর দ্বারা দেখেছেন।' ইবনু মারদুয়্যাহ হযরত আতা (রা.) এ সূত্রে বর্ণনা করেন- عن ابن عباس رضي الله عنه قال لم يره رسول الله بعينه وانما رأه بقلبه 'ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি বরং তিনি শুধু অন্তর দ্বারা দেখেছেন।'[১৪৩]

৭. ইবনু খুজাইমা একটি শক্তিশালী সনদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- رأي محمد ربه 'মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন।'[১৪৪]

---

১৪০. মাজমাউজ যাওয়াইদ, খ-৭, পৃ. ৩৫১

১৪১. ইসরা ও মি'রাজ, পৃ. ৫৬

১৪২. ফাতহুল বারী, ৮/৫২৩

১৪৩. প্রাগুক্ত, ৮/৫২৪

১৪৪. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

৮. ইবনু খুজাইমা হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- رأه بقلبه ولم يره بعينه 'তিনি (সা.) আল্লাহকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন, চোখ দিয়ে নয়।'[১৪৫]

৯. মারওয়াজী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (রহ.)- কে জিজ্ঞেস করলাম- হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন- من زعم ان محمدًا رأي ربه فقد اعظم على الله الفرية 'যে ব্যক্তি ধারণা করে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহকে দেখেছেন সে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে বড় মিথ্যা রচনা করলো।' হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ বক্তব্য কি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে? ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য দিয়ে খণ্ডন করা যাবে- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- رأيت ربي 'আমি আমার প্রভুকে দেখেছি।' তিনি আরো বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা আয়েশা (রা.)-এর কথার চেয়ে বড়।[১৪৬]

১০. ইমাম নাসাঈ (রহ.) ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছেন- তাঁর প্রভুকে নয়। ইমাম বুখারীও (রা.) ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে- فكان قاب قوسين او ادنى আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন- انه رأي جبريل له ست مائة جناح 'তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর ছয়শত পাখাসহ দেখেছেন।'[১৪৭]

১১. ইমাম মালেক (র.) বলেন- রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখেন নাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী সত্তা। আর স্থায়ী সত্তাকে অস্থায়ী মাধ্যম (চর্মচক্ষু) দিয়ে দেখা যায় না। আর আখেরাতে মানুষ স্থায়ী চক্ষু লাভ করবে সুতরাং স্থায়ী মাধ্যম দিয়ে স্থায়ী সত্তাকে দেখা যাবে।[১৪৮]

---

১৪৫. প্রাগুক্ত, ৮/৫২৫

১৪৬. প্রাগুক্ত, ৮/৫২৬

১৪৭. প্রাগুক্ত

১৪৮. ফাতহুল বারী, ৮/৫২৪

www.nagorikpathagar.org

১২. মা'মার হাসান থেকে বর্ণনা করেন- انه حلف ان محمدًا رأي ربه 'তিনি শপথ করে বলেন- নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন।'[১৪৯]

১৩. মুসনাদে আহমদে এসেছে-

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ رأيت ربي عز وجل.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন- আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি।'[১৫০]

১৪. ইমাম তিবরানী, হাকিম ও তিরমিযী হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عن انس قال قال رسول الله ﷺ رأيت النور الاعظم فأوحى الله الى ما يشاء.

'রাসূল (সা.) বলেছেন- আমি বড় একটি নূর দেখেছি।, অতপর আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলেছেন।'[১৫১]

১৫. সহীহ বুখারীর "কিতাবু বাদইল খালক" এ হযরত মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি আয়েশা (রা.)-কে ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম- তিনি বললেন- তিনি হচ্ছে জিবরাঈল। তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে সাধারণতঃ মানুষের সূরতে আসতেন কিন্তু সে দিন তাঁর নিজস্ব সূরতে এসেছিলেন, যা দিগন্ত পরিবেষ্টন করে রেখেছিল।

১৬. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে যখন দেখতে চেয়েছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَنْ تَرَانِيْ 'তুমি কখনো (চর্মচক্ষে) আমাকে দেখতে পাবে না।'[১৫২] যেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর

---

১৪৯. প্রাগুক্ত

১৫০. খাসায়েসুল কুবরা, ১/১৬১, মি'রাজুন্নবী (সা.), ইফাবা, পৃ. ৬০

১৫১. তাফসীরে দুররুল মানছুর, ৬/১২৩

১৫২. সূরা আরাফ-১৪৩

www.nagorikpathagar.org

মতো জলিলে কদর নবী আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে আবেদন করেও দেখতে পাননি সেখানে প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বিনা আবেদনে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা যদি সাব্যস্ত হতো, তা হতো সকল নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি দলীল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে একটি আয়াতেও উল্লেখ করা হলো না। অথচ এটি অত্যন্ত বড় মাপের ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপার।

রাসূল (সা.)-কে মি'রাজের সফরে আল্লাহর বড় বড় নিদর্শন দেখানোর কথা কুরআনে বলা হলো অথচ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা বলা হয়নি। সুতরাং ব্যাপারটি সংশয়পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতেন, তাহলে তা কুরআনে কারীমে সরাসরিই উল্লেখ থাকতো। কেননা বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর হাদীসে মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্য এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন নাই। পক্ষান্তরে হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি কোথাও বলেছেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। আবার কোথাও বলেছেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্ন যোগে দেখেছেন। আবার ইবনু মারদুয়্যাহ (র.)-এর বর্ণনায় এসেছে- ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই বরং তিনি অন্তর দ্বারা দেখেছেন। ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এজতিরাব পাওয়া যায়। কিন্তু মা আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনায় কোন এজতিরাব নেই বরং রয়েছে দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্য- "আমিই সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞাস করেছি। আর তিনি বলেছেন- আল্লাহকে নয় আমি জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছি।"

১৭. আল্লামা আঈনী বলেন-

وقال الاشعري وجماعة من اصحابه انه راه ببصره وعينى رأسه وقال كل اية اوتيها نبي من الانبياء فقد أوتى مثلها نبينا ﷺ وخص من بينهم بتفضيل الرؤية۔

www.nagorikpathagar.org

'হযরত আশআরী ও তাঁর সঙ্গীরা বলেন- রাসূল (সা.) নিজ চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। অন্যান্য নবীদেরকে যেমনিভাবে মু'জিযা দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি রাসূল (সা.) কেও মু'জিযা দেয়া হয়েছে। সকলের মাঝে রাসূল (সা.)-কে দর্শনের ফজিলত দ্বারা খাস করা হয়েছে।'[১৫৩]

এ বিতর্কের সমাধান করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। নিম্নে তার কিয়দাংশ তুলে ধরছি।

১। ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন-

حاصله ان المراد بالاية لا تدركه الابصار نفي الاحاطة به عند رؤياه لا نفي اصل رؤياه.

অর্থাৎ- তাঁকে কোন চোখ অবলোকন করতে পারেনা। আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলাকে দেখার সময় কোন চোখ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না অর্থাৎ আয়াতে দেখার সময় পরিবেষ্টনকে নিষেধ করা হয়েছে, মূল দেখাকে নয়।[১৫৪]

২। কাজী আয়াজ (র.) বলেন- আল্লাহ তা'আলাকে দেখা আকলীভাবে জায়েয। অসংখ্য সহীহ হাদীস দিয়ে একথা সাব্যস্ত আছে যে, মু'মিনগণ আখেরাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখবেন।[১৫৫]

৩। ইবনু হাজার আরো বলেন-

وعلى هذا فيمكن الجمع بين اثبات ابن عباس ونفي عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر واثبات على رؤية القلب.

অর্থাৎ- এ ব্যাপারে হযরত আয়শা (রা.)-এর "না" এবং ইবনু আব্বাস এর "হ্যাঁ" এর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাকে অন্তর দ্বারা দেখা যাবে, চর্ম চোখে নয়।[১৫৬]

---

১৫৩. আঈনী, ১৫/১৪৪

১৫৪. ফাতহুল বারী, ৮/৫২৩

১৫৫. প্রাগুক্ত, ৮/৫২৩

১৫৬. ফাতহুল বারী, ৮/৫২৩

www.nagorikpathagar.org

৪। আল্লামা ইবনু কাছির (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন- হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন, এ কথা বলেছেন এবং সালফে সালেহীনদের একটি দল এ ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আরেকটি জামাত এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত নন।[১৫৭]

৫। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর فتح الباري তে লিখেছেন-

قد رجح القرطبي فى المفهم قول الوقف في هذه المسألة وعزاه جماعة من المحققين وقواه بانه ليس في الباب دليل قاطع وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالادلة الظنية وانما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها الا بالدليل القطعى۔

'ইমাম কুরতুবী তাঁর মুফহিম গ্রন্থে এ মাসআলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে চুপ থাকার দিককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর এ মতামতকে মুহাক্কিক আলিমদের একটি দল সমর্থন দিয়েছেন। কেননা এ বিষয়ে কারো পক্ষে কোন অকাট্য দলীল নেই। আর এটি কোন আমলী বিষয়ও নয় যে, দলীলে জন্নী দ্বারা এর আমল সাব্যস্ত হবে। বরং এটি নিতান্তই একটি আকীদাগত মাসআলা, যা অকাট্য দলীল ব্যতীত সাব্যস্ত হবে না।'[১৫৮]

৬। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর মা'আরিফুল কুরআনে এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখার বিষয়টিকেই বেশী ভালো ও নিরাপদ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৫৯]

---

১৫৭. তাফসীরে ইবনু কাছীর- (সূরা বনী ইসরাঈল), ইসরা ও মি'রাজ, পৃ. ৪৪

১৫৮. ফাতহুল বারী, ৮/৫২৫

১৫৯. মা'আরেফুল কুরআন, উর্দ্দু সংস্করণ, ৮/২০৪-২০৫, ইসরা ও মি'রাজ, পৃ. ৪৫

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজ নিয়ে একটি বাড়াবাড়ি বক্তব্য

মি'রাজ কেন্দ্রিক একটি ভিত্তিহীন কথা লোকমুখে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এই বলে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, "আমি আর এক কদম অথবা এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ডানাসমূহ জ্বলে-পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যাবে।" উল্লেখিত বক্তব্যটি কিসসা-কাহিনীকারদের মনগড়া বানানো কথা। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু সিদ্দীক আল ওমারী (র.) বলেন–

ومن الغلوا المذموم ايضًا ـ زعمهم ان النبي ﷺ لما بلغ سدرة المنتهى تأخر جبريل وقال : لو تقدمت خطوة لاحترقن وهذا كذب قبيح ـ والواقع ان جبريل عليه السلام لم يفارق النبي ﷺ تلك الليلة لحظة واحدة ـ كان معه في سدرة المنتهى وفي غيرها ـ

'এরূপ ধারণা করা নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি যে, যখন রাসূল (সা.) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল (আ.) পিছনে হটে যান এবং বলেন- যদি আমি আর এক কদমও অগ্রসর হই তাহলে জ্বলে যাব। এটি একটি মিথ্যা ও বাজে কথা। বরং উক্ত রাতে জিবরাঈল (আ.) এক মুহূর্তের জন্যও রাসূল (সা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। সিদরাতুল মুনতাহাসহ অন্যান্য স্থানেও তিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলেন।'[১৬০]

---

১৬০. আল বুসীরী, মাদেহুর রাসূলিল আ'যাম, পৃ. ৭২, প্রচলিত জাল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, পৃ. ১৮১

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল কি-না?

ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিলনা বরং সাধারণ মানুষের সফরের মতো দৈহিক ছিল, একথা পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এরপরও এ বিষয়ের উপর আলোচনা এই জন্যই করতে হয় যে, কোন কোন আলিম ইসরার সফরকে শুধু আত্মিক বলে মন্তব্য করেছেন। যদিও অধিকাংশ আলিম ইসরার সফরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৈহিক সফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের গবেষণালব্ধ কতিপয় উক্তি তুলে ধরছি।

১। ইসরার ঘটনায় বর্ণিত আয়াত سبحان الذي اسرى الخ এর প্রথম শব্দ سبحان এর মধ্যেই মি'রাজ স্বশরীরে হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নের জগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কী আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, পানির উপর হাঁটতেছে, আরো অবিশ্বাস্য বহু কাজ করছে। এতে কি কেউ আশ্চর্য হয়?[১৬১]

২। عبد শব্দ দ্বারাও বুঝা যায় মি'রাজ দৈহিক হয়েছিল। কারণ শুধু আত্মাকে দাস বলে না, বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়।[১৬২]

৩। اسرى بعبده ليلا আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি এটাকে আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রির সামান্য অংশের মধ্যে এ সফর করিয়েছেন।[১৬৩]

---

১৬১. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৭৬৪

১৬২. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬৪

১৬৩. তাফসীরে ইবনু কাছীর, পৃ. ৩০৮

www.nagorikpathagar.org

৪। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরো বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত; তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?'[১৬৪]

৫। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন এ ঘটনাটি প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করলো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। এমনকি কতক নও মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নে হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি?[১৬৫]

৬। মি'রাজকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা হয়েছে- আল্লাহর বাণী-

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ۔(بنی اسرائیل : ٦٠)

'মি'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল।' যদি মি'রাজ স্বপ্নেই সংঘটিত হয়, তবে এতে মানুষের পরীক্ষার কী ছিল? হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

هی رؤیا عین اریها رسول الله ﷺ لیلة اسری به الی بیت المقدس۔

অর্থাৎ ইসরার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত যা দেখানো হয়েছিল তা রাসূল (সা.)-এর চোখের দেখা।[১৬৬]

স্বয়ং কুরআনে কারীমের বক্তব্য ما زاغ البصر وما طغی 'দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।'[১৬৭] এখানে بصر শব্দটির অর্থ চক্ষু বা দৃষ্টি। যা মানুষের সত্ত্বার একটি অংশ শুধু আত্মার নয়।

---

১৬৪. মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ৭৬৪

১৬৫. মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ৭৬৪

১৬৬. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস, নং- ৩৮৮৮

১৬৭. সূরা আন নাজম-১৭

www.nagorikpathagar.org

৭। বুরাকের উপর সাওয়ার করিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়াও এরই দলীল যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা। কেননা রূহের জন্য সাওয়ারীর কোন প্রয়োজন ছিল না।[১৬৮]

৮। হাফিজ আবু নাইম ইসফাহানী (র.) কিতাবুদ দালাইলিন নবুওয়াতে একটি রিওয়ায়াত আনয়ন করেছেন। রিওয়ায়াতটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দাহইয়া ইবনু খালীফা (রা.)-কে একটি পত্র দিয়ে দূত হিসাবে রোম সম্রাট কায়সারের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছলে সম্রাট সিরিয়ায় অবস্থানরত আরব বণিকদেরকে তাঁর দরবারে হাজির করেন। তাঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (রা.) ছিলেন এবং তাঁর সাথে মক্কার অন্যান্য কাফিররাও ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান (রা.) এই চেষ্টাই করে আসছিলেন যে, কি করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুর্নাম সম্রাটের সামনে প্রকাশ করা যায়, যাতে তাঁর প্রতি সম্রাটের মনের কোন আকর্ষণ না থাকে।

তিনি নিজেই বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে এবং তাঁর প্রতি অপবাদ দিতে শুধুমাত্র এই ভয়ে কার্পণ্য করেছিলাম যে, যদি তাঁর প্রতি আমি কোন মিথ্যা আরোপ করি তবে আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং সম্রাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে যাবো। আর এটা হবে আমার জন্য বড় লজ্জার কথা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা ধারণা জেগে উঠলো এবং আমি বললাম : হে সম্রাট! শুনুন, আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মদ (সা.) বড়ই মিথ্যাবাদী লোক (নাউজুবিল্লাহ)।

একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, কোন এক রাত্রে সে মক্কা থেকে বের হয়ে আপনার এই মসজিদে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এসেছে এবং ফজরের পূর্বেই মক্কায় ফিরে গিয়েছে। আমার এই কথা শোনা মাত্রই মুকাদ্দাসের

---

১৬৮. ইবনু কাছীর, পৃ. ৩০৯

www.nagorikpathagar.org

লাট পাদরী, যিনি রোম সম্রাটের ঐ মজলিসে তাঁর পার্শ্বে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসেছিলেন, বলে উঠলেন : "এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। সে রাত্রের ঘটনা আমার জানা আছে।" তাঁর একথা শুনে রোম সম্রাট অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করেন : "জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?" তিনি উত্তরে বললেন : শুনুন, আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলাম যে, এই মসজিদের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত দরজা নিজের হাতে বন্ধ না করে ঘুমাবো না।

ঐ রাত্রে অভ্যাস মতো দরজা বন্ধ করার জন্যে আমি দাঁড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ করলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভব হলো না। আমি খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্তু দরজা স্বস্থান হতে একটুও সরলো না। তখন আমি আমার লোকজনকে ডাক দিলাম। তারা এসে গেলে আমরা সবাই মিলে শক্তি দিলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের মনে হলো যে, আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে চাচ্ছি, কিন্তু ওটা একটুও হেলছে না বা নড়ছে না। আমি তখন একজন কাঠ মিস্ত্রীকে ডাকলাম সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলো, কিন্তু পরিশেষে সেও হার মানলো এবং বললো ঃ "সকালে আবার দেখা যাবে।"

সুতরাং ঐ রাত্রে ঐ দরজার দু'টি পাল্লা এভাবেই খোলা থেকে গেল। সকালেই আমি এ দরজার কাছে গিয়ে দেখি যে, ওর পার্শ্বে কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ রাত্রে কেউ সেখানে কোন জন্তু বেধে রেখেছিল, ওর নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। আমি তখন বুঝে ফেললাম যে, আজ রাত্রে আমাদের এই মসজিদ কোন নবীর জন্যে খুলে রাখা হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই এখানে নামায পড়েছেন। এই কথা আমি আমার লোকদেরকে বুঝিয়ে বললাম।[১৬৯]

---

১৬৯. তাফসীরে ইবনু কাছীর, পৃ. ৩১০

www.nagorikpathagar.org

৯। এক রাত্রে উড়োজাহাজ, রকেট বা এ জাতীয় দ্রুতগামী যানবাহন ব্যতীত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত স্বশরীরে রাসূল (সা.)-কে যাতায়াত করানো যদি আল্লাহর কুদরাতের পক্ষে সম্ভব হয়। তবে হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী বিবরণকে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা কিভাবে যুক্তি সংগত হতে পারে? সম্ভব কি অসম্ভব এ প্রশ্ন তো কেবল মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত, "মহান আল্লাহ তা'আলা করেছেন" এটা বলার পর এ প্রশ্ন যিনি তুলবেন আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ ও সর্বময় ক্ষমতার ব্যাপারে তার ঈমানের দৃঢ়তা প্রশ্ন বোধক।[১৭০]

১০। যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজ স্বপ্নে কিংবা আত্মিক আকারে হতো, তবে কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মসজিদে আকসার ব্যাপারে প্রশ্ন করতো না। তাদের প্রশ্ন করাই প্রমাণ করে মি'রাজ স্বপ্নে নয় বরং বাস্তবেই হয়েছিল।

১১। এ প্রসঙ্গে আকাইদুল নাসাফী প্রণেতা বলেন-

والمعراج لرسول الله في اليقظة بشخصة الى السماء ثم الى ما شاء الله تعالى من العلى حق.

'মি'রাজ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ব-শরীরে আকাশের দিকে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। অতপর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী উপরের দিকে গমন হওয়াটা সত্য।'

এ ইবারতের ব্যাখ্যায় শরহে আকাইদুন নাসাফী প্রণেতা বলেন- মুসান্নিফ (র.)-এর اليقظة। উক্তির মধ্যে ঐ ব্যক্তির কথা প্রত্যাখ্যান করার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজ স্বপ্নের মধ্যে হয়েছে বলে মনে করে। তার কথার ভিত্তি হলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস। তাকে মি'রাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, উহা একটি ভাল স্বপ্ন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস- তিনি বলেন,

---

১৭০. ইসরা ও মি'রাজ, পৃ. ৫০

www.nagorikpathagar.org

ما فقد جسد محمد ﷺ ليلة المعراج.

'মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরীর মোবারক নিখোঁজ হয় নাই।' হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্ত উক্তির তাৎপর্য হলো–

ما فقد جسده عن الروح بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعا.

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেহ হতে রূহ মি'রাজ রজনীতে নিখোঁজ হয় নাই। বরং দেহ ও রূহ একত্রেই ছিল এবং সেই অবস্থাতেই মি'রাজ হয়েছিল।'[১৭১] আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মন্তব্যের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেন- তিনি তখন পর্যন্ত ইসলামই গ্রহণ করেননি। হতে পারে তিনি কারো নিকট থেকে শুনে বা নিজের বিবেচনা অনুযায়ী এরূপ উক্তি করেছেন।[১৭২]

১২। মি'রাজের সফরের আগে স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা শারীরিক মি'রাজের পরিপন্থী নয়। এ কারণে স্বপ্ন যোগে মি'রাজ হওয়ার কথা যথা স্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মি'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।[১৭৩]

১৩। মি'রাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্বশরীরে গমন অস্বীকারকারী কাফির এবং এর বিরূপ ব্যাখ্যাকারী বিদয়াতী ও ফাসেক সাব্যস্ত হবে। কেননা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর কুরআন দিয়ে প্রমাণিত। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঊর্ধ্বগমন অস্বীকারকারী এবং এর বিরূপ ব্যাখ্যাকারী উভয়ে বিদয়াতী সাব্যস্ত হবে। যদিও সূরা আন-নাজমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত সফরের কথা বলা হয়েছে।

---

১৭১. শরহে আকাইদ, মি'রাজ অধ্যায়, পৃ. ১৩৭

১৭২. বিশ্বনবী (সা.)-এর মি'রাজ, মূল আশরাফ আলী থানভী, (রহ.) পৃ. ২১৬

১৭৩. মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ৭৬৪

www.nagorikpathagar.org

তবে এতে সফরের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় তা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়নি। অতএব তাঁর আকাশ ভ্রমণের কথা অবিশ্বাস করলে কাফের বলা যাবে না।[১৭৪]

১৪। আল্লামা আঈনী বলেন–

والحق الذي عليه الجمهور انه اسري بجسده۔

'সত্য তাহাই যাহা বলেছেন ওলামায়ে জমহুর অর্থাৎ মি'রাজ রাসূল (সা.)-এর স্বশরীরেই হয়েছিল।'[১৭৫]

তিনি আরো বলেন-

ذهب معظم السلف الى انه كان بجسده وفي اليقظة وهذا هو الحق۔

'যুগের আলিমগণের অধিকাংশ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, মি'রাজ রাসূল (সা.)-এর স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায়ই হয়েছিল। আর এটাই হলো বাস্তব সত্য।'[১৭৬]

---

১৭৪. বিশ্বনবী (সা.)-এর মি'রাজ, মূল আশরাফ আলী থানবী, (রহ.) পৃ. ২১৮

১৭৫. আঈনী, ১৫/১২৫

১৭৬. প্রাগুক্ত ১৫/১২৫

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশে আজিম ভ্রমণ করেছেন কি-না?

মি'রাজের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশে আজিম ভ্রমণ করেছেন কি-না এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন আলোচনা করা হয়নি। যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করার পরও এ ব্যাপারে কোন সহীহ বা দুর্বল হাদীসও পাওয়া যায়নি। যদিও কোন কোন লিখকের বাংলা ভাষায় লিখিত বই পুস্তকে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশে আজিম পর্যন্ত সফর করছেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এ বর্ণনাগুলোর কোন তথ্য সূত্র ঐ বইগুলোর সম্মানিত লেখকগণ উল্লেখ করেন নি। তাই শুধু শুনে বা অনুমান নির্ভর হয়ে ও তথ্যসূত্র-বিহীন বই পুস্তকের বরাত দিয়ে এ জাতীয় বক্তব্য এ বইতে উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করিনি। তবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরশে আজিম পর্যন্ত ভ্রমণের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় শরহে আকাইদুন নাসাফীতে, মুসান্নিফ (র.) বলেন–

ومن السماء إلى الجنة أو إلى العرش او غير ذالك أحاد.

"আর আসমান হতে বেহেশতের প্রতি ভ্রমণ অথবা আরশ ও অন্যান্য স্থানের দিকে ভ্রমণ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।[১৭৭] শরহে আকাইদুন্নাসাফীর সম্মানিত ব্যাখ্যাকারগণ তাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে জান্নাত সফরের উপর হাদীস উল্লেখ করেছেন কিন্তু আরশে আজিম সফরের উপর কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। তাই সুস্পষ্ট হাদীস পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে বক্তব্য এড়িয়ে যাওয়াকেই আমি কল্যাণকর মনে করি। কেননা মি'রাজের আলোচনায় অনেকেই সীমালংঘন করে থাকেন। এ ব্যাপারে শরহে আকাইদুন নাসাফীর বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ নিবরাস প্রণেতা বলেন-

---

১৭৭. শরহে আকাইদুন নাসাফী, মি'রাজ অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

واما ما ذكره اصحاب السير كالمعين المؤرخ وغيره من عجائب ليلة المعراج ومشاهدة اصناف الملائكة في كل سماء فاكثرها من الموضوعات فعليك بالاعتماد على ما في كتب الحديث.

'সীরাতের কিতাব প্রণেতাগণ বিশেষতঃ ঐতিহাসিক মুঈন ও অন্যান্যরা মি'রাজের রজনীর যে বিস্ময়কর কাহিনীর এবং প্রত্যেক আকাশে বিভিন্ন রকমের ফেরেশতার দর্শন লাভ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন এর অধিকাংশই বানোয়াট। সুতরাং আপনার উচিৎ শুধু হাদীসের কিতাবে যে বর্ণনা এসেছে এর উপর নির্ভর করে কথা বলা' [১৭৮] والله اعلم

১৭৮. নিবরাস- পৃ. ২৯৫

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক দর্শনীয় কতিপয় দৃশ্য

১। আহমদ ও আবু দাউদ (র.) বর্ণনা করেন-

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ۔

'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আমাকে যখন মি'রাজে নেয়া হয়েছিল তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের নখসমূহ ছিল তামার তৈরী। উক্ত নখ দ্বারা তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ.)-কে বললাম। এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষের গোশ্ত খেত অর্থাৎ গীবত করতো এবং তাদের মর্যাদা হানীকর কাজে লিপ্ত থাকতো।'[১৭৯]

২। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মারদুইয়াহ আব্দুর রহমানের সনদে হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِقْرَءْ أُمَّتَكَ مِنِّيْ السَّلَامَ اَخْبِرْهُمْ بِاَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةٌ تُرْبَتُهُ وَعُذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا قِيْعَانٌ وَاِنَّ غَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهَ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ۔

'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মি'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, হে

---

১৭৯. দুররে মানসুর, ৪/১০৫, বিশ্ব নবী (সা.)-এর মি'রাজ, পৃ. ২২০

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতকে সালাম জানাবেন এবং তাদেরকে এ কথার সুসংবাদ জানিয়ে দিবেন, জান্নাত পবিত্র মাটি ও মিষ্টি পানির স্থান। এতে রয়েছে বৃক্ষ লতাহীন খালি জায়গা। একমাত্র–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ۔

দ্বারা উক্ত মাঠে বৃক্ষ উৎপন্ন করা সম্ভব।"[১৮০]

৩। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ (র.) বর্ণণা করেন–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِىَ بِهِ اَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلٰى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا اَمَرُوْهُ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ۔

"হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজ রজনীর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে রজনীতে তিনি ভ্রমণ করে যাওয়ার সময় যে কোন ফেরেশতা দলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হত, তখন তাঁরা আরজ করে, হে আল্লাহর হাবীব! আপনি আপনার উম্মতদেরকে শিঙ্গা লাগাবার, অর্থাৎ রক্ত বের করার (বিভিন্ন রোগে অস্ত্রোপচার করার) আদেশ করবেন।"[১৮১]

৪। ইমাম আহমদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِيْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبٰوا۔

---

১৮০. বিশ্ব নবীর মি'রাজ, পৃ. ২১১

১৮১. মিশকাত, পৃ. ৩৮৯

www.nagorikpathagar.org

'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, ইসরার রাত্রিতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম, যাদের পেট বড় বড় দালানের মতো বড়। এর ভিতরে রয়েছে অজগর সাপ, যেগুলো তাদের পেটের বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম হে জিবরাঈল! তারা কারা? তিনি উত্তরে বললেন, এরা হলো সুদখোর।'[১৮২]

৫। ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন-

عَنْ اَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِيْ رِجَالًا تُقْرَضُ شَفَاتُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ اُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُوْنَ۔

'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) বলেছেন ইসরার রাত্রিতে আমি কতিপয় লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি বললাম হে জিবরাঈল! (আ.) তারা কারা? তিনি বলেন, তারা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সকল বক্তা যারা নিজেরা যা বলতো তা করতো না এবং আল্লাহর কিতাব পড়তো কিন্তু আমল করতো না।'[১৮৩]

৬। নবী কারীম (সা.) ইয়াতীমের ধন সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে তাদের অবস্থাও দেখেছেন। তাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠোঁটের মতো। তারা নিজেদের মুখে পাথরের টুকরোর মতো অঙ্গার প্রবেশ করাচ্ছে, আর সেগুলো তাদের পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।[১৮৪]

---

১৮২. মিশকাত, পৃ. ২৪৬

১৮৩. মিশকাত, পৃ. ৪৩৮

১৮৪. ইসরা ও মি'রাজ, পৃ. ৪৫

www.nagorikpathagar.org

৭। আল্লাহর নবী (সা.) সুদখোরদেরও দেখেছেন। তাদের পেট এত বিশাল যে, ওরা নিজ অবস্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারছিল না। ফিরআউনের অনুসারীদেরকে জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ওরা এসব সুদখোরদের মাড়িয়ে যাচ্ছিল।[১৮৫]

৮। নবী কারীম (সা.) ব্যভিচারীদেরকেও দেখেছেন। তাদের সম্মুখে তাজা গোশত এবং দুর্গন্ধময় পঁচা গোশত রাখা আছে। ওরা তাজা গোশত বাদ দিয়ে পঁচা গোশত খাচ্ছে।[১৮৬]

৯। যে সব নারী ব্যভিচারের মাধ্যমে অপর পুরুষের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করেছিলো নবী (সা.) তাদেরকেও দেখেছেন ও সব মহিলাদের বুকে বড় বড় কাঁটা বিধিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।[১৮৭]

১০। মি'রাজ রজনীতে নবী কারীম (সা.) মক্কার একটি কাফিলার আগমন ও প্রস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কাফিলার একটি উট হারিয়ে গিয়েছিলো। তিনি তাদেরকে সে উটের সন্ধান দিয়েছেন। কাফিলার লোকেরা যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো, তখন তিনি তাদের ঢেকে রাখা পাত্র থেকে পানি পান করেছেন। এরপর পাত্রটি সে অবস্থায় রেখে দেন। মি'রাজের পরদিন প্রত্যুষে এ ঘটনাটি তাঁর মি'রাজের ঘটনার পক্ষে একটি প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়েছিল।[১৮৮]

---

১৮৫. প্রাগুক্ত

১৮৬. প্রাগুক্ত

১৮৭. প্রাগুক্ত

১৮৮. ইবনে হিশাম, ১/৩৯৭, ইসরা ও মি'রাজ পৃ. ৪৬

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের রাত্রির ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা যে রাত্রিতে মি'রাজে নিয়েছেন সে রাত্রির তাৎপর্য ও মর্তবা কি অন্য যে কোন রাত্রির মতো, না অন্য যে কোন রাত্রির চেয়ে বেশী? সে রাত্রিকে ঘিরে ইসলামে কোন বিশেষ নফল ইবাদতের নিয়ম আছে কি না সেটাই হলো এ অধ্যায়ের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি বিষয় সকলের নিকট পরিস্কার থাকা প্রয়োজন, সেটা হলো ইসলামে কোন বিধানের নতুন করে সংযোজন বা কোন বিধানের বিয়োজনের অধিকার মানুষের নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, উম্মতের প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামকে ঠিক সেই অবস্থায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। কোন প্রকারের বিকৃতি যেন ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণ যা করেন নাই, যদি কেহ অতি দ্বীনদারী জাহের করার জন্য এমন আমল করেন তা হবে দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার নামান্তর। আবার যা সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণিত তা অস্বীকার করারও কোন সুযোগ মুসলমানের নেই। সুতরাং দ্বীনের প্রকৃত অনুসরণকারীর জন্য অন্ধ অনুসরণ বা গোড়ামী দু'টিই সমভাবে পরিত্যাজ্য। মি'রাজ সংঘটিত হবার পর রাসূল (সা.) আরো এগার বছর জীবিত ছিলেন। তিনি কি ঐ এগার বছরের মি'রাজের রাত্রিতে বিশেষ কোন নফল ইবাদত করেছেন? এটা কুরআন বা হাদীসের বর্ণনায় আছে কি-না তা দেখতে হবে।

হাদীসের কোন কিতাবে মি'রাজের রাত্রিতে বিশেষ কোন নফল ইবাদতের বর্ণনা আছে বলে আমাদের জানা নাই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর প্রায় ৯০ বছর পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম জীবিত ছিলেন। তাঁদের কেউ মি'রাজের রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন ইবাদাত করেছেন মর্মে কোন হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ রাত্রিতে রাসূল (সা.) নিজে বিশেষ কোন নফল ইবাদত করেননি এবং সাহাবাগণকে বিশেষ কোন নফল ইবাদত করতে বলেননি। মি'রাজের রাত্রি কি শবে কদরের রাত্রির মতো বা শবে

www.nagorikpathagar.org

বারাআতের রাত্রির মতো প্রতি বছর আগমন করে? উত্তর হলো– না। বিখ্যাত বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে মি'রাজ একবারই হয়েছিল। আল্লাহর নবীর জীবদ্দশাতেও মি'রাজের রাত্রি প্রতি বছর আসে নাই। বরং এসেছিল ঐ তারিখটি যে তারিখে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

এটার উদাহরণ অনেকটা কারো জন্ম বা মৃত্যুর তারিখের মতো, দাদার মৃত্যুর তারিখ অর্থ এই নয় যে, দাদা প্রতি বছর এ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। শবে কদর প্রতি বৎসর তার বরকত নিয়ে আগমন করে, শবে বারাআতও প্রতি বছর তার বরকত নিয়ে আগমন করে। কিন্তু শবে মি'রাজ অনুরূপ নয়, বরং এটি রাসূল (সা.)-এর জীবনে শুধু একবারই এসেছিল। আর পরবর্তীতে শুধু এ তারিখটিই ফিরে আসে।

শবে কদরের তারিখ ও ফজিলত হাদীসে বর্ণিত আছে, আর তা হলো, রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রি।[১৮৯] অনুরূপ শবে বারাআতের তারিখ হলো শাবান মাসের মধ্যরাত্রি।[১৯০] তাই এ নির্ধারিত তারিখগুলোতে বিশেষ নফল ইবাদত করা হয়। কিন্তু শবে মি'রাজের নির্ধারিত কোন তারিখ হাদীসে নববীতে উল্লেখ নেই। বরং এর তারিখ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কঠিন মত পার্থক্য দেখা যায়। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, মি'রাজের তারিখ নিয়ে দশের অধিক মতামত রয়েছে।[১৯১] কেউ বলেন– হিজরতের এক বছর আগে, কেউ বলেন– হিজরতের আট মাস আগে। কেউ বলেন– হিজরতের ছয় মাস আগে। কেউ বলেন– হিজরতের আগের বছর রবিউস সানীতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।[১৯২] এখন আপনি কোন্ তারিখটি নির্ধারিত করে বললেন, এটিই হলো মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার রাত্রি? যদি এ রাত্রিতে বিশেষ কোন নফল ইবাদত থাকতো তাহলে হাদীসে অবশ্যই এর তারিখ বর্ণনা করা হতো। অথচ কোন হাদীসে শবে মি'রাজের তারিখ পাওয়া যায় না। বরং উল্লেখিত তারিখগুলো উলামায়ে

---

১৮৯. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-২০১৬

১৯০. মিশকাত, পৃ. ১১৪, ১১৫

১৯১. ফাতহুল বারী, ৭/২৪৩

১৯২. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

কিরামগণের মতামত মাত্র। তবে ২৬ই রজর তারিখটি উলামায়ে কেরামের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা যুরশানী বলেন, কোন উক্তিকে অন্য কোন উক্তির উপর প্রাধান্য দেয়ার যথেষ্ট দলিল প্রমাণ পাওয়া না গেলে প্রসিদ্ধ উক্তি গ্রহণ করাই উত্তম।[১৯৩]

সুতরাং যে রাত্রির নির্ধারিত কোন তারিখ কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায় না সে রাত্রিতে নফল ইবাদতের বিশেষ ফজিলত বর্ণনা করা বা বিশেষ ফজিলত আছে ধারণা করা ইসলাম সম্মত নয়।

ঠিক একইভাবে শবে মি'রাজের আগের দিন বা পরের দিন রোযা রাখলে বিশেষ কোন ফজিলত আছে একথাও কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায় না। তবে কোন ব্যক্তি যদি বছরের যে কোন রাত্রিতে নফল ইবাদত করতে চায়, নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন নফল রোযা রাখতে চায়, তার জন্য এটা জায়েজ। আর এটা তো সব সময়ের জন্যই অনুমোদিত। কিন্তু এটাকে শবে মি'রাজের রাত্রির ফজিলত বলে আখ্যা দেয়া হলে তা হবে দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করার নামান্তর, যা সুস্পষ্ট বিদ'আত। তবে এক্ষেত্রে আশুরার দিনের তাৎপর্য ব্যতিক্রম।

যদিও প্রতি আশুরার তারিখে ফিরআউন পানিতে ডুবে না এবং হযরত হুসাইন (র.)ও পুনরায় শাহাদাৎ বরণ করেন না, এরপরও এ দিন বিশেষ নফল রোযা রাখা সুন্নত। কেননা হযরত মূসা (আ.) এ দিন রোযা রেখেছেন এবং এ দিন রোযা রেখেছেন আমাদের প্রিয়নবী (সা.)ও। যা হাদীস দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কিন্তু মি'রাজের তারিখে রাসূল (সা.) নিজেও কোন বিশেষ নফল ইবাদত করেননি এবং তাঁর উম্মতকেও করতে বলেননি। তাই এ রাতে বিশেষ ইবাদাত করা বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে।

---

১৯৩. ইসরা ও মি'রাজের মর্মকথা, মাওলানা মওদূদী, পৃ. ৩

www.nagorikpathagar.org

প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী

মি'রাজের রাত্রিতে জুতা পায়ে আরশে আরোহণ প্রসঙ্গে

আমাদের সমাজে অতি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কথা যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জুতা পায়ে আরশে আরোহণ করেছিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ অসত্য ও বানোয়াট একটি কথা।

মি'রাজের ঘটনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থসহ অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে প্রায় অর্ধশত সাহাবী থেকে বিভিন্নভাবে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমদসহ সকল হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনের কথা বারংবার বলা হয়েছে। কুরআন কারীমে তাঁর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সিদরাতুল মুনতাহার ঊর্ধ্বে বা আরশে গমন করেছেন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

রাফরাফে চড়া, আরশে গমন করা ইত্যাদি কোনো কথা সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কোন হাদীস গ্রন্থে সংকলিত কোন হাদীসে নেই। ৫/৬ শত হিজরী পর্যন্ত সংকলিত ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক পুস্তকগুলোতেও এ বিষয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতাব্দী ও পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাতুন্নবী (সা.) বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে মি'রাজের বিষয়ে রাফরাফে আরোহণ, আরশে গমন ইত্যাদি ঘটনা বলা হয়েছে।[১৯৪]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হিঃ) আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়্যা গ্রন্থের ব্যাখ্যা শারহুল মাওয়াহিব গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবীনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন-

لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف انه جاوز سدرة المنتهى بل ذكر فيها انه انتهى الى مستوى سمع فيه صريف

---

১৯৪. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর. পৃ. ২৭২

www.nagorikpathagar.org

الاقلام فقط ومن ذكر انه جاوز ذالك فعليه البيان وانى له به ولم يرد في خبر ثابت ولاضعيف انه رقى العرش وافتراء بعضهم لايلتفت إليه.

'কোন একটি সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন। বরং বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তথায় এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। যিনি দাবি করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন তাকে তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর কিভাবে তিনি তা করবেন। একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয়নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। কারো কারো মিথ্যাচারের প্রতি দৃকপাত নিষ্প্রয়োজন।'[১৯৫]

আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি জাল হাদীস

لما اسرى به ﷺ ليلة المعراج الى السموات العلى ووصل الى العرش المعلى اراد خلع نعليه اخذا من قوله تعالى لسيدنا موسى حين كلمه فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى فنودى من العلى الاعلى يا محمد لا تخلع نعليك فان العرش يتشرف بقدومك متنعلا ويفتخر على غيره متبركا. فصعد النبى ﷺ الى العرش وفي قدميه النعلان.

'মি'রাজের রাত্রিতে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ঊর্ধ্বকাশে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আরশে মুআল্লায় পৌঁছালেন, তখন তিনি তাঁর পাদুকাদ্বয় খোলার ইচ্ছা করেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আ.) বলেছিলেন :

---

১৯৫. যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ৮/২২৩

www.nagorikpathagar.org

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔

'তুমি তোমার পাদুকা খোল; তুমি পবিত্র 'তুয়া' প্রান্তরে রয়েছে।'[১৯৬] তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান করে বলা হয় হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার পাদুকাদ্বয় খুলবেন না। কারণ আপনার পাদুকাসহ আগমনে আরশ সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে এবং অন্যদের উপরে বরকতের অহংকার করবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) পাদুকাদ্বয় পায়ে রেখেই আরশে আরোহণ করেন।'[১৯৭]

এই কাহিনী আগাগোড়া সবটুকুই বানোয়াট। এই কাহিনীর উৎপত্তি ও প্রচারের পর থেকে মুহাদ্দিসগণ বারংবার বলেছেন যে, এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের দেশে অনেক প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসও এ সকল মিথ্যা কথা নির্বিচারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে বলে থাকেন। এ সকল কথা তাঁরা কোন্ হাদীস গ্রন্থে পেয়েছেন তাও বলেন না, খুঁজেও দেখেন না, আবার যারা খুঁজে দেখে এগুলির জালিয়াতির কথা বলেছেন তাঁদের কথাও পড়েন না বা শুনতে চান না। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।[১৯৮]

আল্লামা রাযিউদ্দীন কাযবীনি, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাককারী, যারকানী, আব্দুল হাই লাখনবী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস এই কাহিনীর জালিয়াতি ও মিথ্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী এ প্রসঙ্গে বলেন: এই ঘটনা যে জালিয়াত বানিয়েছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী। এত হাদীসের একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের সময় পাদুকা পরেছিলেন। এমনকি একথাও প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশে আরোহণ করেছিলেন।[১৯৯]

---

১৯৬. সূরা ত্বহা-১২

১৯৭. হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ২৭৩

১৯৮. শারহুল মাওয়াহিব, ৮/২২৩; আল আসার পৃ. ৩৭; আসনাল মাতালিব, পৃ. ৫৩০

১৯৯. আব্দুল হাই লখনভী, আল আসার, পৃ. ৩৭

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের রাত্রিতে আত্তাহিয়্যাতু লাভ হওয়া প্রসঙ্গে

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের রাত্রিতে 'আত্তাহিয়্যাতু' লাভ করেন। এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটির সার- সংক্ষেপ হলো, রাসূল (সা.) মি'রাজের রাত্রিতে যখন সর্বোচ্চ নৈকট্যে পৌঁছে মহান আল্লাহকে সম্ভাষণ করে বলেন; (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...)। তখন মহান আল্লাহ বলেন, (আস সালামু আলাইকা...)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) চান যে তার উম্মতের জন্যও সালামের অংশ থাকুক। এজন্য তিনি বলেন- (আসসালামু আলাইনা ওয়া...) তখন জিবরাঈল ও সকল আকাশবাসী বলেন (আশহাদু...) কোনো কোনো গল্পকার বলেন : (আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা...) বাক্যটি ফিরিশতাগণ বলেন।

এই গল্পটির কোন ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। কোথাও কোন গ্রন্থে সনদসহ এই কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। মি'রাজের ঘটনা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে ও সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সনদসহ বর্ণনায় মি'রাজের ঘটনায় এই কাহিনীটি বলা হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে সনদবিহীন ভাবে কেউ কেউ তা উল্লেখ করেছেন।[২০০]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ অন্য সকল হাদীস গ্রন্থে আত-তাহিয়্যাতু বা তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও একথা বলা হয়নি যে, তা মি'রাজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে সাহাবীগণ সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম পাঠ করতেন। আল্লাহকে সালাম, নবীকে সালাম, জিবরাঈলকে সালাম...। তখন তিনি তাঁদেরকে বলেন, এভাবে না বলে তোমরা আত-তাহিয়্যাতু ..." বলবে।[২০১]

সকল হাদীসেই এইরূপ বলা হয়েছে। কোথাও আত-তাহিয়্যাতু মি'রাজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়নি।

---

২০০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, কুরতুবী, ৩/৪২৫

২০১. বুখারী, ১/২৮৭, মুসলিম, ১/৩০১

www.nagorikpathagar.org

মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গে

প্রচলিত একটি কথা এই যে, রাসূলুলাহ (সা.)-এর মি'রাজের সকল ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। তিনি সকল ঘটনার পর ফিরে এসে দেখেন পানি গড়াচ্ছে, শিকল নড়ছে, বিছানা তখনো গরম রয়েছে ইত্যাদি। এ সকল কথার কোন ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না।

হাদীসে মি'রাজের ভ্রমণ, দর্শন ইত্যাদি সবকিছু সমাপ্ত হতে কত সময় লেগেছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তাবারানী সংকলিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

ثم اتيت اصحابي قبل الصبح بمكة فاتاني ابو بكر فقال يا رسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك في مكانك فلم اجدك.

'অতঃপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের নিকট ফিরে আসলাম। তখন আবু বকর আমার নিকট আগমন করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গত রাতে কোথায় ছিলেন? আমি আপনার স্থানে আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু আপনাকে পাইনি।' তখন তিনি মি'রাজের ঘটনা বলেন।[২০২]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম রাতে মি'রাজে গমন করেন এবং শেষ রাতে ফিরে আসেন। সারারাত তিনি মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। এইরূপ আরো দুই একটি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মি'রাজের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতের কয়েক ঘন্টা সময় কাটিয়েছেন।[২০৩]

মি'রাজের ঘটনায় কত সময় লেগেছিল তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এই মহান অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ সময় ছাড়া বা অল্প সময়ে যে কোনো ভাবে তাঁর মহান নবীর জন্য সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, হাদীসে যা বর্ণিত হয়নি তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে না বলা। আমাদের উচিত এ সকল ভিত্তিহীন কথা এড়িয়ে চলা। তিনি ফিরে

---

২০২. মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/৭৩

২০৩. মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/৭৫

www.nagorikpathagar.org

এসে দেখেন পানি গড়াচ্ছে, শিকল নড়ছে, বিছানা তখন গরম রয়েছে ইত্যাদি কথা কোন সহীহ বা যরীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না।[২০৪]

মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হুত (১২৭৬ হি.) এ বিষয়ে বলেন–

ذهابه ورجوعه ليلة الاسراء ولم يبرد فراشه، لم يثبت ذلك.

'রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের রাত্রিতে গমন করেন এবং ফিরে আসেন কিন্তু তখনো তার বিছানা ঠাণ্ডা হয়নি, এই কথাটি প্রমাণিত নয়।'[২০৫]

মি'রাজ অস্বীকারকারীর মহিলায় রূপান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বানোয়াট কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে মুহূর্তের মধ্যে এত ঘটনা ঘটেছিল বলে মানতে পারেনি এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি একটি মাছ ক্রয় করে তার স্ত্রীকে প্রদান করে নদীতে গোসল করতে যায়। পানিতে ডুব দেয়ার পর সে মহিলায় রূপান্তরিত হয়। একজন সওদাগর তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে বিবাহ করে অনেক... অনেক বছর পরে আবার এ মহিলা পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে দেখেন যে, তার স্ত্রী তখনও মাছটি কাটছেন...। এগুলো সবই মিথ্যা কাহিনী।[২০৬]

---

২০৪. হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ২৭৬

২০৫. আসনাল মাতালিব, পৃ. ১১২

২০৬. হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ২৭৬

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের মৌলিক কর্মসূচী

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.)-এর জন্য কতিপয় মৌলিক কর্মসূচী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। যেগুলো বাস্তব জীবনে আমলে রূপদান করলে ইহকাল ও পরকালে সর্বাঙ্গীন সফলতা নিশ্চিতরূপে লাভ করা সম্ভব। এ সূরার ৩য় রুকুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের জান্নাতী জীবন গঠনের নিমিত্ত ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো :

১নং কর্মসূচী ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ۔

'তোমার প্রভু হুকুম করেছেন- তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না।'

অর্থাৎ ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। عبادة শব্দটি আরবী عبد শব্দ মূল থেকে নিসৃত। এর শাব্দিক অর্থ গোলামী করা, তাবেদারী করা, আনুগত্য করা, মেনে চলা, উপাসনা করা, ইত্যাদি। আর পরিভাষায় ইবাদত হলো-

هي قضاء الحياة بحسب أوامر الله تعالى ونواهيه۔

'আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধের ভিত্তিতে জীবন কাটানোর নামই হলো ইবাদত।'

আর যিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধের আলোকে জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করেন তাকে আব্‌দ বা আবেদ বলা হয়। শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক আ'মলকে ইবাদত বলা

www.nagorikpathagar.org

হয় না। ইবাদত হলো- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কথা মেনে চলার নাম। যার কারণে সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়লে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হয়। ঈদের দিন রোযা রাখলে সাওয়াব হয় না বরং গুনাহ হয়। কেননা ঐ সময় নামায ও রোযার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তাহলে বুঝা গেল নামায রোযা ইত্যাদিকে তখনই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বলা হবে যখন এগুলো আল্লাহর কথার আলোকে আদায় করা হয়। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, এর অনেকগুলো শাখা প্রশাখা রয়েছে। আর সে সকল শাখা প্রশাখার সমন্বিত নাম হলো ইবাদত। যেমন মানুষ বলতে একটি যৌগিক দেহ কাঠামোকে বুঝায়। যদিও এই দেহ কাঠামোতে হাত, পা, চোখ, কান, মগজ, কলিজা, ফুসফুস, কিডনি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু শুধু মগজ বা কলিজাকে যেমনিভাবে মানুষ বলা যাবে না, তেমনি ভাবে মানুষ বলা যাবে না শুধু কিডনি বা ফুসফুসকেও। যদিও এগুলো দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বরং যখন এই সব অঙ্গ একটি দেহে একত্রিত হবে তখনই এগুলোর সমষ্টিগত নাম হবে মানুষ।

অনুরূপভাবে যদি কোন লোক নামায পড়ে কিন্তু রোযা না রাখে, তাহলে আমরা তাকে আবেদ বলতে পারি না। আবার কেহ যদি রোযা রাখে কিন্তু নামায না পড়ে, অথবা নামায রোযা করে কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য বিধানের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে যেমন চুরি করে বা ডাকাতি করে, ঘুষ বা সুদ খায় এ জাতীয় লোককেও আমরা আবেদ বলতে পারি না। একজন ব্যক্তি তখনি ইবাদতকারীরূপে সাব্যস্ত হবে যখন সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করে।

এখন ভাবুন আপনি আপনার জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি-না? যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আল্লাহকে আপনার মনিব এবং নিজেকে তাঁর গোলাম বলে মেনে নিলেন। এখন আনুগত্য শুরু করুন, গোলামীর পরিচয় দিন। কাজে কর্মে, কথায় চিন্তায় প্রকাশ করুন আপনি আল্লাহর গোলাম। ভুলে গেলে

www.nagorikpathagar.org

চলবে না- এ গোলামী জীবনের নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য নয়, নয় জীবনের নির্দিষ্ট কোন দিক ও বিভাগের জন্য। বরং যতদিন বাঁচবেন, যত কাজ করবেন সকল কাজ ও সব সময় আপনি আল্লাহর গোলাম। গোলামী করার জন্যই আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔

'আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার গোলামী করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[২০৭]

আপনি চিন্তা করুন, আপনার কোন কাজ গোলামীর সীমা অতিক্রম করছে কি-না, আপনি ধর্মীয় জীবনে নিজেকে আল্লাহর গোলামীর মাঝে নিয়োজিত রাখছেন। নামায রোযা ইত্যাদি পালনের সময় আল্লাহর দেয়া নিয়ম শিখছেন এবং সে নিয়মের আলোকে এগুলো আদায় করছেন, কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে আপনি কাকে মনিব মেনে আনুগত্য করছেন? আল্লাহকে না অন্য কাউকে? আপনি পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে না ইসলামী অর্থনীতির পক্ষে? আপনার সমর্থিত অর্থনীতি যাকাত ভিত্তিক না সুদ ভিত্তিক? আপনার লেনদেনে সুদ ও ঘুষের সংশ্লিষ্টতা আছে কি-না? যদি সুদ ও ঘুষের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকে তাহলে অর্থনৈতিক জীবনে আপনি কার গোলাম, ভেবে দেখা প্রয়োজন নয় কি?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই, যার ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই কাউকে আল্লাহর পরিপূর্ণ গোলাম হতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার মানসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের দেশের কিছু মানুষ মনে করে ধর্ম এবং রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মনে করার পর কেউ যদি মনে করে ইসলামে রাজনীতি নেই তাহলে প্রকারান্তে তিনি ইসলামের পূর্ণতাকেই অস্বীকার করলেন।

এখন ভাবুন, রাজনৈতিক জীবনে আপনি কার আনুগত্য ও অনুসরণ

---

২০৭. সূরা যারিয়াত-৫৬

www.nagorikpathagar.org

করছেন? আপনার রাজনৈতিক জীবনের মডেল কে? রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর অনুসারীগণ, না-কি অন্য কেউ? যদি ইসলামী রাজনীতিতে আপনি সক্রিয় না থাকেন বা অনৈসলামী রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত থাকেন তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দশ বছরের মাদানী জীবন, আবু বকর, ওমর, ওসমান (রা.)-এর অনুসরণ আপনি পরিহার করে চলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য কি আপনার মনিব আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেন নাই?

অনুরূপভাবে আপনার পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে যদি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের কথা মনে রেখে জীবন পরিচালনা করেন তাহলেই আপনাকে আব্দ বা বান্দা বলা হবে। আর যাকে আল্লাহ তা'আলা আব্দ বলে মেনে নিবেন তাঁকেই তিনি জান্নাতে দাখেল করাবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِيْ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ. وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, অতপর আমার আবেদগণের দলে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জামাতে বেশ কর।'[২০৮]

২নং কর্মসূচী ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

'আর পিতা মাতার সাথে সদাচরণ কর।'

আল্লাহ তা'আলার পরেই পিতা মাতার হক। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও পিতা মাতার সাথে সদাচরণ এ দু'টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন-

---

২০৮. সূরা আল ফাজর, ২৭-৩০

www.nagorikpathagar.org

رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ۔

'পিতা মাতার সন্তুষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পিতা মাতার অসন্তুষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার অসুন্তুষ্টি নির্ভর করে।'[২০৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ 'তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'[২১০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ 'জান্নাত রয়েছে মায়ের পায়ের নীচে।'[২১১]

মাতা-পিতার খেদমত না করে শুধু নামায রোযা ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব।

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস, করলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ۔

'হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা মাতার কি পরিমাণ হক রয়েছে? তিনি বললেন- তারাই তোমার জান্নাত এবং তারাই তোমার জাহান্নাম।'[২১২]

যার মাতা-পিতা জীবিত আছে তার মত সৌভাগ্য দুনিয়ার ক'জনের আছে? কারণ তার ঘরেই তার জান্নাত অবস্থান করছে। সে ইচ্ছা করলেই জান্নাত লুফে নিতে পারে।

হাদীছে এসেছে–

مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَلَوْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِأَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ۔

---

২০৯. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-১৮৯৯

২১০. সূরা লোকমান-১৪

২১১. মিরকাতুল মাফাতিহ, ৯/২০৮

২১২. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হাদীস নং-৭৩৫

www.nagorikpathagar.org

'কোন নেক সন্তান যদি তার পিতা-মাতার দিকে মায়ার নজরে তাকায়, তাঁর প্রতি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি কবুল হজ্বের সাওয়াব আল্লাহ তাঁকে দান করেন। সাহাবাগণ বললেন- যদি কেহ প্রতি দিন একশত বার তাকায়? তিনি বললেন হ্যাঁ, আল্লাহ মহান ও অতি পবিত্র।'[২১৩]

বরং যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে জীবিত পেয়েছে কিন্তু তাঁদেরকে খুশী করে জান্নাত লাভ করতে পারিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে তিরস্কার করেছেন। বলেছেন- رَغِمَ اَنْفُهُ 'তার নাক যেন ধূলায় মলিন হয়।'[২১৪]

আবার পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি সন্তানের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। যদি কোন সন্তানের পিতা-মাতা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন- সে সন্তান কখনো কামিয়াব হতে পারবে না। সে জীবনের প্রতিটি ধাপে কষ্টের সম্মুখীন হতে বাধ্য। যদিও কখনো কখনো দু'একজনকে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে তা সাময়িক। জীবনের একটি পর্যায়ে তাকেও এ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ 'আমি এসব দিনগুলোকে তাদের মধ্যে আবর্তিত করি।'[২১৫] আজ যে ব্যক্তি সন্তান হয়ে তার পিতাকে অসম্মান করবে সে যখন পিতা হবে তখন তার সন্তানও তার সাথে ঠিক একই আচরণ করবে। বউ হয়ে শাশুড়ির সাথে খারাপ আচরণ করলে সে যখন শাশুড়ি হবে তার বউও তার সাথে ঠিক একই আচরণ করবে। পিতা-মাতার দোয়া যেমন সন্তানের কামিয়াবীর অন্যতম মাধ্যম, তেমনি পিতা-মাতার বদদোয়াও অত্যন্ত মারাত্মক। সুনানুত তিরমিযীতে এসেছে–

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَبَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ۔

---

২১৩. বায়হাকী, মিশকাত, ৪২১

২১৪. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস নং-২৫৫১

২১৫. সূরা আলে ইমরান-১৪০

www.nagorikpathagar.org

'তিন ব্যক্তির বদদোয়া কবুল হয় এতে সন্দেহ নেই। মজলুমের বদদোয়া, মুসাফিরের বদদোয়া এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার বদদোয়া।'[২১৬]

অন্য হাদীসে এসেছে–

بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوْبَتُهُمَا فِى الدُّنْيَا اَلْبَغْيُ وَالْعُقُوْقُ۔

'দু'টি বিষয়ের শাস্তি দুনিয়াতেই পেতে হয়, জুলুম এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা।'[২১৭]

সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ করা প্রত্যেকটি বনী আদমের একান্ত কর্তব্য।

৩নং কর্মসূচী ঃ

وَآتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ۔

'আপনি আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং পথিকদের হক তাদেরকে বুঝিয়ে দিন।'

ইসলাম হচ্ছে মানব জীবনের সাথে সবচেয়ে বেশী সঙ্গিতপূর্ণ ধর্মের নাম। এতে সকল মানুষের জীবনের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ধনী সমাজ দশ তলায় শুয়ে প্রশান্তির নিদ্রায় রাত্রি যাপন করবে আর অসহায় দুখীজন ভুখা পেটে গাছ তলায় নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাবে এটা ইসলামের বিধান নয়। দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মে দুখীজনে করুণা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলাম শুধু উৎসাহ দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, অসহায় গরীব দুঃখীকে শুধু করুণা নয় বরং তাঁদের সাহায্য করা ইসলাম বাধ্যতামূলক (ফরজ) করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔

'তোমার সম্পদে গরীব অসহায় বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'[২১৮]

---

২১৬. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-১৯০৫

২১৭. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-১৯১৪

২১৮. সূরা যারিয়াত-১৯

www.nagorikpathagar.org

আর আত্মীয় স্বজনের হক বলতে বুঝায়, তাদের মিরাসী সম্পদ এবং আতিথেয়তার অধিকার। যদি কোন আত্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পদের মালিক হয়, তা তাকে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। যদি ছল চাতুরী করে তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সে বড় গুনাহগার হবে।

হাদীসে শরীফে এসেছে-

مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَرَثَتِهِ قَطَعَ اللهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔

'যে ব্যক্তি তার ওয়ারিশের মিরাস কর্তন করবে আল্লাহ তার জান্নাতের অধিকার কর্তন করবেন।'[২১৯]

আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া, তাদের সুখে দুঃখে অংশীদার হওয়া একজন ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক শিথিল রাখা বা বিনষ্ট করা উচিৎ নয়। হাদীস শরীফে এসেছে لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২২০]

৪নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا۔

'আর অপব্যয়-অপচয় করিওনা, নিশ্চয যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর সঙ্গে বিদ্রোহকারী।'

সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা মানুষের নয় বরং আল্লাহর। সে সাময়িক ভোগ দখলকারী মাত্র। আল্লাহ তা'আলার অনুমোদিত পন্থায় আয় ব্যয় করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। মানুষের মন যেভাবে চায় সেভাবেই সে আয় করার অধিকার রাখে না, ঠিক তেমনি যেভাবে মন চায় মানুষ সেভাবে ব্যয় করারও অধিকার রাখে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ

---

২১৯. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হাদীস নং-২৭০৩

২২০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত-৪১৯

www.nagorikpathagar.org

مَا رَزَقْنَاكُمْ 'তোমরা আমার দেয়া হালাল জীবিকা ভোগ কর।'[২২১] হালালের সীমা অতিক্রম করার কোন অধিকার মানুষের নেই। অনুরূপভাবে ব্যয়ের সীমাও আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا 'তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।'[২২২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

لَا يَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ اَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَ عَلِمَ۔

'বনী আদম পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে কিয়ামতের দিন পা নাড়াতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে– তা কোথায় ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল সম্পর্কে– তা কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে, তার মাল সম্পর্কে– সে এগুলো কোথা থেকে আয় করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার জ্ঞাত বিষয়ের কতটুকু আমল করেছে।'[২২৩]

এক কথার আয়-ব্যয়, সঞ্চয় সবই হবে আল্লাহর ইচ্ছায়। অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় ও সম্পদ বিনষ্ট করাই হলো অপচয়। কোনটি অপচয় আর কোনটি অপচয় নয় তা নির্ভর করে ব্যক্তির সামর্থ ও প্রয়োজনের উপর। যা ব্যতিরেকে স্বাচ্ছন্দ্যে চলা যায় তা অর্জনের পিছনে ব্যয়িত সম্পদই অপচয়ের কাতারে ধর্তব্য। স্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তির সামর্থের সাথে সম্পৃক্ত। যার শুধু মাত্র একটি কাপড়ে জীবন চালানোর মতো সামর্থ আছে তার জন্য দু'কাপড়ই স্বাচ্ছন্দ্যের। সে ঋণ করে দু'য়ের অধিক কাপড় কিনলে তা হবে অপচয়। যার শুধু দু'বেলা খাবার কেনার সামর্থ আছে, তার জন্য তিন

---

২২১. সূরা বাকারা-১৭২

২২২. সূরা আরাফ-৩১

২২৩. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-২৩৫৮

www.nagorikpathagar.org

বেলার খাবার স্বাচ্ছন্দ্যের। সে ঋণ করে ভূরীভোজের সামগ্রী কিনলে তা হবে অপচয়। এ হলো অপচয়ের ন্যূনতম সীমা। মূলতঃ অপ্রয়োজনে অর্থ ব্যয়ের কোন সীমা পরিসীমা নেই। চাহিদার অতিরিক্ত ব্যয়কে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হিসেবে ধরা হবে।

৫নং কর্মসূচী ঃ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔

'তুমি যদি তাদেরকে (অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকগণকে) পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তুমি তোমার রবের যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্খী তা এখনও তালাশই করছ, তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও।'

অর্থাৎ কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া বা দান স্বরূপ কিছু দিতে না পারলেও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাদেরকে দেখে ভ্রুকুঞ্চিত করাও ঈমানদারের শানের পরিপন্থি। বরং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। কেননা একটু ভাবলেই আপনি বুঝতে পারবেন, তারা তো আপনার কাছে আপনার জন্য জান্নাতের সওগাত নিয়ে হাজির হয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "রেহেম (আত্মীয়তা) রহমান থেকে নিসৃত ঢাল স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- (হে আত্মীয়তার সম্পর্ক) যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।"[২২৪]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে- হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি হালাল রুজি থেকে সামান্যও দান করে, আল্লাহ তা'আলা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন।[২২৫]

---

২২৪. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৫৯৮৮

২২৫. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-১৪১০

www.nagorikpathagar.org

আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে আপনার সম্পর্কের দুয়ার খুলে দিতে আগমন করে থাকে। সুতরাং এমন হিতাকাঙ্খীর সাথে যে ব্যক্তি উত্তম ব্যবহার করবে না তার মতো হতভাগা আর কে হতে পারে।

৬নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا۔

'নিজেদের হাত গলার সাথে বেধে রেখো না। আবার উহাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না, ইহা করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে।'

"হাত বাধা" একটি রূপক কথা; ইহা দ্বারা বুঝায় কার্পণ্য। "আর হাত খোলা" অর্থ অপচয়, বেহুদা খরচ করা। চার নং কর্মসূচী ও ছয় নং কর্মসূচীর এ অংশটুকু মিলালেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় এবং তা এই যে, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্যপূর্ণ নীতিবোধ থাকা আবশ্যক যে, তারা না কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদের আবর্তনকে ব্যাহত করবে আর না অপচয় ও অপব্যয়কারী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে।

পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন এক নির্ভুল অনুভূতি বর্তমান থাকতে হবে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ হতে বিরতও থাকবে না আবার বেহুদা খরচের বিপর্যয়েও নিমজ্জিত হবে না। ইসলাম বিষয়টিকে চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছে। একদিকে কৃপণতার ভয়াবহতার বর্ণনা ও অন্যদিকে অপচয়ের শাস্তির কথা যুগপৎভাবে তুলে ধরেছে। কৃপণতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔

www.nagorikpathagar.org

'যে সব লোককে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন- অথচ তৎসত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন এ কৃপণতাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং ইহা তাদের জন্য খুবই অকল্যাণকর। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করেছে কিয়ামতের দিন উহাই তাদের গলার বেড়ি হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহর জন্য। আর তোমরা যা করছ, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।'[২২৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ وَقَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ سَخِىٌّ أَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.

'দানশীল আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষেরও নিকটবর্তী। আর কৃপণ আল্লাহ হতে দূরে, জান্নাত হতে দূরে, মানুষ হতে দূরে, জাহানামের নিকটবর্তী। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কৃপণ আবেদ ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রিয়।'[২২৭]

অন্য হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ.

'হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রতারক, কৃপণ ও খোটা দানকারী জানাতে প্রবেশ করবে না।'[২২৮]

---

২২৬. সূরা আলে ইমরান-১৮০

২২৭. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-১৯৬১

২২৮. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-১৯৬৩

www.nagorikpathagar.org

৭নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا۔

'নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশংকায় হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতই তাদেরকে হত্যা করা একটি মস্ত বড় অন্যায়।'

প্রাচীনকাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সব আন্দোলন চলে আসছে, আলোচ্য আয়াত এর অর্থনৈতিক যুক্তিকতার ভিত্তি সমূহকে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করে দিয়েছে। দারিদ্র্যের ভয় মানুষকে নিজেদের সন্তান হত্যা ও গর্ভপাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। একই কারণে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ গর্ভ-নিরোধের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণা পত্রের এ ধারাটি মানব সমাজকে সম্যক অবহিত করছে যে, তারা যেন খাদ্যাভাবের ভয়ে লোক সংখ্যা হ্রাস করার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এমন সব গঠন মূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের শক্তি সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা নিয়োগ করে, যার দরুন আল্লাহর বানানো স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী রিযিকের প্রাচুর্য লাভ করা সম্ভব হয়। মানুষ অর্থনৈতিক উপায়-উপাদানের সংকীর্ণতা ও অভাবের আশংকায় বার বার যে বংশবৃদ্ধির ধারাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে থাকে, এ আয়াতের দৃষ্টিতে তা একটি মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আয়াত বিশ্ব মানবতাকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক দেয়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে নয়, বরং তা সেই আল্লাহ তা'আলার হাতে নিবদ্ধ যিনি তোমাকে খাওয়াচ্ছেন, তোমার পূর্বের লোকদেরকে খাইয়েছেন এবং পরবর্তী লোকদেরকেও ঠিক তিনিই খাওয়াবেন। কুরআনের অন্যত্র তিনি বলেছেন- শুধু মানুষ নয় বরং যমীনের বিচরণশীল সকল প্রাণীকে খাওয়ানোর দায়িত্ব শুধু তাঁরই হাতে।[২২৯] ইতিহাসের শিক্ষাও এটাই।

---

২২৯. সূরা হুদ-৬

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে খাওয়ার লোকদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে রিযিকের প্রাচুর্যও ঠিক সেই পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি ভেবে অবাক হবেন, আগেকার দিনে বড় বড় গাছে ছোট ছোট পেয়ারা ধরতো আর এখন ছোট ছোট গাছে অনেক বড় বড় পেয়ারা ধরছে। জমীনের ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে। আর এসবের পিছনে হাত রয়েছে সে মহান আল্লাহর যিনি নিজের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন– إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহই তো রিযিকদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রমশালী।'[২৩০]

৮নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ـ

'যিনার নিকটেও যাবে না। নিশ্চয়ই ইহা অত্যন্ত খারাপ কাজ ও অতীব নিকৃষ্ট পথ।'

"যিনার নিকটেও যাবে না" এ নির্দেশটি যেমন ব্যক্তি- মানুষের প্রতি, ঠিক তেমনি সামাজিকভাবে গোটা সমাজের প্রতিও। ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশের তাৎপর্য এই যে, তারা কেবল যিনা কার্য হতে বিরত থাকাকেই যথেষ্ট মনে করবে না, সেই সঙ্গে যিনার উদ্বোধক ও প্রেরণাদায়ক যাবতীয় কার্যাবলী হতেও দূরে থাকবে। কেননা এ সবই মানুষকে যিনার পথে টেনে আনে। এরপর রয়েছে সমাজের দায়িত্ব। এ নির্দেশের দৃষ্টিতে সমাজ-সমষ্টির কর্তব্য হলো, সামগ্রিক জীবনের ক্ষেত্রে যিনা, যিনার প্রতি প্ররোচক ও যিনা সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে আইন-কানুন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সামাজিক পরিবেশের সংশোধন, সামাজিক জীবনের উপযুক্ত পুনর্গঠন এবং এ ধরণের অন্যান্য উপায় ও ব্যবস্থাপনার সাহায্য গ্রহণ করা সমাজের কর্তব্য।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এক ব্যাপক অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে।

---

২৩০. সূরা যারিয়াত-৫৮

www.nagorikpathagar.org

এ দৃষ্টিতেই যিনা ও যিনার মিথ্যা অভিযোগকে ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণেই ইসলামী সমাজে মদ্যপান, গান-বাজনা, নৃত্যকলা ও অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রভৃতি যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন একটি পারিবারিক বিধান তৈরী করা হয়, যার ফলে বিবাহ হয় অতি সহজসাধ্য এবং যিনা-ব্যভিচার ও এর সামাজিক কার্যকরণকে গণ্য করা হয় সমাজ বিধ্বংসী জঘন্য বস্তু হিসেবে।

৯নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔

'শরীয়তের সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।'

ইসলামে প্রাণ সংহার মস্ত বড় অপরাধ। অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে ইসলাম এক্ষেত্রে কিসাসের বিধান সাব্যস্ত করেছে। কিসাস মানে হলো, হত্যার পরিবর্তে হত্যা। অর্থাৎ যদি কেহ অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى۔

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে কিসাসের আইন ফরজ করা হয়েছে।'[২৩১]

ইসলাম অন্যায়ভাবে কোন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করাকে গোটা জাতিকে হত্যা করার সমতুল্য মনে করে। ঠিক এমনিভাবে একজন ব্যক্তিকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করাকে গোটা জাতিকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করার সমতুল্য মনে করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا۔

২৩১. সূরা বাকারা-১৭৮

www.nagorikpathagar.org

'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ব্যতীত কাউকে হত্যা করলো সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করলো, আর যে কারও জীবন রক্ষা করলো সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল।'[২৩২]

অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে শুধু দুনিয়ার আদালতেই বিচারের মুখোমুখি করে ছেড়ে দেয়া হবে না, বরং তাকে আখেরাতের আদালতেও বিচারের মুখোমুখি করা হবে- এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا۔

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ংকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[২৩৩]

আর প্রাণ হত্যা বলতে শুধু অন্য মানুষকে হত্যা করাই বুঝায় না, নিজেকে নিজে হত্যা করাও বুঝায়। কেননা প্রাণ বলতে অন্যদের প্রাণের সঙ্গে ব্যক্তির নিজের প্রাণও শামিল। সুতরাং অন্য মানুষকে হত্যা করা যত বড় গুনাহ ও অপরাধ, ঠিক তত বড় গুনাহ ও অপরাধ হচ্ছে আত্মহত্যা করা। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের বা দেহের কোন অংশের মালিক এবং নিজেকে ধ্বংস করার ইখতিয়ার নিজের আছে বলে মনে করে বড়ই ভুল করে। কেননা এ দেহ ও প্রাণ তো একমাত্র আল্লাহরই দান। সুতরাং এর মালিকানাও একমাত্র আল্লাহরই। একে ধ্বংস করা তো দূরের কথা একে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার অধিকারও মানুষের নেই।

---

২৩২. সূরা মায়েদা-৩২

২৩৩. সূরা নিসা-৯৩

www.nagorikpathagar.org

১০নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ۔

'ইয়াতীমের ধন-মালের কাছেও যেও না, তবে অতি উত্তম পন্থায়।'

অর্থাৎ ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এর নিকটবর্তী হওয়াও ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। আর এতে কোনরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاٰتُوا الْيَتَامٰى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلٰى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا۔

'ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও। ভাল মালকে খারাপ মালের সাথে বদল করো না এবং তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে ভক্ষণ করো না। এটা জঘন্য অপরাধ।'[২৩৪]

তবে যদি ইয়াতীমের অভিভাবক দরিদ্র হয় তাহলে তার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে ন্যায় সংগতভাবে ইয়াতিমের মাল থেকে ভক্ষণ করা জায়েয আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ۔

'তারা বড় হয়ে নিজেদের মাল ফিরিয়ে নেবে এ ভয়ে ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাল তাড়াহুড়া করে খেয়ে নিও না। ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষক ধনী লোক হলে সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে আর গরীব হলে সে যেন সঠিক পন্থায় ভাতা গ্রহণ করে।'[২৩৫]

---

২৩৪. সূরা নিসা-২

২৩৫. সূরা নিসা-৬

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কোন লোক অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا۔

"নিশ্চয় যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা প্রকৃত পক্ষে আগুন দ্বারা নিজেদের পেট ভর্তি করে এবং তারা অচিরেই জাহান্নামের উত্তপ্ত প্রবেশ করবে।[২৩৬]

১১নং কর্মসূচী ঃ

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا۔

'আর তোমরা ওয়াদা পূরণ করবে। নিঃসন্দেহে ওয়াদা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'

ওয়াদা মৌখিক হোক কিংবা লিখিত, ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তা পূরণ করা ঈমানী দায়িত্ব। এর ব্যতিক্রম করা মুনাফিকি। ইসলাম ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ দিয়েছে। ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফিকির আলামত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔

'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।'[২৩৭]

---

২৩৬. সূরা নিসা-১০

২৩৭. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৬০৯৫

www.nagorikpathagar.org

ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ۔

'যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার দৃষ্টিও) দেবেন না। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'[২৩৮]

আর ওয়াদা যদি শর্ত সাপেক্ষে হয়, তাহলে শর্ত পাওয়া না গেলে ওয়াদা পূরণ করা জরুরী নয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

يَا بَنِيْ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ۔

'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের যে সব নিয়ামত দান করেছি সে সব স্মরণ কর। আর আমার সাথে তোমরা যে ওয়াদা করেছ সেগুলো পূরণ কর। আমিও তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি সেগুলো পূরণ করবো। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করবে।'[২৩৯]

এ আয়াতের মমার্থ অনেকটা এরকম যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- যদি তোমরা ওয়াদা পালন না করো, তাহলে আমিও নিজের ওয়াদা পালন করবো না। উপরন্তু ওয়াদা পালন না করার কারণে তোমাদের কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

---

২৩৮. আল ইমরান-৭৭

২৩৯. সূরা বাকারা-৪০

www.nagorikpathagar.org

১২নং কর্মসূচী ঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ـ

'আর তোমরা পাত্র দ্বারা মাপ করলে ভর্তি করে দিবে এবং ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা ওজন করে দিবে।'

মাপে কিংবা ওজনে কম দিলে একদিকে যেমন অপরকে ধোঁকা দেয়া হয়, অপর দিকে এই উপার্জনটাও হয় সম্পূর্ণ অবৈধ। এর মাধ্যমে নিজের সততা লোপ পায় এবং প্রতিপক্ষের উপর সাংঘাতিক রকমের জুলুম করা হয়। এক দিকে এটা মানবতা বিরোধী কাজ অপর দিকে এটি আল্লাহর নির্দেশের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ।

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর জাতিকে আল্লাহ পাক এই অপরাধের কারণে ধ্বংস করেছেন। তারা মাপে ও ওজনে কম দিতো। যে বা যারা ওজনে কম দেয় ধ্বংস তাদের অনিবার্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ

'ধ্বংস তাদের অনিবার্য যারা অন্য লোক থেকে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় ওজন করে নেয়, আর যখন নিজের জিনিস অন্যকে দেয় তখন মাপে ও ওজনে কম দেয়।'[২৪০]

ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে অন্যের হক পূর্ণরূপে বুঝিয়ে না দেয়া মানব জীবনে এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে দেয় যে, এ অসৎ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পেতে মানুষের সমুদয় হক নষ্ট করা স্বভাবে পরিণত হয়। এরূপে তা মানব জাতির মর্যাদা এবং পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে লোভ লালসা, স্বার্থপরতা, হীনতা ও নীচতার মতো নিকৃষ্ট স্বভাবগুলোর ব্যাপকতা সৃষ্টি করে। তাই হযরত শোয়াইব (আ.) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

---

২৪০. সূরা মুতাফফিফীন-১, ২

www.nagorikpathagar.org

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۔

'হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে ঠিকভাবে পরিমাপ ও ওজন কর এবং লোকদের জিনিসপত্র কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না।'[২৪১]

সূরা আর রাহমানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেছেন-

وَاَقِيْمُوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوْا الْمِيْزَانَ۔

'আর তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।'[২৪২]

আমাদের সকলকে এ কথাটি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার হক যদি কোন ব্যক্তি নষ্ট করে এবং খালেস তাওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু অন্যের হক নষ্ট করলে সে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করবেন না। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, ভয়াবহ ও মারাত্মক।

১৩নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔

'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে যেওনা। নিশ্চয়ই চক্ষু, কর্ণ ও অন্তকরণ সব কিছুর ব্যাপারেই জবাব দিতে হবে।'

অর্থাৎ না জেনে কোন বিষয়ে কথা বলবে না। কারো কাছে কোন নতুন খবর শুনলে তার তথ্যানুসন্ধান করে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া ছাড়া যা শুনেছ তা জনগণের কাছে প্রকাশ বা প্রচার করো না। কেননা তুমি যা

---

২৪১. সূরা হুদ-৮৫

২৪২. সূরা আর রহমান-৯

www.nagorikpathagar.org

শুনেছ, সেটা প্রকৃত পক্ষে সে রকম ছিল কি-না, না কি ভিন্ন রকম ছিল-এ বিষয়ে তুমি কোন তথ্য অনুসন্ধান করেছিলে কিনা, তাও কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। গুজব ছড়ানো, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, অনুমান ভিত্তিক প্রচারণা, ঘটনার প্রকৃত রূপ বিকৃত করা ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বরং ইসলামের নির্দেশ হলো- লোকেরা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অমূলক ধারণা- অনুমানের পরিবর্তে স্পষ্ট জ্ঞানের অনুসরণ করে। এতে করে এ লক্ষ্যটির বাস্তব ও ব্যাপক রূপায়ণ ঘটবে নৈতিক চরিত্রে, আইন-বিধানে, রাজনীতি ও প্রশাসনিক কাজে-কর্মে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও শিক্ষা ব্যবস্থায়।

এক কথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে। জ্ঞানের পরিবর্তে শুধু ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করার ফলে মানব জীবনে এমন অনেক মারাত্মক ঘটনার অবতারণা ঘটে যার পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই আল্লাহ তা'আলা অনুমান নির্ভর হয়ে যারা কথা বলে তাদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন-

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ۔

'আপনি বলুন তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা তো শুধু মাত্র ধারণার অনুসরণ কর এবং অনুমান করে কথা বল।'[২৪৩]

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ۔

'বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করে চলে,

---

২৪৩. সূরা আনআম-১৪৮

www.nagorikpathagar.org

অথচ আন্দাজ-অনুমান প্রমাণের সময় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।'[২৪৪]

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তা'আলা ধারণা প্রসূত কথা ও কাজ পরিত্যাগ করার জন্য মু'মিনদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔

'হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কিছু কিছু ধারণা গুনাহ।'[২৪৫]

১৪নং কর্মসূচী ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا۔

'জমীনের বুকে বাহাদুরি করে চলবে না। তোমরা না- জমিনকে দীর্ণ করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে।'

ইসলামের দৃষ্টিতে অহংকার একটি বড় ধরণের অপরাধ। অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা খুব বেশী অপছন্দ করেন। কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অহংকারীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন।

সূরা নাহলে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۔

'এখন যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে, বস্তুত উহা হচ্ছে অহংকারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান।'[২৪৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

২৪৪. সূরা ইউনুছ-৩৬

২৪৫. সূরা হুজরাত-১২

২৪৬. সূরা নহল-২৯

www.nagorikpathagar.org

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ـ

'আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষদের ভালবাসেন না।'[২৪৭]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ ـ

'হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২৪৮]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذِّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ إِلٰى سِجْنٍ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةُ الْخَبَالِ ـ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের সূরতে পিপিলিকার মতো করে উপস্থিত করা হবে। লাঞ্ছনা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে। তাদেরকে জাহান্নামের "বূলাছ" নামক কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আগুন তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামীদের পুঁজ "তিনাতুল খাবাল" পান করানো হবে।'[২৪৯]

---

২৪৭. সূরা লোকমান-১৮

২৪৮. আহমাদ, আল মুসনাদ, হাদীস নং-১৫০

২৪৯. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-২৪৯২

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ۔

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন।'[২৫০]

অহংকারের সংজ্ঞা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন-

اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ۔

'একজন ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার কাপড় ও জুতা সুন্দর হোক, (এটা কি অহংকার?) রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো- সত্যকে গ্রহণ না করা এবং মানুষকে হেয় করা।'[২৫১]

---

২৫০. আলবানী, সহীহুল জামী, হাদীস নং-৬১৬২

২৫১. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস নং-৯১

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের শিক্ষা

যে কোন ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা শুনে অভিজ্ঞতা হাসিল করা যায়। আর ঘটনার অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিবর্তন করা যায়। ঘটনা শুনা যেমন, জরুরী ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আরও বেশী জরুরী। আমাদের দেশের কতিপয় মানুষ মি'রাজের বর্ণনা শুনেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করে থাকেন, মি'রাজ থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে খুব একটা আগ্রহী দেখা যায় না। অথচ এ দু'টিই মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনে করুন বাংলাদেশের কোন মানুষ কখনো বিমানে চড়েনি এবং আমেরিকায়ও যায়নি। আমেরিকার প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং দেয়ার জন্য বাংলাদেশের কোন একজন লোককে বিমানে করে তাদের দেশে নিয়ে গেল। লোকটি ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরলে তার নিকট বাংলাদেশের লোকজন দৌঁড়ে গিয়ে ভীড় জমাবে। কিছু লোক তার কাছ থেকে সফর কাহিনী শুনার জন্য প্রশ্ন করবে বিমান দেখতে কেমন? বিমান থেকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী ও গোমতীকে কেমন দেখা যায়? ঢাকা শহরের বড় বড় বিল্ডিংগুলো উঁচু থেকে কতটুকু দেখা যায়?

আমেরিকার রাস্তা ঘাট, দালান কোঠা ইত্যাদি আমাদের দেশের মত কি না?। এগুলোর বর্ণনা শুনে খুশী মনে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। তারা ট্রেনিং এর প্রতিপাদ্য এবং এর থেকে তাদের কী শিক্ষণীয় আছে এ বিষয়ে জানার কোন প্রয়োজন অনুভব করবেনা। আবার কিছু লোক মনোযোগ দিয়ে সফর কাহিনী শুনবে এবং চিন্তা করবে এ গুরুত্বপূর্ণ সফরে আমেরিকার সরকার তাকে কেন নিয়েছিল? শুধু কি বিমানে চড়ানো, দেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখানোর জন্য, না-কি এর সাথে কোন বিষয়ে ট্রেনিং প্রদানের জন্য।

যদি ট্রেনিং-ই সফরের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ট্রেনিং-এর বিষয় বস্তু ও তার প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানা এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং তারা সফরকারী ব্যক্তি থেকে সফরের কাহিনী শুনার পর ট্রেনিং এর বিষয় বস্তুও জানতে চাইবে এবং তা থেকে শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করে তাদের জীবনে সে শিক্ষা কাজে লাগাবে। সফরকারী ব্যক্তির নিটক জড়ো হওয়া দু'দল লোকের মাঝে তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান যারা কাহিনী ও শিক্ষা দু'বিষয়েই জানার চেষ্টা করেছে। তাহলে আসুন মি'রাজের কাহিনী সম্পর্কে জানার পর এখন আমরা তার শিক্ষা জানতে অগ্রসর হই। মি'রাজের শিক্ষাসমূহ নিম্নরূপ।

১নং শিক্ষা নামায কায়েম করা ঃ

নামায মি'রাজের অন্যতম উপঢৌকন। মহান আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলী জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ফরজ করেছেন। কিন্তু নামাযই একমাত্র ইবাদত যা তিনি মি'রাজের রাত্রিতে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে এ উম্মতের উপর ফরজ করেছেন। নামাযের অত্যধিক গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মি'রাজে এ বিধান প্রবর্তন করেন। তাইতো নামায সম্পর্কে বলা হয়- اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ "নামায হলো মুমিন ব্যক্তির মি'রাজ স্বরূপ।"

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের মাধ্যমে যেভাবে আল্লাহর দিদার লাভ করেছিলেন, মুমিন ব্যক্তিও নামাযে সেরূপ আল্লাহর দিদার লাভে সক্ষম হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বান্দা সাজদায় তার রবের খুব নিকটে চলে যায়।"[২৫২] এ নামাযই হলো ঈমানের উপর দলীল। ঈমান আছে কি-নাই একমাত্র নামায দিয়েই তা নিরূপণ করা যায়। বর্ণিত আছে যে–

لِكُلِّ شَيْئٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْاِيْمَانِ اَلصَّلٰوةُ۔

'প্রত্যেক জিনিসের জন্য রয়েছে চিহ্ন, আর ঈমান আছে কি-না তার চিহ্ন হলো নামায।'

আরেকটি হাদীসে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- 'নামাযই হলো কাফের ও মুমিন ব্যক্তির মাঝে একমাত্র পার্থক্যকারী।'[২৫৩]

---

২৫২. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস নং-৪৮২

২৫৩. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস নং-৮২

www.nagorikpathagar.org

মাগরিবের নামাযের সময় হলো, মুয়াজ্জিন মসজিদের মিনার থেকে সুউচ্চ স্বরে আজানের সু-মধুর ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন, কিন্তু চা দোকানের টেবিলে বসে থাকা আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, সুকান্ত বাবু ও শ্যামলচন্দ্র কেহই মসজিদে গমন করলনা বরং আড্ডাতে মশগুল অবস্থায় কাটিয়ে দিল মাগরিবের সময়। এখন তাদের মধ্যে আর কে হিন্দু আর কে মুসলিম তা চেনার কি কোন উপায় আছে? যদি দু'জন মসজিদে চলে যেত আর দু'জন চা দোকানে বসে থাকত তাহলে চেনা যেত দু'জন মুসলমান আর বাকী দু'জন মুসলমান নয়। কিন্তু চারজনের একজনও যখন মসজিদে গেলনা তখন তাদেরকে মুসলমান হিসেবে চেনারও কোন আলামত পাওয়া গেল না।

আরো বর্ণিত আছে যে, "দ্বীনের মধ্যে নামায হলো, দেহের মধ্যে মাথার মতো।" অর্থাৎ মাথাবিহীন দেহ যেমন চেনা যায় না, তেমনি নামায বিহীন মুসলমানকেও রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মত বলে চিনবেন না। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি উম্মত হিসেবে না চেনেন তাহলে শাফায়াতের আশা করা যায় না। আর নবী (সা.)-এর শাফায়াত যদি পাওয়া না যায় তাহলে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা বাকী থাকে না। অথবা মাথাবিহীন দেহ যেমন জীবিত থাকে না, অনুরূপ নামাযবিহীন ঈমানও টিকে থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন নামাযের হিসাবের মাধ্যমে বান্দাদের হিসাব নিকাশ শুরু করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমলসমূহের মাঝে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নিবেন। যদি নামাযের হিসাব প্রদানে সে সফল হয় তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি নামাযের হিসাব প্রদানে সে ব্যর্থ হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[২৫৪]

---

২৫৪. তিরমিযী, আস সুনান, হাদীস নং-৪

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের গুরুত্ব প্রদান করে ইরশাদ করেন- مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ اَلصَّلَاةُ 'নামায বেহেস্তের চাবি।' সুতরাং নামাযের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা সকল মুমিন ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব।

২. সুদ ও ঘুষ পরিহার করা ঃ

মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জাহান্নামে সুদখোরদের ভয়াবহ অবস্থা দেখানো হয়েছিল। শির্ক ও কুফুরীর পর জঘন্যতম গুনাহসমূহের মধ্যে সুদ সবার শীর্ষে। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এর কুফল সুদূর প্রসারি। এটি গুপ্ত ঘাতকের মতো সমাজদেহে পচন ধরিয়ে দেয়। তাই পবিত্র কুরআনে সুদ পরিহার করার ব্যাপারে যত কঠিন ভাষায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে অন্য কোন ব্যাপারে এ জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি তা পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।'[২৫৫]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে-

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

২৫৫. সূরা বাকারাহ-২৭৮ ও ২৭৯ আংশিক

www.nagorikpathagar.org

'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[২৫৬]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ۔

'আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।'[২৫৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَنْ أَكَلَ دِرْهَمَ رِبْوا وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زِيْنَةً۔

'যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খেল তার আমল নামায় ৩৬ (ছত্রিশ) বার যিনা করলে যত গুনাহ হয় তার চেয়েও বেশী গুনাহ লিখে দেয়া হয়।'[২৫৮]

হাদীসে আরো এসেছে-

اَلرِّبْوا سَبْعُوْنَ جُزْءً وَأَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ۔

'সুদের ৭০ (সত্তর) টি গুনাহ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ হলো- আপন মাকে বিবাহ করা।'[২৫৯]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبْوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ۔

---

২৫৬. সূরা বাকারাহ-২৭৫

২৫৭. সূরা বাকারাহ-২৭৬

২৫৮. আহমদ, আল মুসনাদ, হাদীস নং-২২০০৭

২৫৯. ইবনে মাজাহ, আস সুনান, হাদীস নং-২২৭৪

www.nagorikpathagar.org

'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর গজব পড়ার বদদোয়া করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের সাক্ষী থাকে এবং সুদ লেখার কাজে নিয়োজিত থাকে। তিনি বলেন- গুনাহের ক্ষেত্রে তারা সকলে সমান।'[২৬০]

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبٰوا۔

'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রিতে একদল লোকের নিকট দিয়ে সফর করছিলাম। তাদের পেট বাড়ির মতো বড়। এগুলোর ভিতরে বড় বড় সাপ যা বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিবরাঈল (আ.)! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো সুদখোর।'[২৬১]

সুতরাং সুদের মতো এ জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে থাকা মি'রাজে বিশ্বাসী প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য।

৩. যাকাত আদায় করা ঃ

যাকাত ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের যত জায়গায় নামাজের কথা বলেছেন প্রায় সকল জায়গায় একত্রে যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ জন্যই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর খেলাফতকালে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন- "আমি অবশ্যই ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।"[২৬২] ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তিই হচ্ছে যাকাত। যাকাত ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই ইসলামী অর্থনীতি আবর্তিত বরং যাকাত ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

২৬০. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হাদীস নং-১৮৬০

২৬১. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হাদীস নং-২২৭৩

২৬২. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-৭২৮৪

www.nagorikpathagar.org

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ

'এবং তাদের সম্পদে গরীব, অসহায় ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'[২৬৩]

যারা গরীব অসহায়দের এই অধিকার আদায়ে কৃপণতা করবে তাদের ব্যাপারে হাদীসে নববীতে অশনী সংকেত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِ مَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ۔

'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন সম্পদকে এমন বিষধর সর্পে পরিণত করা হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সর্পটি উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।'[২৬৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ۔

২৬৩. সূরা যারিয়াত-১৯

২৬৪. বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-১৪০৩

www.nagorikpathagar.org

'আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদেরকে কঠোর আযাবের সু-সংবাদ দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশে সেক দেয়া হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো তা-যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এখন তোমার জমাকৃত বস্তুর স্বাদ গ্রহণ কর।'[২৬৫]

সুতরাং জান্নাতের প্রত্যাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যার উপর যাকাত ফরজ বছরান্তে হিসাব করে যাকাত আদায় করা তার একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মি'রাজের রজনীতে যাকাত আদায়ে গাফেল ব্যক্তিদের উপর আপতিত জাহান্নামের শাস্তি প্রদর্শন করিয়ে আল্লাহ তা'আলা যাকাত আদায়ের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

লেখকের অন্যান্য বই

১. প্রচলিত শিরক ও তা থেকে বাঁচার উপায়।
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা।

২. প্রচলিত বিদ'আত ও তা থেকে বাঁচার উপায়
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা।

৩. হাদীছের বৈচিত্র্যে পূর্ণাঙ্গ নামায
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা।

---

২৬৫. সূরা তাওবাহ-৩৪, ৩৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজ রাসূল সা. এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। এটি সকল নবীর উপর রাসূল সা. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলীলও বটে। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এটি নবুয়্যাতের দ্বাদশ সনে সংঘটিত হয়েছিল। তা হয়েছিল স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায়। তাই তো মক্কার কাফেররা মি'রাজের ঘটনাকে মেনে নেয়নি; বরং মি'রাজ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল। মি'রাজকে কেন্দ্র করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো কিছু দূর্বল প্রকৃতির নও মুসলিমও।

অংকের হিসাবের মত হিসেব করে যোগফল মিলিয়ে তারপর মি'রাজে বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত হিসেব মিলানো যাবেনা। কারণ এটি মু'জিযা। তাই এ বিষয়ে বিশ্বাস হবে আবু বকর রা. এর মত। অর্থাৎ চিন্তাটা এমন হবে যে, আমার রাসূল সা. বলেছেন সুতরাং বিনা প্রশ্নেই মেনে নিলাম।

মি'রাজ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা অগণিত। প্রায় অর্ধশত সাহাবী মি'রাজের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এর কোন কোনটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে । অসংখ্য হাদীছ থাকার পরও থেমে নেই জালিয়াতদের জালিয়াতি। তারা মি'রাজ প্রসঙ্গেও অনেকগুলো বানোয়াট কাহিনী তৈরি করে হাদীছের নামে চালিয়ে দিয়েছে। আর এ বানোয়াট কাহিনীগুলো মি'রাজের মূল কাহিনীর চেয়েও বেশি জনশ্রুতি পেয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মি'রাজের মূল অবয়ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। যেমন-মি'রাজের রাতে রাসূল সা.- এর আরশে আজীম সফর, আরশে জুতা নিয়ে পদার্পণ, এক কদম অগ্রসর হলে জিব্রাইল আ. -এর জ্বলে যাওয়া, সামান্য সময়ের ভিতরে মি'রাজ সংঘটিত হওয়া, মি'রাজ শেষে ফিরে এসে ওজুর পানি গড়াতে দেখা, বিছানা গরম পাওয়া, দরজার কড়া নড়তে দেখা ও সে রাতে আত্তাহিয়্যাতু লাভ করা ইত্যাদি বানোয়াট গল্প মি'রাজের ঘটনার মূল জায়গা দখল করে ফেলেছে। অথচ এ কাহিনীগুলো কোন দূর্বল হাদীছ দিয়েও সাব্যস্ত নয়।

মি'রাজের এ সফরে আল্লাহ তা'আলা প্রিয় রাসূল সা. কে আকাশ জগতে তাঁর সৃষ্টি লীলার অপূর্ব নিদর্শন পরিদর্শন, জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখিয়ে এবং এ রাতে নামাজ ফরজ করার মাধ্যমে মি'রাজের এ সফরকে অন্যরকম প্রাণবন্ত একটি সফর ও উম্মতের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তির উপলক্ষ্য করেছেন।

9 789849 013679

আহসান পাবলিকেশন
AHSAN PUBLICATION
www.ahsanpublication.com
/ahsanpublication